৩৯ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

নভেম্বর- ডিসেম্বর ২০১৮

- তওবা
- ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ
- ষড় রিপু সমাচার : লোভ
- একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী
- মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা
- সাক্ষাৎকার : শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব (রহঃ)

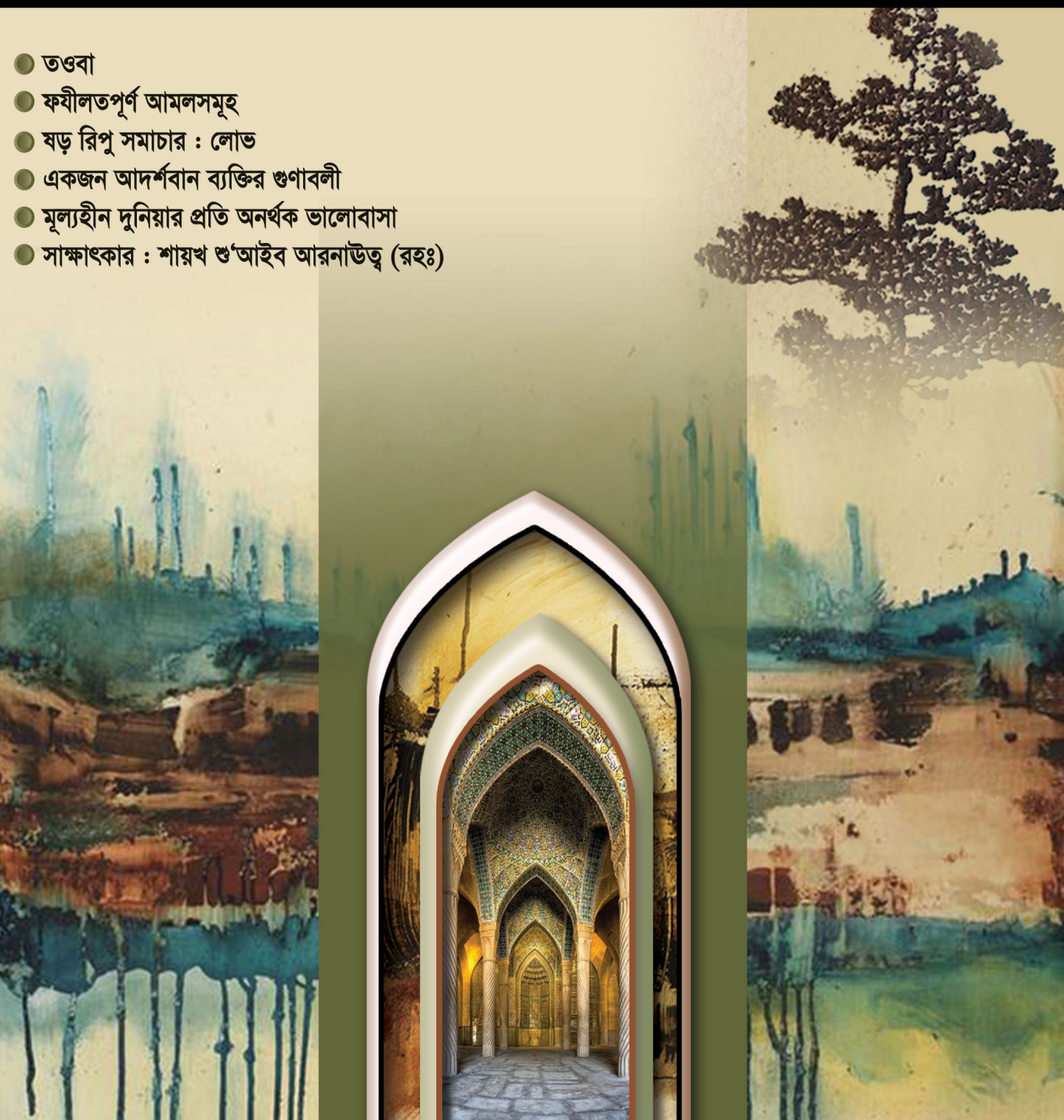

Contents

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৩৯ তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৪

তাবলীগ
- আল্লাহ্র পথে যত পরীক্ষা ৬
  আব্দুল্লাহ
- ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ ১০
  আবুল কালাম

তারবিয়াত
- মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা (২য় কিস্তি) ১৬
  আব্দুর রহীম
- একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী (৭ম কিস্তি) ২৩
  এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

তাজদীদে মিল্লাত
- জুম'আর পূর্বে করণীয় : একটি বিভ্রান্তি নিরসন (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ২৭
  আহমাদুল্লাহ

সাক্ষাৎকার
- শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব (রহঃ) ৩২

সাময়িক প্রসঙ্গ
- ষড়রিপু সমাচার (৩য় কিস্তি) ৩৬
  লিলবর আল-বারাদী

চিন্তাধারা
- তওবা ৪১
  নাজমুন নাঈম

পরশ পাথর
- যা কিছু পেয়েছি কুরআন থেকেই পেয়েছি ৪৫

জীবনের বাঁকে বাঁকে
- ড. গালিব স্যার ও তর্কের ফলাফল ৪৭
  মুহাম্মাদ বেলাল বিন ক্বাসেম
- চোখশোক ৪৮
  আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
- **সংগঠন সংবাদ** ৫০
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

Contents

সম্পাদকীয়

ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষা

বিগত কয়েক বছর ধরে যুবসমাজের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে সচেতনতা যথেষ্ট বাড়ছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাদের মধ্যে অস্থিরতা এবং উদ্বিগ্নতা। তাদের সামনে নানামুখী চ্যালেঞ্জ। ক্যারিয়ার গঠনের চ্যালেঞ্জ, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার চ্যালেঞ্জ, সামাজিক অবস্থান তৈরীর চ্যালেঞ্জ, পরিবারকে সন্তুষ্ট করার চ্যালেঞ্জ, সর্বোপরি নিজেকে দ্বীনের ওপর টিকিয়ে রাখার চ্যালেঞ্জ। অথচ এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নেই তাদের যথাযথ নৈতিক ও মানসিক প্রস্তুতি। নেই তাদেরকে পথপ্রদর্শন করার মত কোন শক্তিশালী সমাজ কাঠামো। ফলে কিভাবে নিজেদের দ্বীনদারী অক্ষুণ্ন রেখে এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে এবং সফলভাবে তা উৎরানো যাবে–এটাই হ'ল সমকালীন দ্বীনদার যুবকদের প্রধান ভাবনা।

বস্তুতঃ একদিকে বস্তুবাদী সমাজের চাকচিক্যময় হাতছানি, চারিত্রিক অধঃপতন ঘটানোর জন্য যাবতীয় উপায়-উপকরণের সহজলভ্যতা; অন্যদিকে নানামুখী মতবাদ ও আদর্শের ডামাডালে একজন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী এবং লক্ষ্যে অবিচল ব্যক্তির পক্ষেও যেখানে নিজেকে ধরে রাখা সহজসাধ্য নয়, সেখানে একজন সাধারণ দ্বীনদার যুবকের পক্ষে তা কতটা কঠিন; সেটা বলাই বাহুল্য। এজন্যই বোধহয় রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমাদের পরে এমন একটি সময় আসছে, যখন দ্বীনের উপর অটল থাকা ব্যক্তিদের প্রতিদান হবে তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজন শহীদের সমপরিমাণ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের পর আসছে এমন একটি সময় যখন দ্বীনের উপর ধৈর্যসহকারে টিকে থাকা হবে হাতের মুঠোয় জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে থাকার মত সুকঠিন *(ঐ)*।

এই সর্বগ্রাসী চ্যালেঞ্জ ও ফিৎনাসমূহকে আমরা দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) প্রবৃত্তিপরায়ণতা (২) সংশয়াচ্ছন্নতা। প্রবৃত্তিপরায়ণতার মধ্যে পড়ে ঘটে যায় যাবতীয় অন্যায়-অনাচার। আর সংশয়াচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে ঘটে থাকে প্রকৃত সত্যকে খুঁজে না পাওয়া কিংবা মিথ্যাকে সত্য ও অন্যায়কে ন্যায় ভেবে দিশেহারা হওয়া। এর কারণে এমনকি যারা বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের অনুসারী, তারাও সঠিক জ্ঞানের অভাবে জঙ্গীবাদ, চরমপন্থা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজবিরোধী ধ্যান-ধারণার ফাঁদে পড়ে পথভ্রষ্ট হওয়ার আশংকামুক্ত নয়। সুতরাং যদি এই দু'টি ফিৎনাকে আমরা যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পারি এবং তার প্রতিকারে তাক্বওয়াপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তবে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ উন্মুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। আর ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যই হ'ল এই দুটি ফিৎনা থেকে মানবতাকে রক্ষা করা। যেমন ভবিষ্যৎ বংশধরকে সকল ফিৎনা থেকে রক্ষার জন্য পিতা ইবরাহীম ও ইসমাঈল দো'আ করে বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াত সমূহ পাঠ করবেন, তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের (অন্তরসমূহকে) পরিচ্ছন্ন করবেন *(বাক্বারাহ ২/১২৯)*।

এক্ষণে সকল ফিৎনা ও চ্যালেঞ্জ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমরা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কয়েকটি ব্যবহারিক উপায় আলোচনা করতে পারি।

Contents

(১) কুরআন অধ্যয়ন। কুরআন অনুধাবন ও তা বুঝে পাঠ করা এবং কুরআন অনুযায়ী নিজের জীবনকে ঢেলে সাজানোর প্রতিজ্ঞা ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষার একটি অন্যতম উপায়। কেননা আল্লাহ এই কুরআন দ্বারাই মানুষের অন্তরকে সুদৃঢ় করেন এবং বাতিল থেকে সুরক্ষা দান করেন *(ফুরক্বান ২৫/২২)*।

(২) রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী পাঠ করা। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনকাহিনী এমন অসংখ্য ঘটনায় পরিপূর্ণ, যা একজন মুমিনকে প্রতি মুহূর্তে ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত রাখে। ন্যায় ও কল্যাণের পথে অটল থাকার প্রেরণা যোগায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ প্রেরিত অন্যান্য নবীর কাহিনীসমূহ পাঠ করা উচিৎ। কেননা এ সকল ঘটনা মুমিনের জন্য মহা উপদেশ। কুরআনে এ উদ্দেশ্যেই পূর্ববর্তীদের কাহিনীসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে *(হূদ ১১/১২০)*।

(৩) ইলম অনুযায়ী আমল করা। আমরা সাধারণত কোন বিষয়ে হালাল-হারাম জানার পরও তার উপর আমল করি না কিংবা গড়িমসি করি। ফলে সহজেই আমাদের ঈমান দুর্বল ও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। সুতরাং ঈমানকে সবল ও প্রাণবন্ত রাখার জন্য ইলম অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক *(নিসা ৪/৬৬)*।

(৪) আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করা। আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ ব্যতীত জীবনের কোন মহৎ লক্ষ্যই অর্জিত হয় না। এজন্য নিজের ধন-সম্পদ থেকে যখন নিঃস্বার্থভাবে খরচ করা হয়, তখন তা যেমন অন্তরে পরিশুদ্ধি আনে, তেমনি হকের উপরে দৃঢ় থাকার শক্তি যোগায় *(বাক্বারাহ ২/২৬৫)*।

(৫) সৎব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক গড়া। সমাজে চলার জন্য মানুষের সাথে মিশতেই হয়। আর সেই মানুষ যদি সৎ হন এবং সুপথপ্রদর্শনকারী হন, তবে নিজেকে আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর ধরে রাখা অনেক সহজ হয়ে যায়। এজন্যই ইসলাম সৎসঙ্গী নির্বাচন এবং জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে *(তওবা ৯/১১৯, কাহফ ১৮/২৮)*। সুতরাং নেককার মানুষদের সান্নিধ্যে থাকা খুবই যরূরী। কোন দ্বীনী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য হাছিল করা সম্ভব।

(৬) সর্বদা আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা। একজন মুমিনের নিষ্ঠা এবং আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল প্রকাশ পায় দো'আর মাধ্যমে। এজন্য দো'আকেই ইবাদত বলা হয়েছে। অতএব ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর রহমতই ফিৎনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় *(ইউসুফ ১২/৫৩)*।

এজন্য রাসূল (ছাঃ) এই দো'আটি সর্বদা পাঠ করতেন-'ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূব ছাব্বিত ক্বালবী আলা দ্বীনিকা' (হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অবিচল রাখ)। আনাস (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা ঈমান এনেছি আপনার প্রতি এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি। তবুও কি আপনি আমাদের ব্যাপারে আশংকা করেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! কেননা মানুষের অন্তরগুলো আল্লাহ্র দুই আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে। তিনি যেভাবে খুশী অন্তরের পরিবর্তন ঘটান *(তিরমিযী হা/২১৪০, সনদ ছহীহ)*। সুতরাং নিজেকে দুনিয়াবী যাবতীয় ফিৎনা থেকে বাঁচাতে হ'লে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো নিতে হবে। তবে সবচেয়ে প্রয়োজন হ'ল ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য নিজের অন্তরের তাক্বীদ। যদি কেউ সত্যিকার অর্থে ফিৎনা থেকে বাঁচতে চায় এবং সর্বান্তঃকরণে প্রচেষ্টা চালায়, তবে আল্লাহ তাকে সুপথ প্রদর্শন করবেনই ইনশাআল্লাহ। আর এটা আল্লাহ্র ওয়াদা *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*।

জাতীয় নির্বাচন অতীব সন্নিকটে। যুবসমাজের জন্য ফিৎনার একটি বড় উপলক্ষ্য ক্ষমতাকেন্দ্রিক এই রাজনীতি। কত শত মানুষ যে এতে অংশগ্রহণ করে অনৈতিক পথ অবলম্বন করছে এবং বেঘোরে জান-মাল ও ইযযত হারাচ্ছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। একজন দ্বীনদার ও জান্নাতপিয়াসী যুবক কখনও নিজের মূল্যবান জীবন ও সময়কে এমন ধ্বংসাত্মক পথে বিলিয়ে দিতে পারে না। মুমিন অবশ্যই সমাজ ও রাজনীতি সচেতন হবে, কিন্তু মুমিনের প্রকৃত সংগ্রাম হ'ল আক্বীদা ও বিশ্বাসের সংগ্রাম। অতএব যে রাজনীতি তার আক্বীদায় আঘাত হানে, তার বিশ্বাসের ভিত্তিকে চুরমার করে দেয়, যে রাজনীতি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে মানুষের সার্বভৌমত্বের শ্লোগান দেয়, যে রাজনীতি আল্লাহ্র বিধান বাদ দিয়ে মানুষের মনগড়া বিধান দিয়ে মানুষের উপর যুলুম করে, যে রাজনীতি সমাজে অশান্তি, ধ্বংস ও বিশৃংখলা ডেকে আনে; তাতে অংশগ্রহণের কোনই সুযোগ নেই। বরং সে রাজনীতি পরিবর্তন করাই হ'ল প্রকৃত রাজনীতি। এই অশুভ রাজনীতিকে পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা ও অহীর বিধানের আলোকে সমাজ সংস্কারের সংগ্রামই হ'ল এ যুগে মুমিনের প্রকৃত সংগ্রাম। অতএব যুবসম্প্রদায়কে এই ফিৎনার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে।

নির্বাচনে কে জয়লাভ করবে বা না করবে; কাকে সমর্থন করতে হবে বা না করতে হবে তা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়; বরং আমাদের বিবেচ্য হবে, কিভাবে সমাজের শাসক ও শাসিত প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনা যায়। কিভাবে আল্লাহ্র বিধানকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করা যায়। একজন নীতিনির্ধারক হিসাবে শাসকও এই দাওয়াতের বাইরে নয়; বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং জান্নাতপিয়াসী যুবসমাজকে জীবনের মহৎ আদর্শ ও লক্ষ্যকে সর্বাগ্রে রেখে পথ চলতে হবে। কখনও শাসকের সাথে ক্ষমতাকেন্দ্রিক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া যাবে না; বরং শাসককে নছীহত বা সদুপদেশই হ'ল ইসলামের কর্মনীতি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকলে একজন মুমিনের অন্তর কখনও প্রতারিত বা পথভ্রষ্ট হয় না- (১) সকল কর্ম কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হওয়া (২) শাসকদের সদুপদেশ দেয়া (৩) জামা'আতকে আঁকড়ে থাকা *(ইবনু মাজাহ হা/২৩০, ছহীহাহ হা/৪০৩)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'এই তিনটি বিষয় দ্বীন পালনের মূলনীতি স্বরূপ। কেননা এতে আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক আদায় এবং একাধারে দুনিয়া ও আখেরাতে সার্বিক কল্যাণ লাভের পথনির্দেশ করা হয়েছে' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১/১৮)*। আল্লাহ আমাদের সকল ভাই-বোনকে দুনিয়াবী যাবতীয় ফিৎনা থেকে রক্ষা করুন এবং কুফর ও নিফাকমুক্ত ঈমান সহকারে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

Contents

আমানতদারিতা

আল-কুরআনুল কারীম :

১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ-

(১) 'হে মুমিনগণ! তোমরা (অবাধ্যতার মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং (এর অনিষ্টকারিতা) জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*।

২- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا-

(২) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উপদেশ দান করছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(নিসা ৪/৫৮)*।

৩- وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ- الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

(৩) 'আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার সমূহ রক্ষাকারী। এবং যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফাযতকারী। তারাই হবে উত্তরাধিকারী। যারা উত্তরাধিকার লাভ করবে জান্নাতুল ফেরদৌসের। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(মুমিনূন ২৩/৮-১১)*।

৪- قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ- أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ-

(৪) 'সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে মোটেই বোকামি নেই। বরং আমি বিশ্বপালকের প্রেরিত একজন রাসূল মাত্র। আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের পয়গামসমূহ পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাংখী' *(আ'রাফ ৭/৬৭-৬৮)*।

হাদীছে নববী :

৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ-

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হ'লে খেয়ানত করে; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে; এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হ'লে অশ্লীলভাবে গালাগালি করে'।[১]

৬- عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرُكُمْ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِى أَذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ، وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ-

(৬) ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান (রাঃ) বলেন, আমি বলতে পারছিনা, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর যুগের পরে দুই যুগ নাকি তিন যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, তোমাদের পর এমন লোকেরা আসবে, যারা খেয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না; সাক্ষ্য দিতে না ডাকলেও তারা সাক্ষ্য দিবে; তারা মানত করবে কিন্তু তা পূর্ণ করবেনা। তাদের মধ্যে মেদওয়ালাদের প্রকাশ ঘটবে'।[২]

৭- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهماأَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ. قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِىٍّ-

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ হ'তে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান আমাকে খবর

১. *বুখারী হা/৩৪; মিশকাত হা/৫৬।*
২. *বুখারী হা/২৬৫১; নাসাঈ হা/৩৮০৯; তিরমিযী হা/২২২২।*

দিয়েছেন যে, হিরাক্লিয়াস তাকে বলেছিল, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী করীম (ছাঃ) তোমাদের কি কি আদেশ করেন? তুমি বললে যে, তিনি তোমাদের ছালাতের, সত্যবাদিতার, পবিত্রতার, ওয়াদা পূরণের ও আমানত আদায়ের আদেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, এটাই নবীগণের ছিফাত'।[৩]

৮- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اضْمَنُوا لِى سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ-

(৮) ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নিজেদের পক্ষ হ'তে আমাকে ছয়টি বিষয়ের যামানত দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হব। ১. তোমরা যখন কথা বল, তখন সত্য বল; ২. যখন ওয়াদা কর, তা পূর্ণ কর; ৩. যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয়, তা আদায় কর; ৪. নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত কর; ৫. স্বীয় দৃষ্টিকে অবনমিত রাখ এবং ৬. স্বীয় হাতকে অন্যায় কাজ হ'তে বিরত রাখ'।[৪]

৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصَدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِى طُعْمَةٍ-

(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমার মাঝে চারটি জিনিস থাকবে, তখন দুনিয়ার সবকিছু হারিয়ে গেলেও তোমার কোন সমস্যা নেই। ১. আমানত রক্ষা করা; ২. সত্য কথা বলা; ৩. সুন্দর চরিত্র এবং ৪. হালার রূযী'।[৫]

১০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ قَالَ لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ-

(১০) হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে এরূপ উপদেশ খুবই কমই দিয়েছেন, যাতে একথাগুলি বলেননি যে, যার আমানতদারিতা নেই তার ঈমান নেই এবং যার অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীন-ধর্ম নেই'।[৬]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) আমানতদারিতা সম্পর্কে বলেন, 'আমানত রক্ষা করা সাধারণত ওছিয়ত পূরণের চেয়েও অধিক যরূরী'।[৭]

২. ইমাম মানাবী (রহঃ) বলেন, 'আমানতদারিতা হ'ল ঐ সমস্ত হক বা অধিকার যা আদায় ও সংরক্ষণ তোমার উপর আবশ্যক'।[৮]

৩. ইমাম কাফাবী (রহঃ) বলেন, 'আমানতদারিতা হ'ল আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর যে সমস্ত বিধি-বিধান ফরয করেছেন তা আদায় করা যেমন-ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, ঋণ আদায় বিশেষ করে গচ্ছিত সম্পদ ও কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করা একটি বড় আমানতদারী'। তিনি অন্যত্র বলেন, আমানতদারী হ'ল সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু, গচ্ছিত সম্পদ ও কোন কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করা'।[৯]

৪. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'আমানতদারিতা ও অঙ্গীকার দুইটি জিনিস-ই মানুষের মধ্যে থাকে যা তার দ্বীন-দুনিয়ার কথা ও কাজে প্রকাশ পায়। এটা সাধারণ জনগণের ওয়াদা অঙ্গীকারকেও শামিল করে। আর এর অভীষ্ট লক্ষ্যস্থল হ'ল সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন। আমানতদারিতা অঙ্গীকারের চেয়ে ব্যাপকতর একটি বিষয়। তবে সমস্ত অঙ্গীকার-ই আমানতদারীর মধ্যে পড়ে'।[১০]

৫. ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, 'আমানতদারিতা হ'ল গোপনীয় পাপাচার, কাবীরা গুনাহ, এমনকি ছগীরা গুনাহের পীড়াপীড়ি থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা'।[১১]

সারবস্তু :

১. আমানতদারিতা হ'ল ঈমানের পরিপূর্ণতা ও ইসলামের সৌন্দর্য।

২. আমানতদারিতার উপরে আকাশ ও যমীনের যাবতীয় বিষয় দণ্ডায়মান।

৩. আমানতদারিতা হ'ল দ্বীনের কেন্দ্রবিন্দু ও মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরুপ।

৪. আমানতদার ব্যক্তিকে আল্লাহ ও মানুষ সকলেই ভালবাসে।

৫. যে সমাজে আমানতদারিতা রয়েছে সে সমাজ যাবতীয় কল্যাণ ও বরকতে ভরা।

---

৩. আহমাদ হা/২৩৭০; বুখারী হা/২৬৮১।
৪. আহমাদ হা/২২৮০৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৭০; মিশকাত হা/৪৮৭০।
৫. আহমাদ হা/৬৬৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৩৩; মিশকাত হা/৫২২২।
৬. আহমাদ হা/১২৪০৬; মিশকাত হা/৩৫।
৭. ফাৎহুল বারী ৫/৪৪৩ পৃ.।
৮. ফায়যুল কাদীর ১/২২৩ পৃ.।
৯. আল-কুল্লিয়াতুল কাফাবী ১৭৬, ১৮৬ পৃ.।
১০. তাফসীরে কুরতুবী ৩/৩৮৬ পৃ.।
১১. এহয়াউল উলূম ১/১৭৫ পৃ.।

আল্লাহ্র পথে যত পরীক্ষা

- আব্দুল্লাহ

ভূমিকা : দাওয়াতী যিন্দেগী কন্টকাকীণ, কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আল্লাহ্র পথে দাওয়াতী কর্মকাণ্ড বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত ও পরীক্ষিত হয়। নদীর স্রোতের মতই বয়ে চলে স্থির লক্ষ্যপথে। কখনো তা লঘু বাধার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় বা প্রচণ্ড বাধার পাহাড় মাড়ায়। যত বড় বাধা বা পরীক্ষা তত বড় পুরস্কার।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পরীক্ষাকেন্দ্র দুনিয়াকে পরস্পর পরস্পরকে অর্থাৎ রাসূলগণ স্ব স্ব কওম আবার কওম স্ব স্ব রাসূল, বিচারকগণ তাদের বিচারপ্রার্থী আবার বিচারপ্রার্থীগণ তাদের বিচারকমণ্ডলী, শক্তিশালী দুর্বল ও দুর্বলারা শক্তিশালী, বড় লোকরা গরীব আবার গরীবরা বড় লোক, সুস্থতা দিয়ে সুস্থকে, অসুস্থতা দিয়ে অসুস্থকে, কৃষককে তার শস্য দিয়ে, ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসা দিয়ে ও পণ্য উৎপাদনকারীকে তার পণ্য দিয়ে পরীক্ষার উপলক্ষ্য বানিয়েছেন। প্রত্যক ব্যক্তি তার দ্বীনী সক্ষমতানুযায়ী পরীক্ষিত হবে। ঈমানী জযবা যার যত বেশী শক্তিশালী এই দুনিয়ায় সে তত বেশী পরীক্ষিত হবে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা তাদের রবের পক্ষ থেকে পূর্ণ প্রতিদান পাবে।

মানুষকে আল্লাহ জ্ঞান শক্তি দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। সে তার জ্ঞানের আলোকে পথভ্রষ্টদেরকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করে এবং এটাই তার কর্তব্য। সাথে সাথে অভিশপ্ত ইবলীসকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন কেবলমাত্র তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করার জন্য। যে বান্দা যত বেশী আল্লাহভীরু সে তত বেশী শয়তানের খপ্পরে পড়বে এবং বিভিন্ন কৌশলে পরীক্ষিত হবে। তবে আল্লাহ্র প্রকৃত মুমিন বান্দাদের ইবলীস ও তার সঙ্গী-সাথীরা কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না বরং এই পরীক্ষাই হবে তাদর ঈমান বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। নিম্নে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত ও এই পথে বিভিন্ন পরীক্ষার স্বরূপ আলাচনা করা হ'ল।

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত ও পরীক্ষা :

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا– 'আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হ'তে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন' *(দাহর৭৬/২)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ–الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ–

'বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে সকল রাজত্ব এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে। আর তিনি মহা পরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(মুলক ৬৭/২)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا–

'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুকে আমরা তার শোভা বর্ধনকারী হিসাবে সৃষ্টি করেছি যাতে আমরা মানুষের পরীক্ষা নিতে পারি, তাদের মধ্যে কে সুন্দরতম কাজ করে' *(কাহফ ১৮/৭)*।

আর এসকল পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যে হ'ল ভাল-মন্দের সংমিশ্রণ থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি তথা মুমিনদেরকে চিহ্নিত করা এবং তাদের মাধ্যমে দুনিয়াতে চলমান এলাহী আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি করা। ইতিপূর্বে নবী-রাসূল সহ যে সকল মহাপুরুষরাই এ পথে পা বাড়িয়েছেন তাদের সবার উপরই নেমে এসেছিল অমানবিক নির্যাতন। দাওয়াতের পরিমাণ যতই বাড়তে থাকে শাস্তির মাত্রা আরও কঠিনতর হতে থাকে। যেমন রাসূল (ছাঃ) নবুঅতী জীবনের পূর্বে হেরাগুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। আরবের লোকেরা তাঁর সত্যাবাদিতার জন্য তাকে 'আল-আমীন' বলে ডাকত। কিন্তু যখনই তিনি দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন থেকেই তার বিরুদ্ধে সকল চক্রান্তের দুয়ার উন্মুক্ত হ'ল। 'আল-আমীন'র বদলে তারা তাকে যাদুকর, পাগল, মিথ্যাবাদী, গণক ইত্যাদি নামে ডাকত শুরু করল। ভালবাসা ও স্নেহের বদলে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতে থাকল। এমনকি তাঁর মুহাম্মাদ (প্রশংসিত) এর বিকৃতি করে তারা তাকে মুযাম্মাম (নিন্দিত) নামে ডাকতে শুরু করল। কয়েক দিনের মধ্যে আপনজনরাই হয়ে গেল সবচেয়ে বড় শত্রু। এ যেন এক অগ্নি পরীক্ষা কিন্তু আল্লাহ্র ভালবাসা কখনোই তাকে ছেড়ে দেয়নি। বস্তুতঃ মুমিনরাই আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার সবচেয়ে বড় হক্বদার। আর এ কারনেই আল্লাহ তা'আলা দাওয়াতের মতো সর্বোত্তম ও কঠিন কাজটি তাদের মাধ্যমে করিয়ে নেন। কেননা আল্লাহ যাকে যত বেশী ভালবাসা তাকে তত বেশী পরীক্ষায় ফেলেন। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে

عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ–

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান

হবে। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহ্র তা'আলার) সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে লোক তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহ্র তা'আলার) অসন্তুষ্টি বিদ্যমান'।[১]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِىَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ-

মুছ'আব ইবনু সা'দ (রাহঃ) হ'তে তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সা'দ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বললেন, নবীদের বিপদের পরীক্ষা, তারপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশী ধার্মিক তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে তাহ'লে তাকে সে মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়। অতএব, বান্দার উপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহই থাকে না'।[২]

ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য দুনিয়াতে পরীক্ষায় পড়া অবশম্ভবী বিষয়। আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষায় তারা পতিত হবেই। আর এ পরীক্ষায় মাধ্যমে তিনি ঈমানদারদের ঈমানকে আরও মযবুত জোরদার ও শক্তিশালী কারেন। যেমনিভাবে একটি স্বর্ণখন্ড দিয় যখন কান জিনিস তৈরী করার ইচ্ছা হয়। তখন সেটাকে ভালভাবে আগুণে পুড়িয়ে নিতে হয়। তাহ'লেই এটার দ্বারা যে কোন কঠিন জিনিস সমূহ বানানো সম্ভব। তাই দাঈদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষায় মাধ্যমে দাওয়াতী কাজের জন্যে তাদের অন্তরকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করে নেন।

দাঈর মর্যাদা :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 'ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*। আলোচ্য আয়াতে দাঈদের মর্যাদার একটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। তারা সব সময় উত্তমভাষী হয়। এছাড়াও দায়ী দাওয়াত অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব পায়। যেমন হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا- 'যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে ডাকবে সে তার অনুসারীর সমান ছওয়াব পাবে, অথচ অনুসরণকারীর ছওয়াব কমানো হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে ডাকবে সে তার অনুসারীর সমান পাপে জর্জরিত হবে, তার অনুসারীর পাপ মোটেও কমানো হবে না'।[৩]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. 'কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি কল্যাণকারীর ন্যায় নেকীর অধিকারী হবে'।[৪]

আল্লাহ পথে দাওয়াত ও পরীক্ষার ধরন : পূর্বের আলোচনা থেকেই আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ্র পথের দাঈদেরকে জীবন ব্যাপী কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নেন। নিম্নে এধরনের পরীক্ষার কিছু নমুনা উল্লেখ করা হ'ল।

(ক) ক্ষুধা : ক্ষুধার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। পেটে যখন ক্ষুধা অনুভূত হয় তখন কোন কাজেই মন বসে না। ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। দু'চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আল্লাহ্র কঠিন পরীক্ষায় কেবল মুমিনরাই উত্তীর্ণ হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ অগণিত দিন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করেছেন। এমনকি খন্দক যুদ্ধের দিন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীরা ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে মাটি খনন করেছিলেন। এত কষ্টের পরও তারা আল্লাহ্র দাওয়াত হ'তে পিছপা হননি। হাদীছে এসছে,

আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) খন্দকের দিন বের হ'লেন, হিম শীতল সকালে আনছার ও মুহাজিররা পরিখা খনন করেছেন, আর তাদের এ কাজে করার জন্য তাদের কোন গোলাম ছিলনা। যখন তিনি তাদের দেখতে পেলেন যে, তারা কষ্ট এবং ক্ষুধায় আক্রান্ত, তখন বললেন, হে আল্লাহ! সত্যিকারের আয়েশ হচ্ছে আখেরাতের আয়েশ। তুমি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। এর উত্তরে তারা বলে উঠেন, আমরা তারাই যারা মুহাম্মাদের হাতে বায়'আত করেছি জিহাদের, যদ্দিন আমারা বেঁচে আছি'।[৫] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا

---

১. *তিরমিযী হা/২৩৯৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/ ১৫৬৬।*
২. *তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/ ১৫৬২।*
৩. *আবুদাঊদ হা/৪৬০৯; মিশকাত হা/১৫৮।*
৪. *মুসলিম হা/২৭।*
৫. বুখারী হা/৪০৯৯।

مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ. قَالاَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ وَأَنَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِى الَّذِى أَخْرَجَكُمَا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক দিন বা রাত্রের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাইরে বের হয়েই আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-কে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কোন জিনিসে তোমাদের উভয়কে এই মুহূতে ঘর হ'তে বাইরে আসতে বাধ্য করেছে। তাঁরা উভয়ে বললেন, ক্ষুধায় তাড়না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেই মহান সত্তার কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ যেই জিনিসে তোমাদের দুইজনকে ঘর থেকে বের করেছে আমাকেও সেই জিনিসে বাইরে বের করেছে'।[৬]

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর শে'আবে আবু ত্বালিবে তিন বছরের মর্মান্তিক কাহিনী মুমিন হৃদয়ে এখনো নাড়া দেয়।

(খ) ভয়ভীতি :

আল্লাহ্র পথে পরীক্ষার অন্যতম বিষয় হ'ল ভয়ভীতি । ভয়ভীতির মাধ্যমেও আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। ভয় হ'তে পারে নিজ বাড়িতে, যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা অন্য যে কোন স্থানে। হ'তে পারে সেটা শত্রুর ভয় বা অন্য কিছুর ভয়। মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ-

'তোমরা ওদের ভয় করো না। বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(আলে ইমরান ৩/১৭৫)*।

রাসূল (ছাঃ) মদীনায় আগমনের পরে এতই ভীত থাকতেন যে, রাতে ঠিকমত ঘুমাতে পারতেন না। হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূল (ছাঃ) জেগে রইলেন। পরে তিনি বললেন, যদি আমার ছাহাবীদের কোন নেককার লোক আজ রাতে আমার পাহারা দিত। হঠাৎ আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনলাম। তখন তিনি বললেন, এ কে? বলা হ'ল, এ হচ্ছে সা'দ, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) ঘুমালেন, এমন কি আমরা তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলাম'।[৭]

শুধু রাসূল (ছাঃ) নয়। এমনকি ছাহাবীরা পর্যন্ত সারাক্ষণ ভীতিকর অবস্থার মধ্যে থাকতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا مِنْ أَبِى طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ ، فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَىْءٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا-

হযরত ক্বাতাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মদীনায় একবার শত্রুর আক্রমনের ভয় ছড়িয়ে পড়ল। নবী করীম (ছাঃ) তখন আবু তালহা (রাঃ)-এর নিকট হ'তে একটি ঘোড়া ধার নিলেন এবং তাতে সওয়ার হ'লেন। ঘোড়াটির নাম ছিল মানদূব। অতঃপর তিনি ঘোড়াটির টহল দিয়ে ফিরে এসে বললেন, কিছুই তো দেখতে পেলাম না, তবে এই ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের তরঙ্গের মতো পেয়েছি'।[৮]

(গ) ধন-সম্পদ কমে যাওয়া : ধন-সম্পদ কমে যাওয়া ও এক ধরনের পরীক্ষা। কেননা ধনী ব্যক্তিদের দ্বারাও ইসলাম প্রচারে অনেক উপকার সাধিত হয়। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওছমান (রাঃ) আরবের সেরা ধনীদের একজন ছিলেন। অঢেল ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তি দ্বীনের দাওয়াতে ব্যয় করেন দেন। তাবূক যুদ্ধে তার অকল্পনীয় দানের কথা ইতিহাসেরে পাতায় স্বর্ণক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমনকি তিনি তাবুক যুদ্ধের রসদ যোগানদাতা হিসাবে ও খ্যাতি লাভ করেছিলন। অতএব যখনই মাল সম্পদের কমতি দেখা যাবে তখনই বুঝে নিতে হবে আল্লাহ কর্তৃক পরীক্ষা। রাসূল (ছাঃ) খাদীজা (রাঃ) বিয়ে করে তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ-

'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*।

(ঘ) শরীরে রোগ-বালাই হওয়া ও সন্তান সন্ততি না থাকা :

আল্লাহ্র পরীক্ষা কৌশলের অন্যতম একটি হ'ল বান্দার শরীরে রোগ বালাই হওয়া। এক্ষেত্রে বান্দা যদি তাঁর প্রতি বিরক্তবোধ কর তাহ'লে সে অকৃতজ্ঞদের দলভুক্ত হবে আর যদি সে ওটাকে আল্লাহ্র পরীক্ষা মনে করে ধৈর্যধারণ করে তাহ'লে সেই সর্বোত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ-

'মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন'।[৯] রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ-

'আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন তাকে তিনি দুঃখকষ্টে পতিত করেন'।[১০]

---

৬. মুসলিম হা/২০৩৮; মিশকাত হা/৪২৪৬।
৭. বুখারী হা/৭২৩১; মিশকাত হা/৬১০৫।
৮. বুখারী হা/২৬২৭; তিরমিযী হা/১৬৮৬; মিশকাত হা/২৯৪৩।
৯. বুখারী হা/৫৬৪১; মিশকাত হা/১৫৩৭।
১০. বুখারী হা/৫৬৪৫; মিশকাত হা/২০০।

সন্তান-সন্ততি না থাকা বা না হওয়ায় ব্যাপারটিও একটি কঠিন পরীক্ষা। আমাদের নবী হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর অনেক ধন-সম্পদ, দাস-দাসী অনেক জমিজমা ছিল। এছাড়া আল্লাহ তাকে অনেক সন্তানও দান করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তাঁর ধন-সম্পদ, পুত্র-কন্যা সবই ছিনিয়ে নেন এবং তাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন। এমনকি তাঁর শরীরে জটিল রোগ-বালাই দিয়ে দেন। যাতে তার শরীরের একটি অঙ্গও আক্রান্ত হ'তে বাদ ছিল না। কিন্তু হযরত আইয়ুব (আঃ) এই কঠিন বিপদ মুহূর্তেও ধৈর্য হারা হননি। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ-

'আর (স্মরণ কর) আইয়ূবের কথা। যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিল, আমরা কষ্টে পড়েছি। আর তুমি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিলাম। অতঃপর তার কষ্ট দূর করে দিলাম। আর তার পরিবার-পরিজনকে তার নিকটে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ'তে দয়াপরবশে। আর এটা হ'ল ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' *(আম্বিয়া ২১/৮৩-৮৪)*।

(ঙ) নে'মতের মাধ্যমে পরীক্ষা : আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন কোন বান্দাদেরক অগনিত নে'মত দিয়ে থাকেন। এই নে'মতরাজির মাধ্যমে তিনি তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। যারা কাফের-মুশরিক তারা এসব নে'মত পেয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। আর যারা মুমিন তারা নে'মত পেয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। হযরত সুলায়মান (আঃ) ও ফেরাউন তার জাজ্বল্যমান প্রমান। হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা অনেক ধন-সম্পত্তি, এমনকি সারা জাহানের শাসন ক্ষমতা দান করেছিলেন। এত কিছুর পরেও তিনি আল্লাহকে ভুল যান নি। বরং এগুলিকে তিনি পরীক্ষার বস্তু হিসাবে মনে করতেন। অথচ ফেরাউন তাঁর পুরো উল্টো। ফেরাউনকেও আল্লাহ রাজ্য ক্ষমতা দান করেছিলেন। কিন্তু সে অহমিকায় ফেটে পড়ে নিজেক আল্লাহ দাবী করেছিল। ফেরাউন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى-فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى- وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى-فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى-فَكَذَّبَ وَعَصَى- ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى-فَحَشَرَ فَنَادَى-فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى- فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى-

(এবং আল্লাহ মুসা (আঃ)-কে বলেছিলেন) ফেরাঊনের কাছে যাও। কেননা সে সীমালংঘন করেছে। অতঃপর তাকে বল, তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর। অতঃপর সে (মূসা) তাকে মহানিদর্শন দেখাল। কিন্তু সে (ফেরাঊন) মিথ্যারোপ করল এবং অবাধ্য হ'ল। অতঃপর সে পিছন ফিরে গেল দ্রুত পায়ে। অতঃপর সে লোক জমা করল এবং উঁচু স্বরে আহ্বান করল। অতঃপর বলল, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক। ফলে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন পরকালের ও ইহকালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দ্বারা' *(নাযি'আত ৭৯/১৭-২৫)*। হযরত সুলায়মান (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ-

'(অন্যদিকে) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনার কাছে এনে দিব। অতঃপর সুলায়মান যখন সেটিকে তার সামনে দেখল, তখন বলল, এটি আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যাতে তিনি পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই সেটা করে থাকে। আর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হয়, সে মানুষ যে আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত ও মহান' *(নামল২৭/৪০)*। মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবন-যৌবন, হাত-পা, চক্ষু-কান, শরীর, সুস্থতা, রাত-দিন, আলো-বাতাস দুনিয়ার সবকিছু তার জন্য নে'মত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আদম সন্তানকে ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আর বিশেষকরে ক্বিয়ামতের মাঠে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ-

'ক্বিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগপর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তা'আলার নিকট হ'তে সরাতে পারবেনা। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে? তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হ'তে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কি কি আমল করেছে?[১১]

মহান আল্লাহ বলেন, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 'অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে দেওয়া নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(তাকাছুর ১০২/৮)*।

(ক্রমশ)

[লেখক : হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া]

---

১১. *তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭।*

ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ

-আবুল কালাম

ভূমিকা : বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলূক্বাত হিসাবে তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। অধিক ফযীলতের আশায় অনেক মানুষ জাল, যঈফ ও ভুয়া আমল করে থাকে। শিরক ও বিদ'আত পূর্ণ আমল অধিক নেকীর আশায় করা হ'লেও এ আমল তার ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে মুক্তির মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয় হবে না। কেননা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরীপন্থী কোন আমল আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেন না। বরং তা পরিত্যাজ্য। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا 'বলে দাও, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে জানিয়ে দেব? তারা হ'ল সেই সব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিফলে গেছে। অথচ তারা ভেবেছে যে, তারা সৎকর্ম করছে' *(কাহাফ ১৮/১০৩-১০৪)*। সুতরাং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ অত্র প্রবন্ধে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াশ পাব ইনশাআল্লাহ।

ওযূর ফযীলত :

ওযূ গুনাহ মাফের একটি মাধ্যম। হাদীছে এসেছে, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ হযরত ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গোসল করে এবং উত্তমরূপে ওযূ করে, তার শরীর হ'তে তার সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নীচ হ'তেও তা বের হয়ে যায়'।[১] অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন মুসলিম অথবা মুমিন বান্দা ওযূ করে এবং তার চেহারা ধৌত করে, তখন তার চেহারা হ'তে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার চোখের দ্বারা কৃত সকল গুনাহ বের হয়ে যায়। যা সে চোখ দিয়ে দেখেছে। যখন সে তার দুই হাত ধৌত করে তখন তার দুই হাত দিয়ে করা সকল গুনাহ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যা তার দু'হাত দিয়ে ধরার কারণে সংঘটিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সে যখন তার দুই পা ধৌত করে, তার পা দ্বারা কৃত গুনাহ সমূহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায় যে পাপের জন্য তার দু'পা হেঁটেছে। ফলে সে (ওযূর জায়গা হ'তে উঠার সময়) সকল গুনাহ হ'তে পাক-পবিত্র হয়ে যায়'।[২] ক্বিয়ামতের মাঠে মহানবী (ছাঃ) উম্মতে মুহাম্মাদীর ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উজ্জ্বল্য দেখে তাদেরকে চিনতে পারবে এবং হাউযে কাউছারে পানি পান করানোর জন্য আগেই পৌঁছে যাবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمَّ. فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরস্থানে এসে কবরবাসীদের সালাম

১. *মুসলিম হা/২৪৫; আহমাদ হা/৪৭৬; মিশকাত হা/২৮৪।*

২. *মুসলিম হা/২৪৪; তিরমিযী হা/৪৭৬; মিশকাত হা/২৮৫।*

দিলেন এবং বললেন, السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ (ঈমানদার কবরবাসীরা তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অচিরেই আল্লাহ্র মর্যী আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব)। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমাদের আকাংখা এই যে, আমরা আমাদের ভাইদের দেখতে পাবো। ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি আপনার ভাই নয়? তিনি বললেন, তোমরা আমার বন্ধু। আমার ভাই তারা যারা এখনো দুনিয়ায় আসেনি (পরে আসবে)। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যারা এখনো আসেনি ক্বিয়ামতের দিন আপনি তাদের কিভাবে চিনবেন? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি কোন ব্যক্তির একদল কালো রঙের ঘোড়ার মধ্যে সাদা ধবধবে কপাল ও হাত-পা সম্পন্ন ঘোড়া থাকে, সে কি তার ঘোড়াগুলি চিনতে পারবেনা? তারা বললেন হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চিনতে পারবে হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, আমার উম্মাত ওযূর কারণে (ক্বিয়ামতের দিন) সাদা ধবধবে কপাল ও সাদা হাত-পা নিয়ে উপস্থিত হবে এবং আমি হাউযে কাউছারের নিকট তাদের অগ্রগামী হিসাবে উপস্থিত থাকব'।[৩] কষ্ট সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযূ করে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং পদ মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আমি কি তোমাদের এমন একটা বিষয়ের কথা বলে দেব না; যা করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং (জান্নাতে) পদ মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন? ছাহাবীগণ আবেদন করলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি (ছাঃ) বললেন, কষ্টে পূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ রাখা এবং এক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের প্রতিক্ষায় থাকা। আর এটাই হ'ল 'রিবাত্ব' (প্রস্তুতি গ্রহণ)'।[৪]

২. ওযূর দো'আর ফযীলত :

যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযূ করবে এবং শেষে ওযূর দো'আ পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের সব কয়টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করার পর বলবে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ '(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। হে আল্লাহ আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারী অন্তর্ভুক্ত কর)। তাঁর জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে'।[৫] উল্লেখ্য যে, এই দো'আ পাঠের সময় আসমানের দিকে তাকানোর হাদীছটি 'মুনকার' বা যঈফ'।[৬]

৩. আযান দাতার ফযীলত :

ছালাতের জন্য আযান দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। রাসূল (ছাঃ) মুওয়ায্যিনের সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা দিয়েছেন, عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ হযরত মু'আবিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মুওয়ায্যিনগণ ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে উঁচু গর্দান সম্পন্ন লোক হবে'।[৭] মুওয়ায্যিনের আযান যারা শুনতে পাবে তারা সবাই ক্বিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এমনকি জ্বিন, পশু-পাখীও সাক্ষ্য দেবে। এ মর্মে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'মুওয়ায্যিনের আযানের ধ্বনি জিন ও ইনসান সহ যত প্রাণী শুনবে, ক্বিয়ামতের দিন সকলে তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে'।[৮] আযানের ধ্বনি যতদূর যায় ততদূর শয়তান থাকতে পারে না। বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালিয়ে যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا نُودِىَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِى كَمْ صَلَّى 'ছালাতের জন্য আযান দিতে থাকলে শয়তান পিঠ ফিরিয়ে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পলায়ন করে। যাতে আযানের শব্দ তার কানে না পৌঁছে। আযান শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে

---

৩. মুসলিম হা/২৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০৬; নাসাঈ হা/১৫০; মিশকাত হা/২৯৮।
৪. মুসলিম হা/২৫১; নাসাঈ হা/১৪৩; মিশকাত হা/২৮।
৫. মুসলিম হা/২৩৪; তিরমিযী হা/৫৫; মিশকাত হা/২৮৯।
৬. মুসলিম হা/২৩৪; তিরমিযী হা/৫৫; মিশকাত হা/২৮৯।
৭. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৬০।
৮. বুখারী হা/৭৫৪৮; মিশকাত হা/৬৫৬।

আসে। আবার যখন একামত শুরু হয় পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে। একামত শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। ছালাতে মানুষের মনে সন্দেহ তৈরী করতে থাকে। সে বলে এটা, স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর। যেসব বিষয় তার মনে ছিল না সব তখন তার মনে পড়ে যায়। পরিশেষে মানুষ অবচেতন হয় আর বলতে পারে না কত রাকা'আত ছালাত আদায় করা হয়েছে'।[৯] পর্বত চূড়ায় যে ব্যক্তি একাকী হ'লেও আযান দিয়ে ছালাত আদায় করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়ে জন্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাদীছে এসেছে, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ উক্বাহ ইবনু আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমার রব সেই মেষ পালক রাখালের উপর খুশী হন, যে একা প্রর্বত চূড়ায় দাঁড়িয়ে ছালাতের জন্য আযান দেয় ও ছালাত আদায় করে। আল্লাহ বলেন, (হে আমার ফেরেশতাগণ তোমরা আমার বান্দার প্রতি দেখ। সে আমার ভয়ে (এই প্রর্বত চূড়ায়) আযান দেয় ও ছালাত অদায় করে। অতএব আমি আমার বান্দার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিলাম এবং তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাব'।[১০] যে ব্যক্তি বার বছর আযান দিবে তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। আযান ও একামতের জন্য যথাক্রমে ষাট ও ত্রিশ নেকী দেওয়া হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বার বছর আযান দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তাঁর আযানের কারনে ত্রিশ নেকী লেখা হবে'।[১১]

৪. আযানের জবাব দাতার ফযীলত :

জান্নাতে যাবার একটি মাধ্যম আযানের জবাব দেওয়া। অথচ অনেকেই এ ব্যাপারে উদাসীন। যে ব্যক্তি অন্তর থেকে আযানের জবাব দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হযরত ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুওয়ায্যিন যখন 'আল্লা-হু আকবার' বলে তখন তোমাদের কেউ যদি (উত্তরে) অন্তর থেকে বলে 'আল্লা-হু আকবার' 'আল্লা-হু আকবার' এর পরে মুওয়ায্যিন যখন বলেন, 'আশহাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' সেও বলে আশহাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। অতঃপর মুওয়ায্যিন যখন বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। সেও বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তারপর মুওয়ায্যিন যখন বলে, 'হাইয়া আলাছ ছালা-হ' সে তখন বলে, 'লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ'। এর পর মুওয়ায্যিন যখন বলে 'হাইয়া আলাল ফালা-হ'। তখন সে বলে, 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা'। অতঃপর মুওয়ায্যিন যখন বলে, 'আল্লা-হু আকবার' আল্লা-হু আকবার' তখন সে বলে, আল্লা-হু আকবার। এরপর মুওয়ায্যিন যখন বলে, 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' সেও বলে, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' সেও বলে, 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১২] সুতরাং মুওয়াযযিন আযানের যে বাক্য পাঠ করবে জবাবেও তাই বলতে হবে। শুধুমাত্র 'হাইয়া আলাছ ছালা-হ' 'হাইয়া আলাল ফালা-হ'। ব্যতীত সেখানে হা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লা-হ বলবে। উল্লেখ্য যে, ১. ফজরের আযানে 'আছ ছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম- এর জওয়াবে 'ছাদাক্বাতা ওয়া বাররাতা' বলার কোন ভিত্তি নেই। ২. অমনিভাবে একামত-এর সময় ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালা-হ-এর জওয়াবে 'আক্বা-মাহাল্লা-হু, ওয়া আদা -মাহা' বলা সম্পর্কে আবুদাঊদে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। ৩. 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' এর জওয়াবে ছাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' বলার ও কোন দলীল নেই'।[১৩]

৫. আযানের দো'আর ফযীলত :

আযানের জওয়াবে দান শেষে প্রথমে দরূদ পড়বে কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ 'তোমরা মুওয়ায্যিনের আযান শুনলে উত্তরে সে শব্দগুলোই বলবে। অতঃপর আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে'।[১৪] অতঃপর আযানের দো'আ পড়বে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দো'আ পাঠ পাঠ করবে, তাঁর জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে। হযরত জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দো'আ পাঠ করবে, اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের তুমি প্রভু। মুহাম্মাদ রাসূল (ছাঃ) কে তুমি দান অসীলা (নামক জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং পৌঁছে দাও তাঁকে (শাফা'আতের) প্রশংসিত স্থান 'মাক্বামে মাহমুদে' যার ওয়াদা তুমি তাঁকে করেছ। তাঁর জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার

---

৯. বুখারী হা/৬০৮, ১২২২; মিশকাত হা/৬৫৫, ১২৩১।
১০. আবুদাঊদ, নাসায়ী, মিশকাত হা/৬৬৫।
১১. ইবনু মাজাহ হা/৭২৮; মিশকাত হা/৬৭৮।
১২. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮।
১৩. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৭-৬৭৭।
১৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭।

শাফা'আতের ওয়াজিব হবে'।[১৫] আযানের অন্য দো'আও রয়েছে। যে দো'আ পাঠ করলে বান্দার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ হযরত সাদ ইবনু আবী ওয়াক্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুওয়ায্যিনের আযান শুনে এই দো'আ পড়বে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। তাঁর সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে'।[১৬]

৬. তাহিয়াতুল ওযূর ফযীলত :

ওযু করার পর দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করা হ'ল। তাহিয়াতুল ওযূ। তাহিয়াতুল ওযূর দু'রাকা'আত ছালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরত বেলাল (রাঃ) এটি নিয়মিত আদায় করার কারণে জান্নাতে রাসূল (ছাঃ)-এর আগে আগে হেঁটে ছিলেন। এমর্মে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِى بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الإِسْلاَمِ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِى أَنِّى لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِى سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِى أَنْ أُصَلِّىَ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতের সময় বিলাল (রাঃ)-কে বললেন, হে বিলাল! ইসলাম কবুল করার পর তুমি এমকি আমল করেছ যার থেকে অনেক ছওয়াব হাছিলের আশা করতে পার। কেননা, আমি আমার সম্মুখে জান্নানে তোমার জুতার শব্দ শুতে পেয়েছি। (এ কথা শুনে) বিলাল (রাঃ) বললেন, আমি তো অনেক আশা করার ম'ত কোন আমল করিনি। তবে রাত্রে বা দিনে যখনই ওযূ করেছি আমার সাধ্যমত সে ওযূ দিয়ে আমি (তাহিয়াতুল ওযূর) ছালাত আদায় করেছি'।[১৭]

অন্য বর্ণনায় এ ছালাতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ উক্বাহ ইবনু আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন মুসলিম যখনই সুন্দরভাবে ওযূ করে দাঁড়িয়ে একাগ্রতার সাথে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করে, তাঁর জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়'।[১৮]

৭. তাহিয়াতুল মাসজিদ :

মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত। যাকে তাহিয়াতুল মাসজিদ বলে, হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى قَتَادَةَ السَّلَمِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ হযরত আবু ক্বাতাদা ইবনু সালামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন না বসে, যতক্ষণ দু'রাকা'আত ছালাত না পড়বে'।[১৯] হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى قَتَادَةَ السَّلَمِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ আবু ক্বাতাদা সালামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করে'।[২০] তাহিয়াতুল মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে বসার পূর্বে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করা। এ ছালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَىِ النَّاسِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ 'আমি একদা মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) লোকদের মাঝে বসে ছিলেন। আমিও গিয়ে বসলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, বসার আগে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম, আপনাকে এবং জনগণকে বসে থাকতে দেখলাম তাই। তখন তিনি বলেলন, তোমাদের কেউ যখন

১৫. বুখারী হা/৬১৪; আবুদাঊদ হা/৫২৯; মিশকাত হা/৬৫৯।
১৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬১।
১৭. বুখারী হা/১১৪৯; মিশকাত হা/১৩২২।
১৮. মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৮৮।
১৯. বুখারী হা/১১৬৩।
২০. বুখারী হা/৪৪৪; মিশকাত হা/৭০৪।

মসজিদে প্রবেশ করবে যেন দুই রাকা'আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে'।[২১] এমনকি জুম'আর দিনে খুৎবা অবস্থায় যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করতো তাকেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করে বসার নির্দেশ দিতেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর দিনে খুৎবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? সে বলল না। তখন তিনি বললেন, তুমি দাঁড়াও দু'রাকা'আত ছালাত আদায় কর'।[২২]

৮. সুন্নাত ও নফল ছালাতের ফযীলত :

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের আগে পিছের সুন্নাত ছালাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা নিয়মিত আদায়কারী জন্নাতে প্রবেশ করবে। عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিব-রাত্রে বারো রাকা'আত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করে, তাঁর জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফযরের পূর্বে দুই'।[২৩] ক্বিয়ামতের দিন ফরয ছালাতের ঘাটতি হ'লে সুন্নাত ও নফল ছালাতের মাধ্যমে তা পূরণ করা হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম বান্দার হিসাব নেওয়া হবে ছালাতের। ছালাত যথাযথভাবে আদায় হয়ে থাকলে সে সফল হবে ও মুক্তি পাবে। ছালাত যথাযথ আদায় না হয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংস হবে। ক্বিয়ামতের দিন (মীযানের পাল্লায়) ফরয ইবাদতের কোন কমতি হ'লে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন সুন্নাত ও নফল ইবাদত আছে কি-না। তখন নফল দিয়ে তাঁর ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য সকল আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে (যেমন ছালাত, ছিয়াম হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিতে)'।[২৪]

(ক) ফজরের সুন্নাতে ছালাত :

ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত ছালাত খুব ফযীলতপূর্ণ। ফরযের পূর্বে এ ছালাত আদায় করতে হয়। সময় না পেলে ফরযের পরেও তা আদায় করা যাবে। এ ছালাতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত ছালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যকার সব কিছু থেকে উত্তম'।[২৫]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'নবী কারীম (ছাঃ) কোন নফল ছালাতকে ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন না'।[২৬]

(খ) যোহরের সুন্নাত ছালাত :

যোহরের ফরযের পূর্বে দু'রাকা'আত বা চার রাকা'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যায়। ফরযের পরে দু'রাকা'আত বা চার রাকা'আত ছালাত আদায় করা যায়।

যোহরের সুন্নাত ছালাতের ফযীলত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, عن أم حَبِيبَةَ قالت سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত এবং পরে চার রাকা'আত ছালাত আদায় করবে, তাঁর জন্য জাহান্নাম হারাম করা হবে'।[২৭] অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ আব্দুল্লাহ ইবনু সায়িব (রাঃ) হ'তে

---

২১. মুসলিম হা/১৬৮৮।
২২. বুখারী হা/৯৩০,৯৩১।
২৩. তিরমিযী হা/৪১৫; মুসলিম হা/৭২৮; মিশকাত হা/১১৫৯।
২৪. আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৩০।
২৫. মুসলিম হা/৭২৫, মিশকাত হা/১১৬৪।
২৬. বুখারী হা/১১৬৯; মিশকাত হা/১১৬৩।
২৭. আবুদাঊদ হা/১২৬৯; নাসাঈ হা/১৮১৬; তিরমিযী হা/৪২৮; মিশকাত হা/১১৬৭।

বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য হেলে যাওয়ার পর যোহরের ছালাতের পূর্বে চার রাকা'আত ছালাত আদায় করতেন। তিনি বলতেন, এটা এমন এক সময় যখন নেক আমল উপরের দিকে যাওয়ার জন্য) আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। তাই এ মুহূর্তে আমার নেক আমলগুলো উপরের দিকে চলে যাক এটা আমি চাই'।[২৮]

(গ) আছরের সুন্নাত ছালাত :

আছরের পূর্বে চার রাকা'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যায়। এমর্মে হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা রহমত করে ঐ ব্যক্তির উপর, যে ব্যক্তি আছরের (ফরয ছালাতের) পূর্বে চার রাকা'আত ছালাত আদায় করে'।[২৯] অন্যত্র হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের ছালাতের পূর্বে চার রাকা'আত ছালাত আদায় করতেন'।[৩০]

(ঘ) মাগরিবের সুন্নাত ছালাত :

মাগরিবের ফরয ছালাতের পরে দু'রাকা'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হয়'।[৩১] তবে মাগরিবের আযানের পরে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ 'তোমরা মাগরিবের (ফরয ছালাতের) পূর্বে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় কর। তৃতীয় বার তিনি বলেছেন, যে ইচ্ছা করে'।[৩২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমার মদীনায় ছিলাম। (এ সময় অবস্থা এমন ছিল যে) মুওয়াযযিন মাগরিবের আযান দিলে কোন কোন ছাহাবা ও তাবেঈ) মসজিদের খুঁটির দিকে দৌড়াতেন আর দুই রাকা'আত ছালাত আরম্ভ করতেন। এমনকি কোন মুসাফির লোক মসজিদে এসে অনেক লোককে একা একা ছালাত আদায় করতে দেখে মনে করতেন (ফরয) ছালাত সমাপ্ত হয়ে গেছে। আর লোকের এখন সুন্নাত পড়ছে'।[৩৩]

অন্যত্র হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِىَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَىْءٌ হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুওয়ায্যিন যখন আযান দিত, তখন নাবী (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন নবী করীম (ছাঃ)-এর বের হওয়া পর্যন্ত (মসজিদের) খুঁটির নিকট গিয়ে দাঁড়াতেন এবং এ অবস্থায় মাগরিবের পূর্বে দু' রাকা'আত ছালাত আদায় করতেন। অথচ মাগরিবের আযান ও এক্বামতের মধ্যে কিছু (সময়) থাকত না'।[৩৪]

হাদীছে এসেছে, قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ أَلاَ أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِى تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ قَالَ الشُّغْلُ মারসাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উক্ববাহ আল-জুহানী (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আবু তামীম (রাঃ) সর্ম্পকে এ কথা বলে কি আমি আপনাকে বিস্মিত করে দিব না যে, তিনি মাগরিবের (ফরজ) ছালাতের পূর্বে দু'রাকা'আত (নফল) ছালাত আদায় করেন। উক্ববাহ (রাঃ) বললেন, (এতে বিস্ময়ের কি আছে?) আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর সময় তো আমরা তা আদায় করতাম। আমি প্রশ্ন করলাম, তাহ'লে এখন কিসে আপনাকে বাধা দিচ্ছে? তিনি বললেন কাজ কর্মের ব্যস্ততা'।[৩৫]

ঙ. এশার সুন্নাত ছালাত :

এশার ফরজ ছালাতের পরে দু'রাকা'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হয়। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ 'যে ব্যক্তি দিনে রাতে বার রাকা'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত, পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, এশার পরে দু'রাক'আত, ফজরের পরে দু'রাক'আত'।[৩৬]

(ক্রমশ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

২৮. *ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৮৭; মিশকাত হা/১১৬৯।*
২৯. *আহমাদ হা/৬১২৩; ইবনু হিব্বান হা/২৪৫৩; মিশকাত হা/১১৭০।*
৩০. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৭১।*
৩১. *বুখারী হা/১১৭২, ১১৮০, মিশকাত হা/১১৬০।*
৩২. *বুখারী হা/১১৮৩; আবুদাউদ হা/১২৮১; মিশকাত হা/১১৬৫।*
৩৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/১১৮০।*
৩৪. *বুখারী হা/৬২৫।*
৩৫. *বুখারী হা/১১৮৪; মিশকাত হা/১১৮১।*
৩৬. *নাসাঈ হা/১৪৭৪; মিশকাত হা/১১৫৯।*

মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা

- আব্দুর রহীম

(২য় কিস্তি)

ছহীহ হাদীছের আলোকে দুনিয়াবী চাকচিক্যের মূল্য :

মূল্যহীন ও তুচ্ছ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে যাতে লোকেরা পরকাল মুখী হয় সেজন্য রাসূল (ছাঃ) পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও চাকচিক্যকে পরিহার করতে আদেশ দিয়েছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِينِ، وَهَلَاكُ آخِرِهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ-

আব্দুল্লাহ বিন আমর হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এই জাতির প্রথম কল্যাণ রয়েছে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও দৃঢ় থাকার মধ্যে। আর এই জাতির পরবর্তীদের ধ্বংস রয়েছে কৃপণতা ও অধিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে'।[১] আল্লাহ্র ভালোবাসা ও মানুষের ভালো লাভের দু'টি উপায় রয়েছে। ১. দুনিয়ার চাকচিক্যের লোভ- লালসা ত্যাগ করলে আলাহ ভালোবাসবেন। ২. আর মানুষের কাছে যে ধন-সম্পদ রয়েছে তার প্রতি লোভ-লালসা ত্যাগ করলে মানুষ ভালোবাসবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ , وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ-

সাহল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আলাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা আমি করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো। তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহ'লে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে'।[২]

কেউ যদি জান্নাত লাভের প্রত্যাশায় তার জীবনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে তাহ'লে সে জান্নাত তো পাবেই পাশাপাশি দুনিয়ার অনেক কিছু লাভ করবে। কিন্তু কেউ যদি দুনিয়া অর্জনের জন্য তার যাবতীয় চেষ্টা ও শ্রমকে নিয়োজিত করে তাহ'লে সে দুনিয়াও ঠিকভাবে পাবেনা। আবার আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ বলেন, অতঃপর লোকদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (কেবল) ইহকালে দাও। পরকালে তার জন্য কোন অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। ঐসব লোকদের জন্য তাতে পূর্ণ অংশ রয়েছে, যা তারা উপার্জন করেছে *(বাকারাহ ২/২০১-২০২)*। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا,هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا, لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত চিন্তাকে এক মাকসুদ, অর্থাৎ- শুধুমাত্র আখিরাতের চিন্তায় নিবদ্ধ করে নিবে- আল্লাহ তার দুনিয়ার যাবতীয় মাকসুদ পূরণ করে দিবেন। অপরদিকে যাকে দুনিয়ার নানা দিক ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে, তার জন্য আল্লাহ্র কোন পরোয়াই নেই, চাই সে কোন জঙ্গলে (দুনিয়ায় যে কোন অবস্থায়) ধ্বংস হোক না কেন'।[৩] কেউ সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদতে থাকার চেষ্টা করলে আল্লাহ্র তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং দুনিয়াতে অভাব-অনটন দূর করবেন ও পরকালে জান্নাত দিবেন। কেউ এর বিপরীত করলে তাকে দুনিয়াতে দরিদ্রতার ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে হবে এবং পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ-

---

১. *তাবারাণী আওসাত্ব হা/৭৬৫০; ছহীহাহ হা/৩৪২৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩২১৫।*

২. *ইবনু মাজাহ হা/৪১০২; মিশকাত হা/৫১৮৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩২১৩।*

৩. *ইবনু মাজাহ হা/৪১০৬; মিশকাত হা/২৬৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৭১।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। তুমি তা না করলে আমি তোমার দু'হাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব-অনটন দূর করব না'।[৪] অল্পে তুষ্ট থাকা সফলতার চাবিকাঠি। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকা একজন সৎ মানুষের লক্ষণ। যাদের মধ্যে এধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে তারাই সফলকাম। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে প্রয়োজন মাফিক জীবিকা প্রদান করা হ'ল এবং তাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকল সেই সফলকাম হ'ল'।[৫] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ الرِّزْقِ الْكَفَافُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রয়োজন মাফিক জীবিকাই উত্তম রিযিক'।[৬] পৃথিবীতে দু'টি জিনিস বড়ই অপসন্দনীয়। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে দু'টো জিনিস অপসন্দ মনে হ'লেও সেগুলো মানুষের জন্য কল্যাণকর। ১. মৃত্যু ; এটি সবার নিকট অপসন্দনীয়। কিন্তু বর্তমান ফিৎনার যুগে দ্বীন নিয়ে বেঁচে থাকা বড়ই কষ্টকর। সেজন্য স্বাভাবিক মৃত্যুই উত্তম। ২. ধন-সম্পদ; এটি সবাই অর্জন করতে চাই। কিন্তু ধন-সম্পদের ফিৎনা বড়ই মারাত্মক। দুনিয়াই এর সুষ্ঠু ব্যবহার না করতে পারলে দুনিয়াই মহাচিন্তায় থাকতে হবে। আর পরকালে অধিক সম্পদের হিসাব দিতে বহুকাল পার হয়ে যাবে। ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হ'লেও গরীবদের তুলনায় পাঁচ শত বছর পর জান্নাত লাভ করা যাবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: الْمَوْتُ,وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ, وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ-

মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, দু'টি জিনিসকে আদম-সন্তান অপসন্দ করে; (তার মধ্যে প্রথম হ'ল) মৃত্যু, অথচ মুমিনের জন্য ফিতনা থেকে মৃত্যুই উত্তম। আর (দ্বিতীয় হ'ল) ধন-স্বল্পতা, অথচ ধন-স্বল্পতা হিসাবের জন্য কম প্রশ্ন করা হবে'।[৭] যারা দুনিয়ার চাকচিক্য ও ধন-সম্পদ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে তারা পুরো দুনিয়া কাঁধে নিয়ে পরকালে হাযির হবে। যা বহন করা অসম্ভব। কিন্তু উপায় থাকবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে তারা তাদের পক্ষে সুফারিশ করার আবেদন জানাবে। কিন্তু রাসূল তাদের পক্ষে কোন কিছু করবেন না। কেবল যারা পরহেযগার তারাই রাসূলের সুফারিশে ধন্য হবেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَوْلِيَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَّقُونَ، وَإِنْ كَانَ نَسَبٌ أَقْرَبَ مِنْ نَسَبٍ، فَلَا يَأْتِينِي النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ وَتَأْتُونَ بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ، فَتَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ هَكَذَا وَهَكَذَا: لَا وَأَعْرَضَ فِي كِلا عِطْفَيْهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আমার বন্ধু হবে মুত্তাকী পরহেজগারগণ। বংশগত সম্পর্ক অপরের তুলনায় অধিক নিকটতর হ'লেও তা উপকারে আসবে না। লোকজন আমার নিকট আসবে তাদের আমল নিয়ে, আর তোমরা আসবে দুনিয়াকে তোমাদের কাঁধে তুলে নিয়ে। তোমরা ডেকে বলবে, হে মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ! আর আমি এরূপ এরূপ বলব, আমি কোন কাজে আসব না। আমি সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিব'।[৮]

মুমিনগণ যাতে অল্পে তুষ্ট থাকে এবং ভোগ-বিলাস তাদেরকে অল্প প্রদান করা হয় সেজন্য রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য দো'আ করেছেন। এজন্য দেখা যায় আল্লাহওয়ালা মানুষদের সম্পদ কম। পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পদ কাফির ও মুশরিকদের দখলে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ , وَشَهِدَ أَنِّي رَسُولُكَ، فَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَنِّي رَسُولُكَ، فَلَا تُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا-

৪. তিরমিযী হা/৪১০৭; মিশকাত হা/৫১৭২; ছহীহাহ হা/১৩৫৯।
৫. মুসলিম হা/১০৫৪৭; মিশকাত হা/৫১৬৫; ছহীহাহ হা/১২৯।
৬. ছহীহাহ হা/১৮৩৪; ছহীহুল জামে হা/৩২৭৫।
৭. আহমাদ হা/২৩৬৭৩ ; মিশকাত হা/৫২৫১; ছহীহাহ হা/৮১৩।
৮. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৯৭; ছহীহাহ হা/৭৬৫।

ফুযালাহ বিন ওবাইদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমি তোমার রাসূল বলে সাক্ষ্য দিয়েছে তার জন্য তুমি তোমার সাক্ষাৎ লাভকে প্রিয় কর, তোমার ফয়ছালা তার জন্য সুপ্রসন্ন কর এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাকে অল্প প্রদান কর। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈমান রাখে না এবং আমি তোমার রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয় না, তার জন্য তোমার সাক্ষাৎ-লাভকে প্রিয় করো না, তোমার ফয়ছালা তার জন্য সুপ্রসন্ন করো না এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাকে বেশী বেশী প্রদান কর'।[৯] আবার রাসূল (ছাঃ) নিজেকে মিসকীন হিসাবে দেখতে চেয়েছেন এবং দরিদ্র লোকদের সাথে তার যেন হাশর হয় সেজন্য দো'আ করেছেন। এর দ্বারা তিনি দুনিয়ার চাকচিক্যকে পরিহার করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَحِبُّوا الْمَسَاكِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ-

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমরা মিসকীনদের মহববত করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর দো'আয় বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখো, মিসকীনরূপে মৃত্যুদান করো এবং মিসকীনদের দলভুক্ত করে হাশরের ময়দানে উত্থিত করো'।[১০] আব হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জা'ফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) ফকীর-মিসকীনদের মহববত করতেন, তাদের সাথে ওঠাবসা করতেন এবং তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। আর তারাও তার সাথে আলাপ-আলোচনা করতো। রাসূলুলাহ (ছাঃ) তাকে আবুল মাসাকীন (দরিদ্রদের পিতা) উপাধি দেন'।[১১]

সামাজিক পদমর্যাদার চাইতে দ্বীনী মর্যাদার গুরুত্ব বেশী। ইসলামী নেতার কাছে আলাহভীরু গরীবের মর্যাদা আল-াহদ্রোহী ধনী ব্যক্তির চাইতে অনেক বেশী। আর মুত্তাক্বীরাই সর্বদা নেতৃত্বের হকদার। যেমন হাদীছে এসেছে,

খাববাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহর বাণী: আর তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়ো না, যারা তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে তার চেহারা অন্বেষণে সকালে ও সন্ধ্যায়। তাদের হিসাবের কোন দায়িত্ব তোমার উপরে নেই এবং তোমার হিসাবের কোন দায়িত্ব তাদের উপরে নেই যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে। তাহ'লে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে *(আন'আম ৬/৫২)*। তিনি উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, আকরা ইবনে হাবেস আত-তামীমী ও উয়াইনা ইবনে হিছন আল-ফাজারী রাসূলুলাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলো। তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সুহাইব, বিলাল, আম্মার ও খাববাব (রাঃ) প্রমুখ দরিদ্র অসহায় মুমিনদের সাথে বসা ছিলো। তারা নবী (ছাঃ)-এর চারপাশে তাদের উপবিষ্ট দেখে তাদেরকে হেয় জ্ঞান করল। তারা তাঁর সান্নিধ্যে এসে একান্তে তাঁকে বলল, আমরা চাই যে, আপনি আপনার সাথে আমাদের বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন, যাতে আরবরা আমাদের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। কেননা আপনার নিকট আরবের প্রতিনিধিদলসমূহ আসে। এই দাসদের সাথে আরবরা আমাদেরকে উপবিষ্ট দেখলে তাতে আমরা লজ্জাবোধ করি। অতএব আমরা যখন আপনার নিকট আসবো তখন আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে উঠিয়ে দিবেন। আমরা আপনার নিকট থেকে বিদায় নেয়ার পর আপনি ইচ্ছা করলে তাদের সাথে বসুন। তিনি বললেন, আচ্ছা! দেখা যাক। তারা বলল, আপনি আমাদের জন্য একটি চুক্তিপত্র লিখিয়ে দিন।

রাবী বলেন, তিনি কাগজ আনালেন এবং আলী (রাঃ)-কে লেখার জন্য ডাকলেন। আমরা এক পাশে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে জিব্রীল (আঃ) এই আয়াত নিয়ে অবতরণ করলেন, আর তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়ো না, যারা তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে তার চেহারা অন্বেষণে সকালে ও সন্ধ্যায়। তাদের হিসাবের কোন দায়িত্ব তোমার উপরে নেই এবং তোমার হিসাবের কোন দায়িত্ব তাদের উপরে নেই যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে। তাহ'লে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে *(আন'আম ৬/৫২)* অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকরা ইবনে হাবেস ও উয়াইনা ইবনে হিসন-এর সম্পর্কে নাযিল করেন, আর এভাবেই আমরা তাদের কারু দ্বারা কাউকে পরীক্ষায় ফেলি। যাতে তারা বলে যে, আমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ এই লোকগুলির উপরেই কি অনুগ্রহ করেছেন? অথচ আলাহ কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত নন?[১২] *(আন'আম ৬/৫৩)* অতঃপর আল্লাহ বলেন, আর যখন তোমার নিকট আমাদের আয়াত সমূহে বিশ্বাস স্থাপনকারীরা আসবে, তখন তাদেরকে (বিশেষ সম্মান দিয়ে) বলবে 'সালাম' (তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক)। তোমাদের পালনকর্তা দয়াশীলতাকে তার নিজের উপর বিধিবদ্ধ করে নিয়েছেন *(আন'আম ৬/৫৪)*।

রাবী বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমরা তাঁর এতো নিকটবর্তী হ'লাম যে, আমাদের হাঁটু তাঁর হাঁটুর সাথে লাগিয়ে

---

৯. ইবনু হিব্বান হা/২০৮; ছহীহাহ হা/১৩৩৮; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৮৮।

১০. ইবনু মাজাহ হা/৪১২৬; ছহীহাহ হা/৩০৮; ছহীহুল জামে হা/১২৬১।

১১. ইবনু মাজাহ হা/৪১২৫, সনদ ছহীহ।

১২. গরীব মুসলমানদের প্রতি মক্কার নেতারা বিদ্রূপ করে নানা কথা বলত। তারা বলত, আমাদের মত নেতাদের বাদ দিয়ে আলাহ এইসব নিঃস্বদের উপর অনুগ্রহ করেছেন? মুসলমান হ'লে কি আমাদের এইসব লোকদের আনুগত্য করতে হবে? আর এইসব ক্রীতদাসেরা আমাদের সম-মর্যাদা সম্পন্ন হিসাবে গণ্য হবে? (মুসলিম প্রভৃতি)। তার জওয়াবে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

বসলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সাথে বসতেন এবং যখন উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন আমাদের ছেড়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁর চেহারার কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু'চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় *(কাহফ ১৮/২৮)*। আর তুমি অভিজাতদের সাথে বসো না এবং যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি তার অনুসরণ করো না। যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং কাজেকর্মে সীমা অতিক্রম করে (অর্থাৎ উয়াইনা ও আকরা) তার কৃতকম বরবাদ হয়েছে। অতঃপর তিনি তাদের সামনে দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ও পার্থিব জীবনের উপমা পেশ করেন সূরা কাহফের ৩২ নং ও ৪৫ নং আয়াত দ্রঃ) খাব্বাব (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা নবী (ছাঃ)-এর সাথে বসতাম। যখন তাঁর উঠার সময় হতো তখন আমরা তাঁর আগে উঠে যেতাম, অতঃপর তিনি উঠতেন'।[১৩]

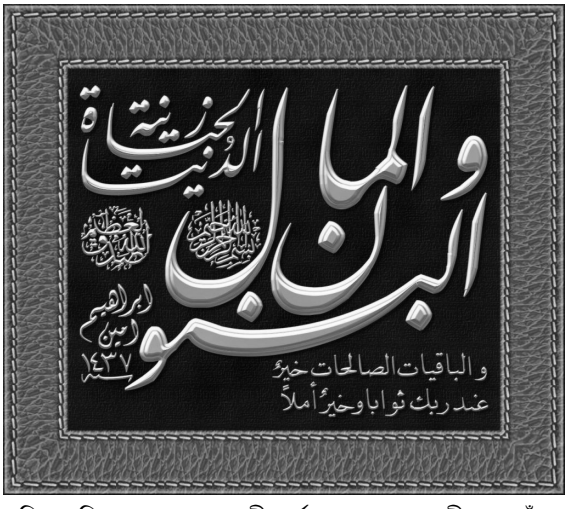

দরিদ্র মুমিনদের এতো বেশী মর্যাদা যে তারা ধনীদের পাঁচশ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। কারণ তাদের সম্পদ কম হওয়াই হিসাব কম দিতে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ , وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ وتلَا: وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দরিদ্র মুসলমানগণ জান্নাতে যাবে সম্পদশালীদের চেয়ে অর্ধদিন পূর্বে। এই অর্ধদিন হলো পাঁচ শত বছরের সমান। এরপর তিনি পাঠ করেন, তোমার প্রতিপালকের কাছে একটি দিন তোমাদের গণনার এক হাযার বছরের সমান'।[১৪]

ঈমানের বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। সাদাসিধে জীবন যাপন করা ঈমানের অন্যতম অঙ্গ বা শাখা। যেমন,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنْ الْإِيمَانِ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنْ الْإِيمَانِ-

আবু উমামাহ ইয়াস ইবনু ছা'লাবাহ আনছারী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কি শুনছ না? তোমরা কি শুনছ না? (অর্থাৎ- মনোযোগ দিয়ে শুনার জন্য) সাদাসিধে জীবন-যাপন করাই ঈমানের অঙ্গ, সাদাসিধে জীবন-যাপন করাই ঈমানের অঙ্গ'।[১৫]

তোমরা কি শুনছ বাক্যাংশটি একাধিকবার বলা দ্বারা এর পরের কথার উপর জোর দেয়া উদ্দেশ্য। আল বাযাযাহ অর্থ হলো খারাপ গঠন বা আকৃতি এবং কাপড়ের জীর্ণতা। তবে এখানে বাযাযাহ দ্বারা পোশাক-পরিচ্ছদে নম্রতা প্রকাশকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জরাজীর্ণ পোশাক পরিধান করার মাধ্যমে নম্রতা প্রকাশ ঈমানের অঙ্গ। কেউ যদি চায় কখনো কখনো বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ এবং গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশে সুন্দর নয় এমন পোশাক পরিধান করবে তাহ'লে সেটা করা যেতে পারে। এটাই বাযাযাহ দ্বারা উদ্দেশ্য'।[১৬]

যদিও উত্তম হচ্ছে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে যে নি'মত দিয়েছেন তা প্রকাশ করা। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ

যখন আল্লাহ তা'আলা তার কোন বান্দাকে নি'মত প্রদান করেন তখন তিনি তার নি'মতের আলামত তাঁর বান্দার ওপর দেখতে ভালোবাসেন'।[১৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اسْتَحْيُوا مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ, فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ للهِ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ , وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا

১৩. *ইবনু মাজাহ হা/৪১২৭; মুজামুল কাবীর হা/৩৬৯৩; আলবানী, ছহীহ সীরাতুন নববী ১/২২৪।*

১৪. *তিরমিযী হা/২৩৫৪; আহমাদ হা/১০৭৪১; ছহীহুল জামে হা/৮০৭৬।*

১৫. *আবুদাঊদ হা/৪১৬১; মিশকাত হা/৪৩৪৫; ছহীহুত তারগীব হা/২০৭৪।*

১৬. *আওনুল মাবূদ১১/১৪৬; হাঃ ৪১৬১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

১৭. *আহমাদ হা/১৫৯৩৩; ছহীহাহ হা/১২৯০।*

Contents

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ يَوْمٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ إِلَّا وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ مَا خَلَقَ اللهُ كُلُّهُمْ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى , خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، وَلَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ إِلَّا وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا وَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ قُرْآنًا فِي قَوْلِ الْمَلَكَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فِي سُورَةِ يُونُسَ: {وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} وَأَنْزَلَ فِي قَوْلِهِمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا , وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى , وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى , وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى , إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى , وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى , وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}-

আবুদ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এমন কোন দিন নেই যেদিন সূর্য উদিত হয় আর তার দু'পাশে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন না। তারা উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলে যা মানুষ ও জিন ব্যতীত সকল সৃষ্টি জীব শুনতে পায়। তারা বলে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ধাবিত হও। নিশ্চয় যা কম ও যথেষ্ট তা যা অধিক ও অপ্রয়োজনীয় তা অপেক্ষা উত্তম। আর যখন সূর্য অস্ত যায় তখনও তার দু'পাশে দু'জন ফেরেশতা অবস্থান করে এবং ডাক দিয়ে বলতে থাকে যা মানুষ ও জিন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়। হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। ফেরেশতাদ্বয়ের কথার সমর্থনে আলাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ধাবিত হও; (আল্লাহ শান্তি নিবাসের (জান্নাতের) প্রতি আহ্বান জানান। আর তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন *(ইউনুস ১০/২৫)*। আর তাদের উক্তি হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। এর স্বপক্ষে নাযিল করেন, শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে। শপথ দিবসের, যখন তা প্রকাশিত হয় শপথ, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন নর-নারী নিশ্চয়ই তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী। অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয়, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয়, এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা

وَعَى , وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى, وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى , وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ , تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا, فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ, فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ –

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা কর। সকলে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা তো আলহামদু লিল্লাহ আল্লাহকে লজ্জা করে থাকি। তিনি বললেন, না, ঐরূপ নয়। আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, মাথা ও তার সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গ (জিভ, চোখ এবং কান) কে (অবৈধ প্রয়োগ হতে) হিফাযত করবে, পেট ও তার সংশিষ্ট অঙ্গ (লিঙ্গ, হাত, পা ও হৃদয়) কে (তাঁর অবাধ্যাচরণ ও হারাম হ'তে) হিফাযত করবে এবং মরণ ও তার পর হাড় মাটি হয়ে যাওয়ার কথা (সর্বদা) স্মরণে রাখবে। আর যে ব্যক্তি পরকাল (ও তার সুখময় জীবন) পাওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে ইহকালের সৌন্দর্য পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এ সব কিছু করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে'।[১৮]

(فليحفظ رأسه) অর্থ যেন আপন মাথাকে হিফাযত করে আল্লাহ্র আনুগত্য ছাড়া অন্য কোন কর্মে ব্যবহার হ'তে তথা তিনি ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে সিজদাহ না করে এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় না করে আর মাথাকে আল্লাহ ছাড়া কারও জন্য বিনয়ী না করে আর মাথাকে আল্লাহ্র বান্দার জন্য অহংকার উদ্দেশ্যে না উঠায়।

(وَمَا وَعى) আর মাথা তার যাকে সংরক্ষণ করছে তথা যে সমস্তকে মাথা একত্রিত করেছে যেমন জিহবা চক্ষু কান এগুলোকে সংরক্ষণ করেছে যা হালাল না তা হতে।

(وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوى) আপন পেটকে হারাম ভক্ষণ হ'তে রক্ষা করেছে এবং পেটের সাথে সংশিষ্ট বস্তুকেও যেমন লজ্জাস্থান দু'পা, দু'হাত এবং হৃদয় আর এদের সংরক্ষণ বা হিফাযতের বিষয় হ'ল এগুলোকে গুনাহের কাজে ব্যবহার করবে না বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করবে। ত্বীবী বলেন, তোমরা যা মনে করছ তা প্রকৃত লজ্জা নয় আল্লাহ্র হ'তে বরং প্রকৃত লজ্জা হ'ল যে নিজেকে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা হিফাযত করা।

প্রতিদিন দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং লোকদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে বলতে থাকে যে, নিশ্চয় যা অল্প ও জীবনের জন্য যথেষ্ট তা যা অধিক ও অপ্রয়োজনীয় তা অপেক্ষা উত্তম। যেমন হাদীসে এসেছে,

১৮. *তিরমিযী হা/২৪৫৮; মিশকাত হা/১৬০৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৭২৪।*

Contents

মনে করে, অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব’।[১৯]

পৃথিবীতে মুসাফির হিসাবে বসবাস করতে হবে। যেমন একজন মুসাফির অন্য দেশে গেলে সর্বদা চিন্তায় থাকে কখন বাড়িতে ফিরে যাবে। মুমিনের আসল ঠিকানা জান্নাত হওয়াই তাদের চিন্তা সেদিকেই থাকবে। সেজন্য তারা নিজেদের কবরবাসী মনে করবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبِي فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ , وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا–

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা আমার দুই কাঁধ ধরে বললেন, তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাক এবং নিজেকে কবরবাসী মনে কর। আর ইবনে ওমর (রাঃ) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হ’লে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর কারণ হে আব্দুল্লাহ! তুমি জাননা আগামীকাল কি নামে তুমি অভিহিত হবে’।[২০]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেন, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ো না এবং তাকে নিজের আসল ঠিকানা বানিয়ে নিও না। মনে মনে এ ধারণা করো না যে, তুমি তাতে দীর্ঘজীবী হবে। তুমি তার প্রতি যত্নবান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো না। তার সাথে তোমার সম্পর্ক হবে ততটুক, যতটুক একজন প্রবাসী তার প্রবাসের সাথে রেখে থাকে। তাতে সেই বিষয়-বস্তু নিয়ে বিভোর হয়ে যেও না, যে বিষয়-বস্তু নিয়ে সেই প্রবাসী ব্যক্তি হয় না, যে স্বদেশে নিজের পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চায়। আর আলাহই তওফীক দাতা।

ছাহাবীগণের জীবনে এত অভাব-অনটন ছিল যে খাদ্যের অভাবে তারা বেহুশ হয়ে যেতেন। মাঝে মধ্যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছালাত থেকে পড়ে যেতেন। কিন্তু পরকালে এদেরে জন্যই রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ خَرَّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لِمَا بِهِمْ مِنْ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ مَجَانِينُ. فَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ عز وجل لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً –

ফাযালা ইবনু ওবাইদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন লোকদের সাথে নিয়ে জামা‘আতে ছালাত আদায় করতেন, তখন কিছু লোক অসহনীয় ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছালাতের মধ্যেই দাঁড়ানো অবস্থা হতে পড়ে যেতেন। তারা ছিলেন সুফফার সদস্য। তাদের এ অবস্থা দেখে বেদুঈনরা বলত, এরা পাগল নাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষ করে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, আল্লাহ তা‘আলার নিকট তোমাদের যে কি মর্যাদা রয়েছে তা তোমরা জানলে আরো ক্ষুধার্ত, আরো অভাব-অনটনে থাকতে পসন্দ করতে’।[২১]

যারা দুনিয়ার চাকচিক্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের সম্মানী মনে হ’লেও তারা আল্লাহ্র নিকট অতি নগণ্য। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا ذَرٍّ ارْفَعْ بَصَرَكَ فَانْظُرْ أَرْفَعَ رَجُلٍ تَرَاهُ فِي الْمَسْجِد , قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ عَلَيْهِ حُلَّةٌ فَقُلْتُ: هَذَا , فَقَالَ:يَا أَبَا ذَرٍّ , ارْفَعْ بَصَرَكَ فَانْظُرْ أَوْضَعَ رَجُلٍ تَرَاهُ فِي الْمَسْجِد, قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ ضَعِيفٌ عَلَيْهِ أَخْلَاقٌ فَقُلْتُ: هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي

১৯. শু‘আবুল ঈমান হা/৩৪১২; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৬৭।
২০. বুখারী হা/৬৪১৬; মিশকাত হা/১৬০৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৪১।
২১. তিরমিযী হা/২৩৬৮; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩০৬; ছহীহাহ হা/২১৬৯।

Contents

نَفْسِي بِيَدِهِ , لَهَذَا أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ مِثْلِ هَذَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَفُلَانٌ هَكَذَا وَأَنْتَ تَصْنَعُ بِهِ مَا تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ رَأْسُ قَوْمِهِ، فَأَنَا أَتَأَلَّفُهُمْ فِيهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلا يُعْطَى مِنْ بَعْضِ مَا يُعْطَى الآخَرُ ؟ قَالَ: إِذَا أُعْطِيَ خَيْرًا فَهُوَ أَهْلُهُ، وَإِنْ صُرِفَ عَنْهُ فَقَدْ أُعْطِيَ حَسَنَةً –

আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আবু যার! দৃষ্টি উচু করে তাকাও তুমি মসজিদে একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোককে দেখতে পাবে। আমি তাকালে সুট পরা এক ব্যক্তিকে বসা দেখলাম। আমি বললাম ইনি? তিনি বললেন, হে আবু যার! দৃষ্টি উচু করে তাকাও তুমি মসজিদে একজন নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন লোককে দেখতে পাবে। তিনি বলেন, আমি তাকিয়ে দেখলাম পুরাতন কাপড় পরিহিত একজন দুর্বল ব্যক্তি। আমি বললাম, এই ব্যক্তি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় হবে ঐরূপ ব্যক্তিদের পৃথিবী ভরে যাওয়া থেকে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! ওমুকতো এমন। আর আপনি তার ব্যাপারে যা ইচ্ছে তাই বলছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে গোত্রের নেতা। আর আমি তাদের নিকট তার ব্যাপারে সমালোচনা করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এমনটি কি হয়না যে, একজনকে যা দেওয়া হলো তা অন্যকেও দেওয়া হলো। তিনি বললেন, যদি কাউকে ভালো কিছু দান করা হয় তাহ'লে সে তার উপযুক্ত। আর যদি তাকে বঞ্চিত করা হয় তাহ'লে তাকে ছওয়াব দেওয়া হবে'।[২২]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ. مَا رَأْيُكَ فِى هَذَا . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللَّهِ حَرِىٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ . قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا رَأْيُكَ فِى هَذَا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِىٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا –

সাহল ইবনু সা'দ সাঈদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে গেলেন। তখন তিনি তাঁর কাছে উপবিষ্ট একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোক সম্পর্কে তোমার অভিমত কী? তিনি বললেন, এ ব্যক্তি তো একজন সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। আল্লাহ্র কসম! তিনি কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণ করা হবে। আর কারো জন্য সুফারিশ করলে তা শুনা হবে। তখন রাসূলুলাহ (ছাঃ) নীরব থাকলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে গেলেন। তখন রাসূলুলাহ (ছাঃ) উপবিষ্ট লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার অভিমত কী? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ব্যক্তি তো এক দরিদ্র মুসলিম। এ ব্যক্তি কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গৃহীত হবে না। আর সে সুফারিশ করলে তা কবূলও হবে না। এবং যদি সে কথা বলে, তার কথা শুনাও হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, দুনিয়া ভরা আগের ব্যক্তি চেয়ে এ ব্যক্তি উত্তম'।[২৩] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ نَمِرَةً فَإِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّىَ رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهْوَ يَهْدُبُهَا–

আবু ওয়াইল (রাঃ) বর্ণনা করেন। একবার আমরা খাববাব (রাঃ)-এর শুশ্রূষায় গেলাম। তখন তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনের জন্য নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে হিজরত করেছি; প্রতিদান আল্লাহ্র কাছেই আমাদের প্রাপ্য। আমাদের মধ্যে অনেকেই এ শ্রমফল দুনিয়াতে লাভ করার আগেই ইন্তিকাল করেছেন। তন্মধ্যে মুস'আব ইবনু উমায়ের (রাঃ), যিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন, তিনি শুধু একখানা কাপড় রেখে যান। আমরা কাফনের জন্য এটা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। নবী করীম (ছাঃ) আমাদের আদেশ দিলেন, তা দিয়ে মাথাটা ঢেকে দিতে এবং পায়ের উপর ইযখির ঘাস দিয়ে দিতে। আর আমাদের মধ্যে এমনও আছে, যাঁদের ফল পেকেছে এবং তারা তা সংগ্রহ করছেন'।[২৪]

(ক্রমশ)

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

২২. *আহমাদ হা/২১৪৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩২০৪।*

২৩. *বুখারী হা/৬৪৪৭; মিশকাত হা/৫২৩৬।*

২৪. *বুখারী হা/৬৪৪৮; আহমাদ হা/২১১১৪।*

একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী

-এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

(৭ম কিস্তি)

২০. অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করা :

একজন প্রকৃত মুমিন কখনো পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসকে প্রাধান্য দিয়ে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করতে পারে না। সে দুনিয়ার যাবতীয় চাকচিক্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সর্বদা জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে। মহান আল্লাহ পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসকে নিষেধ করেছেন। কেননা দুনিয়ার এ জীবন তো ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু পরকালের জীবন চিরস্থায়ী। যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ‘হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে, আর শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র বিষয়ে ধোঁকায় না ফেলে’ *(ফাতির ৩৫/৫০)*।

‘হে লোক সকল! ক্বিয়ামত একটি বিভীষিকাময় দিন। এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং সেখানকার (পরকালের) চিরস্থায়ী নে‘মতের পরিবর্তে এখানকার (দুনিয়ার) ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগে জড়িয়ে পড়না। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তি যেন তোমাদেরকে পরকালের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি হ’তে বঞ্চিত না করে। শয়তানের নানামুখী চক্রান্ত হ’তে খুব সর্তক থাকবে। তাঁর প্রতারণার ফাঁদে কখনো পড়োনা। তাঁর মিথ্যা, চটকদার ও চমকপ্রদ কথায় কখনো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সত্য কালামকে পরিত্যাগ করোনা’।[১]

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ‘এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। আর পরকালীন জীবন হ’ল চিরস্থায়ী জীবন (যেখানে কোন মৃত্যু নেই)। যদি তারা জানত! (অর্থাৎ সেটা বুঝলে মানুষ নশ্বর জীবনকে অবিনশ্বর জীবনের উপর প্রাধান্য দিত না)। *(আনকাবূত ২৯/৬৪)*। অত্র আয়াতে দুনিয়ার তুচ্ছতা, ঘৃন্যতা, নশ্বরতা এবং ধ্বংসশীলতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, এর কোন স্থায়ীত্ব নেই। এ দুনিয়া তো খেল-তামাশার জায়গা ছাড়া আর আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন হচ্ছে। স্থায়ী ও অবিনশ্বর। এটা নষ্ট, হ্রাস ও তুচ্ছতা হ’তে মুক্ত। যদি তাদের প্রকৃত জ্ঞান থাকতো তবে কখনো এই স্থায়ী জিনিসের উপর অস্থায়ী জিনিসকে প্রাধান্য দিতোনা’।[২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ – لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ‘অতঃপর ক্বারূণ জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হ’ল। তখন যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, হায় ক্বারূণ যা পেয়েছে আমাদেরকে যদি অনুরূপ দেওয়া হ’ত? সত্যিই মহা ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদের! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্র দেওয়া পুরস্কারই সর্বোত্তম বস্তু। এটা কেবল তারাই পায়, যারা (আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর) দৃঢ়চিত্ত’ *(ক্বাছাছ ২৮/৭৯-৮০)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ‘যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে, আমরা সেখানে যাকে যা ইচ্ছা করি দিয়ে দেই। পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি। সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায়’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৮)*।

এবার আমরা দেখব যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণের জীবন ধারা কেমন ছিল। হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজন তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত দু’দিন যবের রুটিও পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পাননি’।[৩] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ ، فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْخُبْزِ الشَّعِيرِ (আবু সাঈদ মকবুরী বলেন), একদা আবু হুরায়রা (রাঃ) একদল লোকের নিকট যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে ভুনা বকরী ছিল।

---

১. *ইবনু কাছীর ১৬/৭২ পৃ.।*

২. *ইবনু কাছীর ১৫/৬০৭ পৃ.।*

৩. *বুখারী হা/৫৪১৬; মুসলিম হা/২৯৭০; তিরমিযী হা/২৩৫৭; নাসাঈ হা/৪৪৩।*

তারা তাকে খেতে ডাকলেন। তিনি খেতে রাযী হ'লেন না এবং বললেন, রাসূল (ছাঃ) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ তিনি কোন দিন যবের রুটি পেট পুরে খাননি'।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِى مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ঐ সমস্ত লোকের আলোচনায় বলেন, যারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ অধিক জমা করে ফেলেছে, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি সারাদিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়)। তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্টমানের খুরমাও পেতেন না'।[৫] হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى هَذَيْنِ আবু বুরদাহ (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) আমাদের জন্য একখানি চাদর ও মোটা লুঙ্গী বের করে আনলেন এবং বললেন, এ দু'টি (পরে থাকা অবস্থাতেই) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইন্তেকাল করেছেন'।[৬]

হাদীছে এসেছে, عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ بَخٍ بَخٍ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِى الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَإِنِّى لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَىَّ فَيَجِىءُ الْجَائِى فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِى وَيُرَى أَنِّى مَجْنُونٌ وَمَا بِى مِنْ جُنُونٍ مَا بِى إِلاَّ الْجُوعُ মুহাম্মাদ ইবনু সীরিন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রঃ)-এর নিকট ছিলাম। তিনি লাল রঙের দু'টি কাতান পরে ছিলেন। এরপর তিনি নাক পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, বাহঃ! বাহঃ! আবু হুরায়রা আজ কাতান দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে। আমার এরূপ অবস্থা ছিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বার এবং আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষের মধ্যস্থলে (ক্ষুধার জ্বালায় বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতাম। অতঃপর আগন্তুক আসত এবং আমাকে পাগল মনে করে সে তার পা আমার গর্দানের উপর রাখত, অথচ আমার মধ্যে কোন পাগলামী ছিল না। কেবল মাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণা ছিল (যার তীব্রতায় আমি বেহুশ হয়ে পড়তাম)'।[৭]

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِىٍّ بِثَلاَثِينَ {يَعْنِى صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ} আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বর্মটি ত্রিশ ছা' যবের বিনিময়ে এক ইয়াহূদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল'।[৮]

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ ، قَدْ رَبَطُوا فِى أَعْنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সত্তর জন আহলে ছুফ্ফাহকে এই অবস্থায় দেখেছি যে, তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার জন্য) চাদর ছিল না। কারো কাছে লুঙ্গী ছিল না কারো চাদর ছিল না। (এক সঙ্গে দু'টি বস্তুই কারো কাছে ছিল না। তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। অতঃপর সেই বস্ত্র কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হ'ত এবং কারো টাখনু পর্যন্ত হ'ত। সুতরাং তারা তা হাত দিয়ে জমা করে ধরে রাখত, যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়'।[৯] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ صَاعٌ وَلاَ أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) যবের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখে ছিলেন। আর আমি তাঁর নিকট যবের রুটি ও দুর্গন্ধময় (নষ্ট হওয়া) পুরানো চর্বি নিয়ে গিয়েছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে সকাল বা সন্ধ্যায় এক ছা' পরিমান খাদ্য দ্রব্য থাকেনা। আনাস (রাঃ) বলেন, তখন তাঁরা মোট নয় ঘর (পরিবার) ছিলেন'।[১০] হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبِيتُ اللَّيَالِىَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাধারে কয়েক রাত অনাহারে কাটাতেন

---

৪. *বুখারী হা/৫৪১৪।*
৫. *আহমাদ হা/৩৫৩; মুসলিম/২৯৭৮।*
৬. *আহমাদ/২৩৫১৭; বুখারী হা/৫৮১৮; মুসলিম হা/২০৮০; তিরমিযী হা/১৭৩৩।*
৭. *বুখারী হা/৭৩২৪; তিরমিযী হা/২৩৬৭।*
৮. *বুখারী হা/৪৪৬৭; মুসলিম হা/১৬০৩; নাসাঈ হা/৪৬০৯।*
৯. *বুখারী হা/৪৪২।*
১০. *আহমাদ হা/১১৫৮২; বুখারী হা/২০৬৯; তিরমিযী হা/১২১৫; নাসাঈ হা/৪৫১০।*

এবং পরিবার-পরিজনেরা রাতের খাবার পেতেন না। আর তাদের অধিকাংশ রুটি হ'ত যবের'।[১১]

হাদীছে এসেছে, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِى سِرْبِهِ مُعَافًى فِى جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا ওবায়দুল্লাহ ইবনু মিহসান আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে এক দিনের খাবার আছে, তাকে যেন পার্থিব সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে'।[১২]

হাদীছে এসেছে, عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِى الصَّلاَةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى تَقُولَ الأَعْرَابُ هَؤُلاَءِ مَجَانِينُ أَوْ مَجَانُونَ فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً ফাযালা ইবনু ওবাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'যখন লোকদের ছালাত পড়াতেন, তখন কিছু লোক ক্ষুধার কারণে পড়ে যেতেন, আর তারা ছিলেন আহলে ছুফফাহ সদস্য। এমন কি মরূবাসী বেদুঈনরা বলত যে, এরা পাগল। একদা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত সেরে তাদের দিকে মুখ ফিরালেন, তখন বললেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে, তা যদি তোমরা জানতে তাহ'লে তোমরা এর চাইতেও বেশী অভাব ও দরিদ্র পসন্দ করতে'।[১৩]

২১. হারামের ব্যাপারে সতর্ক থাকা ও সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করা :

ইবাদত কবুলের জন্য অন্যতম শর্ত হ'ল হালাল রূযী। হারাম বা অবৈধ উপার্জন করে যতই ইবাদত করা হোক না কেন তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে তাদের রূযী নির্ধারণ করে রেখেছেন। অথচ আমরা যেন তা ভুলে গেছি যে, আল্লাহ তা'আলা রূযীর একমাত্র মালিক। মহান আল্লাহ আমাদের যতটুকু দিয়েছেন তা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পানির নীচের মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর খাবার যদি মহান আল্লাহ দিতে পারেন, গর্তের মধ্যের কীট-পতঙ্গকে যদি রূযীর চিন্তা করতে না হয়। সকাল বেলা পাখি তাঁর বাসা থেকে খালি পেটে বেরিয়ে গিয়ে যদি পেট ভর্তি করে বাচ্চাদের জন্য খাবর আনতে পারে, তাহ'লে সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে আল্লাহ দিবেন না এটা কোন কথা হলো? আসলে আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি সেই বিশ্বাসটাই নেই! এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার আদেশ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরী'আতের আহকাম পালন করবে আল্লাহ হারামকৃত জিনিস হ'তে দূরে থাকবে, তিনি তাঁর মুক্তির পথ বের করে দিবেন। আর তিনি তাঁকে তাঁর কল্পানাতীত উৎস হ'তে রিযিক্ব প্রদান করবেন। এরপরও আমরা মহান আল্লাহ্র উপর ভরসা করব না! শুধু কি হারাম হ'তে বেঁচে থাকলেই হবে? যদি এমন কোন জিনিস থাকে যা হালাল নাকি হারাম সন্দেহ রয়েছে তাহ'লে তাও পরিহার করে চলতে হবে। অর্থাৎ কোন বস্তু মনের মধ্যে সন্দেহ বা খটকা সৃষ্টি করলেই তা পরিহার করতে হবে। যতক্ষণ না তাঁর ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। দেখুন মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে কি বলেন তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে; অথচ তা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। *(নূর/১৫)* উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে জানা গেল যে, কোন পাপকে তুচ্ছ করে দেখা যাবেনা। তাই হারামে লিপ্ত হওয়া দূরের কথা, বরং কোন বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হ'লে তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যেমন এ বিষয়ে হাদীছে নববীতে এসেছে, عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِى أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি নিশ্চয় হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট। আর উভয়ের মাঝে বহু সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে, যা অধিকাংশ লোকই জানেনা। অতএব যে ব্যক্তি

১১. *আহমাদ হা/২৩০৩; তিরমিযী হা/২৩৬০।*
১২. *তিরমিযী হা/২৩৪৬।*
১৩. *আহমাদ হা/২৩৪২০; তিরমিযী হা/২৩৬৮।*

এই সন্দেহজনক বস্তু হ'তে দূরে থাকবে, সে তাঁর দ্বীন ও ইয্যতকে বাঁচিয়ে নিবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহে পতিত হবে, সে হারামে পতিত হবে। এর উদাহরণ সেই রাখালের মত, যে নিষিদ্ধ চারণ ভূমির আশে পাশে পশু চরায় তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ সীমানায় পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে। শোন! প্রত্যক বাদশাহরই সংরক্ষিত চারণ ভূমি থাকে। আর শোন! আল্লাহ্র সংরক্ষিত চারণ ভূমি হ'ল তাঁর হারামকৃত বস্তু সমূহ। শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংস পিণ্ড রয়েছে, যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটা সুস্থ থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা হ'ল হৃদপিণ্ড'।[১৪]

আনাস (রাঃ) বর্ণিত একদা নবী কারীম (ছাঃ) একটি খেজুর কুড়িয়ে পেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যদি আমার একটি ছাদাক্বা হওয়ার আশংকা না হ'ত, তাহ'লে আমি এটি খেয়ে ফেলতাম'।[১৫]

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একজন লোক গুনাহের কাজ ও ছাওয়াবের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, সৎকাজ কাজ হ'ল সদাচার এবং গুনাহের কাজ হ'ল যা তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে, আর সেটা মানুষ জানতে পারুক তা তুমি অপসন্দ কর'।[১৬]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الأَسَدِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِوَابِصَةَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ يَا وَابِصَةُ ثَلاَثًا الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

ওবেছা ইবনু মা'বাদ আসাদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি পুণ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছে? আমি বললাম জী, হ্যাঁ। তিনি বলেলন, তুমি তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস কর। পুণ্যে হ'ল তা, যার প্রতি তোমার মন প্রশান্ত হয় এবং অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আর পাপ হ'ল তা, যা মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং অন্তর সন্দিহান হয়। যদিও লোকেরা তোমাকে তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া দিয়ে থাকে'।[১৭]

(ক্রমশ)

[লেখক : সভাপতি, দিনাজপুর (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলা]

---

১৪. আহমাদ হা/১৭৮৮৩; বুখারী হা/৫২; মুসলিম হা/১৫৯৯; তিরমিযী হা/১২০৫; নাসাঈ হা/৪৪৫৩; আবুদাঊদ হা/৩৩২৯; দারেমী হা/২৫৩৩।

১৫. আহমাদ হা/২৭৪৫১; বুখারী হা/২০৫৫; মুসলিম হা/১০৭১।

১৬. আহমাদ হা/১৭১৭৯; মুসলিম হা/২৫৫৩; তিরমিযী হা/২৩৮৯।

১৭. আহমাদ হা/১৭৫৩৮।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

জুম'আর পূর্বে করণীয় : একটি বিভ্রান্তি নিরসন

- আহমাদুল্লাহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২) মওকূফ রেওয়ায়াতসমূহ :

মারফূ' বর্ণনাগুলির আলোচনা শেষ করার পর আমরা এখন এ সম্পর্কে কতিপয় মওকূফ হাদীছের পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এ বিষয়ে অনেক মওকূফ হাদীছ থাকলেও আমরা এখানে প্রসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয় এমন কতগুলি হাদীছের আলোকপাত করব।

নিম্নে মওকূফ বর্ণনাগুলির তাহক্বীক তুলে ধরা হ'ল-

দলীল-১ :

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعً -

ছাওরী হ'তে, তিনি আত্বা ইবনুস সায়েব হ'তে, তিনি আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী হ'তে। তিনি বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) আমাদেরকে জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত, জুম'আর পরে চার রাক'আত পড়ার নির্দেশ দিতেন। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ) যখন আমাদের এখানে আসলেন, তখন তিনি আমাদেরকে জুম'আ পর দুই রাক'আত তারপর চার রাক'আত পড়ার আদেশ দিলেন'।[১]

পর্যালোচনা : হাদীছটি যঈফ। এর রাবী সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) এখানে তাদলীস করেছেন। তিনি মুদাল্লিস রাবী হিসাবে প্রসিদ্ধ। যেমন-

(১) ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس 'সুফিয়ান ইবনু সাঈদ ইবনু মাসরূক্ব আছ-ছাওরী আবু আব্দুল্লাহ আল-কূফী আস্থাভাজন, (হাদীছের) হাফেয, ফক্বীহ, ইবাদতগুযার, সপ্তম স্তরের শীর্ষস্থানীয় হুজ্জাত ইমামদের অন্তর্ভুক্ত। আর তিনি কখনো কখনো তাদলীস করতেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৪৪৫)।

(২) জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেছেন, সুফিয়ান ছাওরী তাদলীসে প্রসিদ্ধ (আসমাউল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ১৮)। অর্থাৎ তিনি মুদাল্লিস রাবী হিসাবে প্রসিদ্ধ।

(৩) ইবনুল ইরাক্বী (রহঃ) বলেছেন, سفيان بن سعيد الثوري مشهور بالتدليس 'তিনি তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ (আল-মুদাল্লিসীন, রাবী নং ২১)।

(৪) বুরহানুদ্দীন হালাবী (রহঃ) বলেছেন, سفيان الثوري مشهور به তিনি তাদলীসের জন্য বিখ্যাত (আত-তাবঈন, রাবী নং ২৫)।

(৫) ইবনুত তুরকুমানী হানাফী (রহঃ) বলেছেন, الثوري مدلس وقد عنعن (সুফিয়ান) ছাওরী মুদাল্লিস। তিনি 'আন' শব্দে বর্ণনা করতেন (আল-জাওহারুন নাক্বী ৮/২৬২)।

(৬) ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, كان يدلس عن الضعفاء তিনি যঈফ রাবীদের থেকে তাদলীস করতেন (মীযানুল ই'তিদাল, রাবী নং ৩৩২২)।

(৭) বদরুদ্দীন 'আইনী হানাফী (রহঃ) বলেছেন, وسُفْيَان من المدلسين এবং সুফিয়ান মুদাল্লিসদের মধ্য হ'তে রয়েছেন'।[২]

(৮) ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, أَنَّ سُفْيَانَ مُدَلِّسٌ নিশ্চয়ই সুফিয়ান হ'লেন মুদাল্লিস রাবী'।[৩]

দলীল-২ : عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ "، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

মা'মার হ'তে, তিনি ক্বাতাদা হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই ইবনে মাসঊদ (রাঃ) জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত পড়তেন। আবূ ইসহাক্ব বলেছেন, আলী (রাঃ) জুম'আর পর ছয় রাক'আত পড়তেন। আর আব্দুর রায্যাক্ব এটি গ্রহণ করেছেন'।[৪]

১. *মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক্ব হা/৫৫২৫।*

২. *উমদাতুল ক্বারী হা/২১৪-এর আলোচনা দ্রঃ।*
৩. *শরহে ছহীহ মুসলিম ২/১৮২।*
৪. *মুছান্নাফ আবদুর রায্যাক্ব হা/৫৫২৪।*

পর্যালোচনা : যঈফ। কারণ এখানে ক্বাতাদা (রহঃ) তাদলীস করেছেন। তিনি ৬০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন (সিয়ারু আলামিন নুবালা, রাবী নং ১৩২)। তাঁর সম্পর্কে ইমামদের বক্তব্য নিম্নরূপ-

(১) হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, وَهُوَ حُجَّةٌ بِالإِجْمَاعِ إِذَا بَيَّنَ السَّمَاعَ، فَإِنَّهُ مُدَلِّسٌ مَعْرُوْفٌ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَرَى القَدَرَ – نَسْأَلُ اللهَ العَفْوَ 'তিনি ইজমানুপাতে হুজ্জাত হয়ে থাকেন যখন তিনি সামার বিষয়টি উল্লেখ করেন। কেননা তিনি মুদাল্লিস। এ সম্পর্কে তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি ক্বাদরিয়া আক্বীদা পোষণ করতেন। আমরা আল্লাহ্র কাছে তার জন্য ক্ষমা চাই (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, রাবী নং ১৩২)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

حافظ ثقة ثبت، لكنه مدلس: ورمى بالقدر، قاله يحيى بن معين، ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح، لا سيما إذا قال حدثنا 'তিনি হাফেয, ছিক্বাহ। কিন্তু মুদাল্লিস রাবী । আর তাকে ক্বাদরী হওয়ার দোষে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেছেন তা সত্ত্বেও আছহাবে ছিহাহ-গণ তার দ্বারা দলীল পেশ করতেন বিশেষভাবে যখন তিনি বলতেন 'আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন') মীযানুল ই'তিদাল, রাবী নং ৬৮৬৪ ।

(২) হাফেয আলাঈ (রহঃ) বলেছেন, قتادة بن دعامة السدوسي أحد المشهورين بالتدليس وهو أيضا يكثر من الإرسال ক্বাতাদা বিন দি'আমাহ আস-সাদূসী অন্যতম প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী। তিনি প্রচুর পরিমাণে মুরসাল বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন (জামেউত তাহছীল, রাবী নং ৬৩৩)।

(৩) 'আল-মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে আছে, قتادة بن دعامة السدوسي مشهور به أيضاً ক্বাতাদা বিন দি'আমাহ আস-সাদূসী তাদলীসের কারণেও প্রসিদ্ধ। (আল-মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৪৯)।

(৪) 'আত-তাবঈন লি-আসমাইল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে (রাবী নং ৫৭)।

(৫) ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, قتادة بن دعامة السدوسي البصري صاحب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان حافظ عصره وهو مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره ক্বাতাদা বিন দি'আমাহ আস-সাদূসী আল-বছরী আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর ছাত্র। তিনি তার যামানার শ্রেষ্ঠ হাফেয ছিলেন। তিনি তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ। ইমাম নাসাঈ এবং অন্যরা তাকে মুদাল্লিস রাবী হিসাবে উল্লেখ করেছেন (রাবী নং ৯২)।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) ৩২ হিজরীতে বা পরে মদীনায় এসে মারা গিয়েছিলেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩৬১৩)। সুতরাং এই সনদটি বিচ্ছিন্ন। ক্বাতাদার সাথে ইবনে মাসঊদের সরাসরি হাদীছ শ্রবণ করা অসম্ভব।

দলীল-৩ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ ستَّ رَكَعَاتٍ আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম আব্দুর রাযযাক্ব হ'তে, তিনি মা'মার হ'তে, তিনি আবু ইসহাক্ব হ'তে যে, নিশ্চয়ই ইবনে মাসঊদ জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত পড়তেন। আবু ইসহাক্ব বলেছেন, আলী জুম'আর পরে ছয় রাক'আত পড়তেন'।[৫]

পর্যালোচনা : যঈফ। এ হাদীছের সনদে 'আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ' (রহঃ) নামক মুদাল্লিস রাবী রয়েছেন। যেমন-

(১) 'আসমাউল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে আছে যে, كثير التدليس তিনি অত্যধিক তাদলীসকারী (রাবী নং ৪৫)।

(২) ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাঁকে স্বীয় 'ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (রাবী নং ৬৬)।

(৩) 'যিকরুল মুদাল্লিসীন' (রাবী নং ৯), 'আল-মুদাল্লিসীন' প্রভৃতি বইয়ে তাকে প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (রাবী নং ৪৭)।

(৪) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাঁকে মুদাল্লিস রাবী বলেছেন (ছহীহা হা/১৭০১)। অন্যত্র তিনি বলেছেন, الثانية: أبو إسحاق السبيعي، ثقة ولكنه على اختلاطه مدلس

দ্বিতীয়ত : আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ ছিক্বাহ। কিন্তু তিনি তার ইখতিলাত্ব থাকা সত্ত্বেও মুদাল্লিস রাবী ছিলেন (ঐ, হা/২০৩৫)।

দলীল-৪ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ، تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي

৫. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৯৫৫৫।

الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আযীয বিন আবী রিমযাহ আল-মারওয়াযী। (তিনি বলেছেন) আমাদেরকে ফাযল বিন মূসা সংবাদ দিয়েছেন আব্দুল হামীদ বিন জা'ফর হ'তে, তিনি ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব হ'তে, তিনি আত্বা হ'তে, তিনি ইবনে ওমর হ'তে। তিনি বলেছেন, তিনি যখন মক্কায় থাকতেন তখন জুম'আ পড়তেন। সামনে অগ্রসর হয়ে দু'রাকআত পড়তেন। অতঃপর (সম্মুখে আরেকটু) অগ্রসর হয়ে চার রাক'আত পড়তেন। আর যখন মদীনায় থাকতেন তখন জুম'আ পড়তেন। অতঃপর নিজের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে দু'রাকআত পড়তেন। মসজিদে পড়তেন না। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) এমনটাই করতেন'।[৬]

তাহক্বীক্ব : এটি ছহীহ হাদীছ। এই হাদীছ দ্বারা জুম'আর পূর্বে সুন্নাত হিসাবে চার রাক'আত নির্ধারিত করে আদায় করা ছাবেত হয় না।

দলীল-৫ : أخبرنا يزيد بن هارون عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَافِيَةَ سَمِعَهَا وَهِيَ تَقُولُ: رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ صَلَّتْ أَرْبَعًا قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ وَصَلَّتِ الْجُمُعَةَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইয়াযীদ বিন হারূণ হাম্মাদ বিন সালামাহ হ'তে, তিনি ছাফিয়া হ'তে, তিনি শ্রবণ করেছেন যে, ছাফিয়া বলেন, আমি ছাফিইয়া বিনতে হুয়াইকে দেখেছি ইমাম বের হওয়ার পূর্বে চার রাক'আত পড়তে। তিনি ইমামের সাথে জুম'আর দু'রাক'আত পড়তেন। (ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, রাবী নং ৪৭০১)।

তাহক্বীক্ব : (১) এই হাদীছ দ্বারা নারীদের জুম'আর ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা ছাবেত হয়। সুতরাং এই হাদীছটি হানাফীদের জন্য দলীল হ'তে পারে না। উপরন্তু হাম্মাদ বিন সালামাহ মুদাল্লিস এবং মুখতালিত রাবী।

আল্লামা ইরশাদুল হক আছারী বলেছেন, 'হাম্মাদ বিন সালামাহও (রহঃ) বাজে হিফযের অধিকারী ছিলেন। আর শেষ জীবনে তারও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। যেমনটি 'তাক্বরীবুত তাহযীব' গ্রন্থে হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন'।

(৩) মাক্বতূ' বর্ণনাসমূহ :

দলীল-১ : ইবনু আব্দুল বার্র (রহঃ) বলেছেন, حَدَّثَنَا مُنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامُوا فَصَلُّوا أَرْبَعًا আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন মিনজাব ইবনুল হারিছ। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন খালেদ বিন সাঈদ বিন আমর বিন সাঈদ ইবনুল আছ তার পিতা হ'তে। তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণকে দেখতাম, জুম'আর দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তারা দাঁড়িয়ে যেতেন এবং চার রাক'আত পড়তেন (আত-তামহীদ ৪/২৬)।

পর্যালোচনা : (১) তাবেঈর উক্তি কোন দলীল নয়। আর হানাফী ভাইগণ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ব্যতীত অন্য কোন তাবেঈর তাক্বলীদ করেন না। সুতরাং তাবেঈর বক্তব্য তাদের জন্য দলীল হ'তে পারে না। নিজেদের মর্যী মোতাবেক দলীল প্রতিষ্ঠা করাই তাদের লক্ষ্য। প্রয়োজনে স্বীয় ইমামকে ত্যাগ করতেও তারা দ্বিধা করেন না। (২) খালেদ বিন সাঈদ একজন দুর্বল রাবী। তার বর্ণিত হাদীছ ছহীহ হয় না (বুখারী, আত-তারীখুল কাবীল ক্রমিক ৪৬৬)।

সুতরাং এই যঈফ বর্ণনাটি দিয়ে দলীল দেওয়া যাবে না।

দলীল-২ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا أَرْبَعًا আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন হাফছ 'আমাশ' হ'তে, তিনি ইবরাহীম নাখাঈ হ'তে। তিনি বলেছেন, তারা জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত পড়তেন'।[৭]

পর্যালোচনা : যঈফ। এখানে আমাশ নামী মুদাল্লিস রাবী আছেন। যিনি আস্থাভাজন হ'লেও মুদাল্লিস ছিলেন। এ সম্পর্কে মুহাদ্দিছদের সাক্ষ্য তুলে ধরা হ'ল-

(১) হাফেয ইবনু আব্দুল বার্র (রহঃ) লিখেছেন, وَقَالُوا لَا يُقْبَلُ تَدْلِيسُ الْأَعْمَشِ এবং তারা বলেছেন, আমাশের তাদলীস গ্রহণ করা যাবে না (আত-তামহীদ ১/৩০)।

(২) ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) লিখেছেন, وَلَعَلَّ الْأَعْمَشَ دَلَّسَهُ عَنْ حَبِيبٍ এবং সম্ভবত আমাশ হাবীব হ'তে তাদলীস করেছেন (আল-ইলালুল ওয়ারিদাহ, মাসআলা-১৮৮৮)।

(৩) ইমাম আবু হাতেম (রহঃ) বলেছেন, ربَّما دَلَّس الأعمشُ আমাশ কদাচিৎ তাদলীস করতেন (ইবনে আবী হাতেম, ইলালুল হাদীছ হা/৯)।

(৪) ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমাদ বিন শু'আইব বিন আলী (রহঃ) তাকে 'যিকরুল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদাল্লিস হিসাবে উল্লেখ করেছেন (মুলহাক্ব পৃ. ১২৫)।

৬. *আবুদাঊদ হা/১১৩০।*

৭. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৩৬৩।*

(৫) হাফেয যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন, سليمان بن مهران الكاهلى الكوفي الأعمش، أبو محمد أحد الائمة الثقات، عداده في صغار التابعين، ما نقموا عليه إلا التدليس আমাশ অন্যতম ছিক্বাহ ইমাম। তাকে ছোট তাবেঈনদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তারা (মুহাদ্দিছগণ) স্রেফ তাদলীসের কারণে তাকে সমালোচনা করেছেন (মীযানুল ই'তিদাল, জীবনী নং ৩৫১৭)। অতঃপর তিনি লিখেছেন, قلت: وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف আমি বলেছি, তিনি তাদলীস করতেন এবং কখনো কখনো যঈফ রাবী হ'তে তাদলীস করতেন (ঐ)।

(৬) হাফেয আলাঈ (রহঃ) বলেছেন, وهذا الأعمش من التابعين وتراه دلس عن الحسن بن عمارة وهو يعرف ضعفه এবং এই আমাশ তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত। এবং তুমি তাকে হাসান বিন উমারাহ হ'তে তাদলীস করতে দেখবে। অথচ তিনি যঈফ হওয়ার দরূণ প্রসিদ্ধ (জামেউত তাহছীল ১/১০১)।

(৭) ইবনুল ইরাক্বী (রহঃ) তাকে 'আল-মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, سليمان الأعمش مشهور بالتدليس أيضاً সুলায়মান আমাশও তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ (আল-মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ২৫, হারফুস সীন)।

(৮) হাফেয বুরহানুদ্দীন আল-হালবী (রহঃ) লিখেছেন, سليمان بن مهران الأعمش مشهور به সুলায়মান বিন মিহরান আল-আমাশ তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ (আত-তাবঈন লি-আসমাইল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৩০)।

(৯) ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) লিখেছেন, سليمان بن مهران الاعمش محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس وصفه بذلك الكرابيسي والنسائي والدارقطني وغيرهم সুলায়মান বিন মিহরান কূফার মুহাদ্দিছ এবং সেখানকার ক্বারী এবং তিনি তাদলীস করতেন। কারাবীসী, নাসাঈ এবং দারাকুৎনী ইত্যাদি বিদ্বানগণ তাকে মুদাল্লিসরূপে তুলে ধরেছেন (ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৫৫)।

(১০) হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) তাঁকে 'প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস' বলেছেন (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ১/২৬৭-২৭২)।

(১১) হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেছেন, সুলায়মান আমাশ তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ। (আসমাউল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ২১)।

(১২) 'বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম' গ্রন্থে আছে, فَإِنَّهُ مُدَلِّس নিশ্চয়ই তিনি মুদাল্লিস (হা/৪৪১)।

সারাংশ হ'ল, আমাশ ছিক্বাহ-মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবীর 'আন'আনাহ সাধারণত যঈফ হয়। যদি তিনি সামার স্পষ্টতা উল্লেখ করেন তাহ'লে হুকুম বদলে যায়।

তদুপরি এটি তাবেঈর উক্তি মাত্র। তাবেঈনদের ভিন্ন ভিন্ন আমল পাওয়া যায়। 'মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ' গ্রন্থে ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ (রহঃ) জুম'আর পূর্বের ছালাত শিরোনামে একাধিক সংখ্যার হাদীছ এনেছেন। যেমন- (১) চার রাক'আত (হা/৫৩৬০)। (২) পরের হাদীছটিতে দীর্ঘ ছালাতের কথা আছে (হা/৫৩৬১)। তবে এখানে কোন রাক'আত সংখ্যা নেই। (৩) তারপরের হাদীছটিতে দশ রাক'আত পড়ার আদেশ এসেছে (হা/৫৩৬২)। (৪) তার পরের হাদীছটিতে চার রাক'আত, পরের দু'টি হাদীছে যথাক্রমে বাড়ীতে দু'রাকআত পড়ার কথা রয়েছে ইত্যাদি। মোট কথা দুই, চার বা ছয় যত খুশী পড়া যাবে। কোন সংখ্যার মধ্যে একে নির্দিষ্ট করার কোন ছহীহ দলীল নেই। আর থাকলেও সেগুলি দ্বারা হানাফী ভাইদের দলীল গ্রহণ করা সিদ্ধ নয়। কারণ এগুলিতে এমন কোন বর্ণনা নেই যা দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, প্রথমে মাতৃভাষায় খুৎবা দিতে হবে, এরপর খত্বীবের দেওয়া সময় অনুসারে মাঝখানে চার রাক'আত পড়তে হবে অতঃপর আরবীতে খুৎবা প্রদান করতে হবে। মূলত এটি একটি ভিত্তিহীন বিদ'আতী প্রথা যার অস্তিত্ব কোথাও ছিল না। ওমর (রাঃ)-এর যুগে তিনি অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছিলেন। প্রতিটি স্থানেই তিনি আরবীতে খুৎবা দিতে আদেশ জারী করেছিলেন বা আরবীতে খুৎবা প্রদান করা হ'ত মর্মে কোন দলীল নেই।

জুম'আর ছালাতের পূর্বে সাধ্যানুযায়ী ছালাত পড়ার দলীলসমূহ :

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, জুম'আর পূর্বে নির্ধারিতভাবে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করার কোন ছহীহ দলীল নেই। এর বিপরীতে কতিপয় ছহীহ হাদীছ নিম্নরূপ-

দলীল-১ : ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ؟ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে গোসল করে জুম'আর ছালাতে

আসবে এবং তার সাধ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করবে, তারপর ইমাম খুৎবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ থাকবে; অতঃপর তার সাথে জুম'আর ছালাত পড়বে; এই জুম'আ এবং তার পরবর্তী জুম'আর মাঝের পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে ও অতিরিক্ত আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করা হবে'।[৮]

(১) ইমাম নববী (রহঃ) হাদীছটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, وَفِيهِ أَنَّ التَّنَفُّلَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَفِيهِ أَنَّ النَّوَافِلَ الْمُطْلَقَةَ لَا حَدَّ لَهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ 'এতে (দলীল) রয়েছে যে, নিশ্চয়ই জুম'আর দিনে ইমামের বের হওয়ার পূর্বে নফল ছালাত পড়া মুসতাহাব। এটি আমাদের মাযহাব এবং জমহূরের মাযহাব। এতে (দলীল) আছে যে, সাধারণ নফলের কোন (নির্দিষ্ট রাক'আত সংখ্যার) সীমারেখা নেই। কেননা নবী করীম বলেছেন, এরপর সে সাধ্যমত ছালাত আদায় করবে'।[৯]

(২) ইমাম ছন'আনী (রহঃ) বলেছেন, وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّافِلَةِ حَسْبَمَا يُمْكِنُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُقَدِّرْهَا بِحَدٍّ 'সাধ্যমত নফল আদায়কারী নফল ছালাত পড়তে পারবে। কেননা মুহাম্মাদ (ছাঃ) এটি নির্দিষ্ট সামীর সাথে নির্ধারিত করেন নি'।[১০]

(৩) ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেছেন, فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ فِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ لَا حَدَّ لَهَا 'এতে দলীল রয়েছে যে, জুম'আর পূর্বে ছালাতের কোন নির্ধারিত সীমারেখা নেই'।[১১]

দলীল-২ :

عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى

সালমান ফারিসী (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ...অতঃপর সে ছালাত পড়বে ততটুকু যতটুকু তার জন্য লেখা হয়েছে। এরপর ইমামের খুৎবাদানকালে চুপ থাকবে, তাহ'লে তাকে পরবর্তী জুম'আর মধ্যবর্তী সময়ের পাপগুলি ক্ষমা করা হবে'।[১২]

জুম'আর পরের সুন্নাতসমূহ :

দলীল-১ :

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে খালেদ বিন আব্দুল্লাহ সংবাদ দিয়েছে সুহাইল হ'তে, তিনি তার পিতা হ'তে, তিনি আবু হুরায়রা হ'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ জুম'আর ছালাত পড়বে তখন সে পরে চার রাক'আত পড়ে নিবে'।[১৩]

দলীল-২ :

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

(ছাঃ) বাড়ী ফেরা পর্যন্ত কোন ছালাত পড়তেন না জুম'আর ফরয ছালাতের পরে। এরপর তিনি বাড়ীতে দু'রাক'আত পড়তেন'।[১৪]

এ সম্পর্কে মুফতী মুবাশ্বির আহমাদ রব্বানী বলেছেন, 'জুম'আর পর চার রাক'আত পড়তে হবে। এটিই উত্তম। তবে কেউ যদি দু'রাক'আত পড়তে চায় তবে তা জায়েয' (আহকাম ওয়া মাসায়েল পৃ. ২৪৫)।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, জুম'আর ছালাতের পূর্বে নির্দিষ্টভাবে চার রাক'আত ছালাতকে সুন্নাত মেনে আদায় করার পক্ষে কোন ছহীহ দলীল নেই। তবে খতীবের খুৎবা প্রদানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইচ্ছামত নফল ছালাত আদায় করা যাবে। আল্লাহ আমাদের হক্ব জানার ও মানার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৮. ছহীহ মুসলিম হা/৮৫৭, ফুয়াদ আব্দুল বাক্বীর হাদীছ নং ২৬; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ হা/১০৫৯; মিশকাত হা/১৩৮২; বুলূগুল মারাম হা/৪৬২।

৯. নববী, শারহু ছহীহ মুসলিম হা/৮৫৭-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।

১০. সুবুলুস সালাম শরহে বুলূগুল মারাম হা/৪২৯।

১১. নায়লুল আওত্বার হা/১২২২ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।

১২. বুখারী হা/৮৮৩; মিশকাত হ/১৩৮১; ছহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৬৮৯; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১৫৪।

১৩. মুসলিম হা/৮৮১; ফুয়াদ আব্দুল বাক্বীর হাদীছ নং ৬৭।

১৪. ছহীহ মুসলিম হা/৮৮২; ফুয়াদ আব্দুল বাক্বীর হাদীছ নং ৭১; মিশকাতুল মাছাবীহ হা/১১৬১।

শায়খ শু'আইব আরনাঊত (রহঃ)

*[শায়খ শু'আইব আরনাঊত (রহঃ) ১৯২৮ সালে সিরিয়ার রাজধানী দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে তাঁর পিতা দামেশকে সপরিবারে হিজরত করেন। পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে তিনি খাঁটি ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেন। ছোটবেলায় তিনি কুরআন মাজীদের বৃহদাংশ মুখস্থ করেন। অতঃপর প্রায় ১০ বছর যাবৎ দামেশকের মসজিদ ও প্রাচীন মাদরাসা সমূহে নাহু, ছরফ, সাহিত্য, বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের পর তিনি ৭ বছর যাবৎ ইসলামী ফিক্বহ বা আইনশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এ সময় তিনি উছূলে ফিক্বহ, তাফসীর, মুছত্বলাহুল হাদীছ (হাদীছের মূলনীতি অভিজ্ঞান) প্রভৃতি শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ফিক্বহ শাস্ত্র অধ্যয়নকালে তাঁর শিক্ষকমন্ডলী ও সমকালীন আলেমদের মাঝে ছহীহ ও যঈফ হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দুর্বলতা লক্ষ্য করেন। এর ফলে ইলমে হাদীছে ব্যুৎপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি আরবী ভাষা পাঠদানের পেশা ত্যাগ করে পুরাপুরি তাহকীকী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি দামেশকের 'আল-মাকতাবুল ইসলামী' প্রকাশনা সংস্থার গবেষণা বিভাগের প্রধান হিসাবে ২০ বছর যাবৎ দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ৭০ খন্ডের বেশী গ্রন্থ তাহকীক করেন বা তাহকীকী কর্মের তত্ত্বাবধান করেন। এরপর ১৯৮২ সাল থেকে তিনি আম্মানের 'মুআসসাসাতুর রিসালাহ' নামক খ্যাতনামা প্রকাশনীর গবেষণা বিভাগের প্রধান হিসাবে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। তাঁর নিজস্ব তাহকীককৃত এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে তাহকীককৃত গ্রন্থের সংখ্যা ২৪০ খন্ডের বেশী। এতে তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, আক্বীদা, জীবনীগ্রন্থ, মুছত্বলাহুল হাদীছ, সাহিত্য প্রভৃতি শামিল রয়েছে। তাঁর তাহকীককৃত গ্রন্থের মধ্যে মুসনাদে আহমাদ (৫০ খন্ড), যাহাবীর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (২৫ খন্ড), আল-ইহসান ফী তাকরীবে ছহীহ ইবনু হিব্বান (১৮ খন্ড), বাগাবীর শারহুস সুন্নাহ (১৬ খন্ড), নববীর রওযাতুত তালেবীন (১১ খন্ড), ইবনুল জাওযীর 'যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর' (৯ খন্ড), ইবনুল ক্বাইয়িমের যাদুল মা'আদ (৫ খন্ড) প্রভৃতি অন্যতম। এগুলির মধ্যে মুসনাদে আহমাদের তাহকীক সবচেয়ে জনপ্রিয়। আধুনিক বিশ্বে হাদীছ তাহকীকে যে তিনজন মুহাদ্দিছ খ্যাতি লাভ করেছেন তারা সবাই আলবেনীয় বংশোদ্ভূত। এরা হ'লেন শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯ খৃ.), শায়খ শু'আইব আরনাঊত ও শায়খ আব্দুল কাদের আরনাঊত (১৯২৮-২০০৪ খৃ.)। তন্মধ্যে শায়খ আলবানীর তাহকীক সবচেয়ে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এরপরে রয়েছেন শু'আইব আরনাঊত। ২৭শে অক্টোবর'১৬ তিনি ৯০ বছর বয়সে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি আরবী থেকে অনুবাদ করেছেন **দেলোয়ার হোসাইন**। - সম্পাদক]*

প্রশ্ন : আপনার জন্ম, বেড়ে উঠা, জ্ঞানার্জন, প্রিয় শিক্ষক ও লেখালেখি সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : আমি সাধারণ ছাত্রদের মতই বেড়ে উঠেছি। যখন আমি ব্যবসা করতাম তখন পুরাতন দামেশকের একটি এলাকা সারুজা বাযারে একজন শায়খ আছরের পর আমার দোকানে আসতেন। সেখানকার মানুষেরা সে যুগে আছরের পর আমোদ ফূর্তি করত। এসময় তারা অন্য কোন কাজ করত না। এই শায়খ এসে আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমাদেরকে আরবী ভাষা শিক্ষা দিতেন। এর পাশাপাশি আব্দুল হাকীম আফগানী'র 'শরহুল কানয' ও হাশিয়াও তার কাছে পড়েছি।

এমনিভাবে শায়খ ছালেহ ফুরফুরের কাছেও কতিপয় কিতাব পড়েছি। যেমন তাফসীরুন নাছাফী, শারহুল মানার ফিল উছূল, ছহীহ মুসলিম, বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) রচিত ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী' প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থ আমি তার কাছে পড়েছি। যেমন আল-বালাগাতুল ওয়াযিহা, শরহু ইবনু আক্বীল এবং মানত্বিক। এ যুগে তো মানত্বিকের কোন মূল্য নেই বললেই চলে।

আমার শিক্ষকদের মধ্যে আরও ছিলেন সুলাইমান আল-গাওয়াজী প্রমুখ যাদের কাছে আমি নাহু পড়েছি। তারা উছমানী পদ্ধতিতে আমাদের শিক্ষাদান করতেন। অর্থাৎ তারা প্রথমে পড়াতেন শায়খ আল-বার্জাভীর 'আল-আওয়ামেল ওয়াল ইযহার', অতঃপর ইবনু হাজারের আল-কাফিয়া, যেটি এখনও বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। এমনিভাবে তাঁর নিকট মারাকীল ফালাহ ও হাশিয়াতুত তাহতাবীও পড়েছি।

শায়েখ নাছীরুদ্দীন আলবানীর পিতার কাছে আবুল হাসান কুদূরী (রহঃ)-এর লিখিত হানাফী ফিকহ গ্রন্থটি পড়েছি, যেটি হানাফী মাযহাবীদের কাছে একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব। তাছাড়াও তার কাছে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে পড়েছি। আমি তাঁর সান্নিধ্যে তিন বছর ছিলাম। এ সময় আমি তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতাম আর তিনি উত্তর দিতেন। আমি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করি এজন্য যে তিনি ইলম অর্জনকে আমার জন্য প্রিয়তর করে দিয়েছিলেন।

দীর্ঘ আট বছর লেখাপড়ার পর আমি শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলাম। অতঃপর আমি 'আল-ফাতহুল ইসলামী' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হ'লাম, যে প্রতিষ্ঠানের এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র উচ্চমাধ্যমিক, অনার্স এবং মাস্টার্স সহ বিভিন্ন স্তরে পড়াশোনারত রয়েছে। তাদের কেউ ডক্টরেট সম্পন্ন করতে চাইলে মিসরে গিয়ে তাদের

আকাংখ্যা পূরণ করত। বলা যায় আমি এবং শায়খ আদীবুল কালাসের জন্যই প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমরা দুই বছর শিক্ষকতা করেছিলাম এবং এ সময় ছাত্রদেরকে ইসলামী জ্ঞান ও আরবী ভাষা শিক্ষা দিতাম।

তারপর এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হ'ল যে, হাদীছ অধ্যয়নের ব্যাপারে আমার প্রতীতি জন্মালো। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ এতটাই গভীর ছিল যে, অচিরেই উছূলে হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থের উপর বুৎপত্তি লাভ করলাম। যেমন মুকাদ্দামাতু ইবনুছ ছালাহ, তাওযীহুল আফকার, শারহুন নুখবাহ প্রভৃতি। আমি সেদিনগুলোতে প্রতি মুহূর্তে প্রার্থনা করতাম যে, আল্লাহ যেন আমাকে মুহাদ্দিছদের দলভূক্ত করেন। আল্লাহ চাইলেন যে আমার দো'আ কবূল করবেন। সেজন্যই বিগত চল্লিশ বছর থেকে এখনও পর্যন্ত আমি বিভিন্ন গ্রন্থের তাখরীজ এবং ইলমুল হাদীছ গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছি। এর ফসল হিসাবে এ পর্যন্ত আমার রচনা ও সংকলনকর্ম ২০০ খণ্ড অতিক্রম করেছে।

প্রশ্ন : মাঝে মাঝে আমরা এ কথা শুনতে পাই যে, হাদীছের সনদ (সূত্র) গবেষণার গুরুত্ব শেষ হয়ে গেছে। এখন আর এ দিকে লক্ষ্য করা উচিত নয়। আবার মাঝে মাঝে এমন কিছু লোক দেখতে পাই যারা সনদের গবেষণাকে খুবই গুরুত্ব দেন। এমনকি ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের সনদগুলোতেও তারা নতুন করে গবেষণা করেন এবং হুকুম আরোপের চেষ্টা করেন । এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর : আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বলব, হাদীছের সনদ বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়টি ইজতিহাদী। কোন বিদ্বানবিশেষের উপর সন্দেহাতীতভাবে এই বিচার-বিশ্লেষণ নির্ভর করে না। কেননা প্রত্যেক বিদ্বান সংশ্লিষ্ট হাদীছের বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। যখন তিনি কোন হাদীছের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান, তখন তা অন্য কোন বিদ্বানের দৃষ্টিতে ভুলও হতে পারে কিংবা সঠিকও হতে পারে। এজন্য মুনযিরী (রহঃ) একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এ বিষয়ে এবং তাতে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীছের উপর হুকুম প্রদানের বিষয়টি ইজতিহাদী, যা গবেষকের বোধগম্যতা ও গবেষণা দক্ষতার উপর নির্ভর করে। দীর্ঘদিনের সাধনা এবং সনদ সম্পর্কে গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে এ যোগ্যতা অর্জিত হয়। তবে হাদীছের সনদ বিচার-বিশ্লেষণের এ কাজ বর্তমানে প্রায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। আমরা বলতে পারি যে, এই যুগে সনদের উপর পূর্ণভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আমিও এই ময়দানের একজন কর্মী। আরও অনেক বিদ্বান রয়েছেন যারা সনদ তাহক্বীকের ময়দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন এবং যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তাদের সকল গবেষণা এবং আমাদের গবেষণা মিলিয়ে এ কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, সনদের দিক থেকে হাদীছ শাস্ত্রের প্রায় নব্বই শতাংশের তাহক্বীক সম্পন্ন হয়েছে এবং তার উপর হুকুম আরোপ করা হয়ে গেছে।

আর মতন (হাদীছের মূল অংশ) সমালোচনার বিষয়ে আমার বক্তব্য হ'ল যে, যখনই একজন মানুষ কোন হাদীছের সনদ মূল্যায়ন করবে, তখন অবশ্যই মতনের শুদ্ধতাও মূল্যায়ন করবে। কেননা বিদ্বানগণ ছহীহ হাদীছের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, বর্ণনাকারীকে ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হ'তে হয়। তেমনিভাবে হাদীছটি যেন শায ও ইল্লতযুক্ত না হয়। আর শায ও ইল্লত হ'ল সনদ ও মতন উভয়ের সমালোচনা। এক্ষেত্রে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, কোন ব্যক্তি দীর্ঘ প্রচেষ্টা, সামগ্রিক অনুশীলন, অধিকতর জ্ঞানার্জন এবং এমন তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি, যা তাকে ভুল পথে যেতে দেয় না- ইত্যাদি গুণ ছাড়া এই গবেষণায় সফল হ'তে পারে না। এজন্যই আমি চাই যে, মতন সমালোচনায় কেবল বিজ্ঞজনেরাই যেন আত্মনিয়োগ করেন। সুতরাং এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন, যেখানে মতন মূল্যায়নের জন্য আলাদা গবেষণা পরিচালিত হবে। আমি আশা করি যে আমার এ মতটি সঠিক। কেননা এজাতীয় বিষয়ে একক ব্যক্তির চিন্তাধারার তুলনায় একাধিক ব্যক্তির চিন্তাধারা অধিকতর সঠিক হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন: ইমাম আল-মিয্যী (রহঃ)-এর 'তাহযীবুল কামাল' এবং ইবনু হাজার আসক্বালানীর (রহঃ)-এর 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থদ্বয় একজন গবেষকের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? এগুলো একটি অপরটির পরিপূরক কি-না?

উত্তর : যিনি হাদীছ তাখরীজের কাজ করেন, তার জন্য আবশ্যক হ'ল 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থটি থাকা। কেননা রাবীদের ব্যাপারে দেখা যায় যে, কখনও এভাবে এসেছে- যেমন 'মুজাহিদ'। কে এই 'মুজাহিদ'? একজন গবেষক যখন 'তাহযীবুল কামাল' কিতাবটি অধ্যয়ন করবে তখন সেখানে এই রাবীর ছাত্র ও শিক্ষকের আলোচনা পাবে, যেখান থেকে সে সহজেই এই মুজাহিদ নামের রাবীকে চিনতে সক্ষম হবে। রাবীর পরিচয় জানার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া এই কিতাবটিতে কুতুবে সিত্তাহ্র রাবীদের জীবনী একত্রিত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিজন রাবীর শিক্ষক এবং ছাত্রমণ্ডলী যাদের নাম কুতুব সিত্তাহ-এ উল্লেখিত হয়েছে, তাদের বিস্তারিত পরিচয় এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে ইমাম মিয্যী (রহঃ) জারাহ-তা'দীলের ইমামদের মন্তব্য এবং মতভেদের স্থানে প্রাধান্যযোগ্য মতটিও উল্লেখ করেছেন। তাই গবেষকের জন্য আবশ্যক হ'ল উক্ত কিতাবে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত মন্ত ব্যগুলিকে একত্রিত করা অতঃপর তার উপর গবেষণা চালিয়ে পরস্পর তুলনার মাধ্যমে কাংখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

আর হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর কিতাবটি (তাহযীবুত তাহযীব) মূলতঃ 'তাহযীবুল কামাল'-এরই সারসংক্ষেপ।

প্রশ্ন : বর্তমান সময় হাদীছের উপর ছহীহ ও যঈফ হুকুম প্রদান করার ব্যাপারে হাদীছ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছাত্রদের মধ্যে

ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? আর হাদীছের উপর হুকুম প্রদানে এমন কোন নীতি রয়েছে যা তালেবে ইলমদের অনুসরণ করা উচিৎ?

উত্তর : তাদের জন্য উচিত প্রথমে গবেষণার সকল উপকরণ পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করা। তবে গবেষণার যোগ্যতা অর্জন সত্ত্বেও সরাসরি কোন কিতাবে সে হুকুমটি লিপিবদ্ধ করা যাবে না, যতক্ষণ না হুকুমটি প্রদানের যথার্থতা-অযথার্থতা সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে। আর স্বভাবতই মানুষ যখন পূর্বসূরীদের কর্মসমূহ লক্ষ্য না করে কোন কাজ করে তখন সে ভুলের মধ্যে নিপতিত হয়। সুতরাং এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ইমাম ও মুহাদ্দিছগণ কী বলেছেন, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বিশেষ করে যে সকল হাদীছে হুকুম আরোপের ব্যাপারে মতনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি ভালভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। তারপর যে ফলাফল প্রকাশ পাবে তার ভিত্তিতেই হুকুম আরোপ করবে। পক্ষান্তরে কিছু পরিভাষা শিখে ও সামান্য কিছু বই-পুস্তক পড়ে তার ভিত্তিতে মানুষের সামনে কিছু প্রকাশ করলে তা ভালোর পরিবর্তে মন্দই বয়ে আনবে।

প্রশ্ন : কিছু কিছু নামধারী আলেম ছহীহ বুখারী ও মুসলিমকে নিয়ে সমালোচনা করে। তারা এই দাবী করে যে, এগুলির মধ্যে কিছু 'মুআল্লাক' হাদীছ রয়েছে (এমন হাদীছ যার সনদের শুরু থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে) এবং কিছু শায হাদীছ রয়েছে (অধিকতর অগ্রাধিকার যোগ্য রাবীর বর্ণনার বিপরীতে কোন ছিকাহ রাবীর হাদীছ)। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

উত্তর : এটি একটি জ্ঞানহীন কথা। আব্দুল গণী আল-মাকদাসী যেভাবে বলেছেন আমিও সেভাবে বলতে চাই যে, যদি কোন ব্যক্তি এভাবে শপথ করে যে, যদি বুখারী শরীফের সকল হাদীছ (মুসনাদসমূহ) ছহীহ হয়, তাহ'লে তালাক, তবে তালাক পতিত হবে না। কেননা নিঃসন্দেহে ইমাম যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলি ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন। অতএব যে সমস্ত হাদীছকে তিনি এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলি তাঁর মতে ছহীহ। কিন্তু পরবর্তী যুগের বিদ্বানরা যখন আসলেন, তখন তারা কয়েকটি হাদীছের ব্যাপারে ইজতিহাদী মতনৈক্য ও সমালোচনা করেছেন।

আমার মতে, ছাত্ররা যখন ছহীহ বুখারীর কোন হাদীছ দেখে তখন তারা যেন হাদীছটির হুকুম ইমাম বুখারীর প্রতিই সমর্পণ করে। কেননা তাঁর প্রতি হাদীছটিতে সম্বন্ধিত করা হাদীছটি ছহীহ হওয়ারই ইঙ্গিতবাহী। আর ছহীহ বুখারীর ব্যাপারে যে সকল সমালোচনা করা হয়েছে, তা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে করা হয়নি। যেমন ফাতহুল বারীর ভূমিকা পড়লে দেখা যায়, যে সকল হাদীছের ব্যাপারে দূর্বলতার অভিযোগ তোলা হয়েছে বা তার রাবীদের ব্যাপারে সমালোচনা করা করেছে, তার বিরুদ্ধে ইবনু হাজার আসক্বালানী কেমন যথার্থভাবে জবাব দিয়েছেন এবং ইমাম বুখারীর অবস্থানের সঠিকতা প্রমাণ করেছেন।

হ্যাঁ! এটা ঠিক যে, ইমাম বুখারী নিজেই কখনো মারফূ' হাদীছ বর্ণনা করেছেন, অতঃপর মওকূফ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যাতে করে একথা বুঝা যায় যে, মওকূফ হাদীছটিই তাঁর দৃষ্টিতে সঠিক। এই গ্রন্থে তাঁর এমন বহু ইজতিহাদ রয়েছে যা মানুষের জন্য জানা আবশ্যক। যাইহোক আমি বলব যেমনভাবে ওলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহ্র কিতাবের পর ছহীহ বুখারীর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই।

ছহীহ মুসলিম অবশ্য ছহীহ বুখারীর তুলনায় কিছুটা নিম্ন পর্যায়ের। তবে তিনিও মূলগতভাবে এতে ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য মুতাবাআ'তের ক্ষেত্রে শর্ত কিছুটা শিথিল করেছেন। অর্থাৎ কোন হাদীছ ছহীহ সূত্রে বর্ণনা করার পর উক্ত হাদীছটির যদি আরও দুই, তিন, চারটি সনদ নিয়ে আসেন এবং এর মধ্যে যদি কোনটিতে কিছুটা দুর্বলতা থাকে, তবে তিনি হাদীছটি মুতাবাআত বা শাওয়াহেদ (সহযোগী সূত্র) হিসাবে নিয়ে আসেন। বিষয়টি ইমাম মুসলিম নিজেই উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন : যে সকল রাবীর ব্যাপারে জারাহ ও তা'দীল বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিছগণ কিছু বলেননি, তাদের ব্যাপারে আপনার মত কী?

উত্তর : যাদের ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ কোন মন্তব্য করেননি, তাদের বর্ণিত হাদীছসমূহকে তীক্ষ্ণভাবে যাচাই-বাছাই করতে হবে, বিশেষত যে সকল হাদীছ মুসনাদ আহমাদে এসেছে। যদি কোন রাবী এমন দেখা যায় যে কেউ তার সম্পর্কে মন্ত ব্য করেননি। কিন্তু ৩/৪ জনের অধিক রাবী তার নিকট থেকে বর্ণনা করেছে এবং কোন আপত্তিকর কিছু বর্ণনা করেনি; তবে সেক্ষেত্রে তার হাদীছকে আমরা দলীলযোগ্য হিসাবে গণ্য করব, যদি না তা কোন ছহীহ হাদীছের বিরোধী হয়।

প্রশ্ন : যে সকল রাবীদের ব্যাপারে জারাহ ও তা'দীল বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিছগণের মতভেদ রয়েছে, তাদের ব্যাপারে আপনার মত কী?

উত্তর : যেমনটা আমরা জারাহ ও তা'দীলের গ্রন্থসমূহে পেয়েছি যে, সংশ্লিষ্ট মুহাদ্দিছগণের কেউ হ'লেন কঠোর, আবার কেউ হ'লেন শিথিলতা অবলম্বনকারী। অপরপক্ষে একজন রাবী যতই শক্তিশালী হননা কেন, এমনকি তার সূত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছ গ্রহণ করলেও দেখা যায় যে, কোন কোন হাদীছ বর্ণনায় উক্ত রাবীর ব্যাপারে আপত্তি থাকে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পক্ষেই নিরেটভাবে সমালোচনামুক্ত থাকা সম্ভব নয়। এজন্য ইমাম শাফেঈ বলতেন যে, আমাদের কাছে একজন ছিকাহ রাবী হ'লেন তিনি, যার বর্ণনায় ভুল কম হয় এবং সঠিকটা বেশী হয়; আর যঈফ রাবী হ'লেন তিনি, যার বর্ণনায় ভুল বেশী হয়, সঠিক কম হয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই আমি চলি। এর বিস্তারিত পাবেন 'তাহরীরুত তাক্বরীব' গ্রন্থে। যার কারণে আমি যখন

দেখি যে কোন রাবীর ব্যাপারে অধিকাংশ জারাহ-তা'দীল বিশেষজ্ঞগণ যখন 'ছিকাহ' মন্তব্য করছেন, তখন যদি ইবনু হাজার আসক্বালানী 'ছাদূক' মন্তব্য করেন; আমি ইবনু হাজারের বক্তব্য পরিত্যাগ করেছি এবং ধরে নিয়েছি যে এ ক্ষেত্রে ইবনু হাজারের সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে।

প্রশ্ন : ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু পরামর্শ কামনা করছি।

উত্তর : প্রত্যেক ছাত্রের জন্য এটা জানা আবশ্যক যে, হাদীছ হ'ল ইসলামী শরী'আতের মূল সূত্রগুলোর একটি, যার উপর মুজতাহিদগণ নির্ভর করেন। তাদের শারঈ জ্ঞানের প্রথম উৎস হ'ল কুরআন, এরপর সুন্নাত, তথা হাদীছ; এরপর ইজমা ও কিয়াস। সকল ইমাম নির্বিশেষে এই ক্রমধারা বর্ণনা করেছেন। অতএব একজন ফক্বীহকে একাধারে একজন মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির এবং উছূলবিদ হওয়া আবশ্যক; যার দ্বারা তিনি শরী'আতের মৌলিক চারটি উছূলসহ অন্যান্য উছূলসমূহ থেকে উপকৃত হ'তে পারেন। সুতরাং শরী'আতের কোন বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা এবং ছাহাবীদের ব্যাখ্যা ও আমল না জেনে শুধু এককভাবে হাদীছের ইবারতের উপর নির্ভরশীল হওয়া সঠিক নয়। আর এ বিষয়ে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক এবং সুনান সাঈদ ইবনু মানছূর বিশেষভাবে দেখা যেতে পারে। কেনেনা এ তিনটি গ্রন্থে হাদীছ উল্লেখ করার সাথে সাথে ছাহাবী এবং তাবেঈদের মন্তব্যও যুক্ত করা হয়েছে।

সবশেষে আমি দো'আ করি আল্লাহ আপনাদের প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন ও দীর্ঘ হায়াত দান করুন। আপনাদের সাথে এই সাক্ষাতে আমি খুশী হয়েছি। আপনাদের সার্বিক সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করছি...।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসা

বাঁকাল, (বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন), সাতক্ষীরা। মোবাইল: ০১৭১০৬১৯১৯১, ০১৭১৬১৫০৯৫৩

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু : ১লা ডিসেম্বর হতে ৩০শে ডিসেম্বর'১৮।
ভর্তি পরীক্ষা : ৩১শে ডিসেম্বর '১৮ সোমবার সকাল ১০-টা।
ক্লাস শুরু : ০১লা জানুয়ারী ২০১৯ মঙ্গলবার।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যাসহ পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- প্রতি বৎসর দাখিল পরীক্ষায় অধিকহারে জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল ছাত্রের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণ পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- বিনা অনুমতিতে কোন আবাসিক ছাত্র হল ত্যাগ করলে তার ভর্তি বাতিল হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ফি ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।
- বোর্ডিং ফি প্রতি মাসে ১,২০০/- (এক হাযার দুইশত) টাকা।

দারুল হাদীছ একাডেমী

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য শিক্ষা

বাংলাবাজার, ইব্রাহীম ব্রীজ, ফতুলা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৮১৮-৫৯৭০০৯, ০১৭১৭-৮৩৩৬৫২, ০১৬২৩-৮৬৪২৮৮।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী। পর্যায়ক্রমে দাখিল পর্যন্ত

ভর্তি শুরু : ২০শে ডিসেম্বর'১৮
ক্লাশ শুরু : ৪ঠা জানুয়ারী'১৯

আমাদের সেবাসমূহ

১. সমগ্র ক্যাম্পাস সি.সি. ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
২. পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা।
৩. মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন।
৪. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, স্কুল বোর্ড, ইংলিশ মিডিয়াম ও মদীনা ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন সিলেবাসের সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন।
৫. বছরে তিনটি সেমিস্টারসহ ক্লাস টেস্ট, Monthly টেস্ট এবং মডেল টেস্টের ব্যবস্থা।
৬. ছাত্রদের জ্ঞান বিকশিত করার জন্য আধুনিক পাঠাগারের ব্যবস্থা।
৭. প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য খাট ও পৃথক চেয়ার-টেবিলসহ আকর্ষণীয় থাকার রুম।
৮. আবাসিক ছাত্রদের শিক্ষকের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়।
৯. সাপ্তাহিক আঞ্জুমানের মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী সংগীত, হাদীছ পাঠ ও বিভিন্ন বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজী, আরবী) বক্তব্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ষড়রিপু সমাচার

--লিলবর আল-বারাদী

(৩য় কিস্তি)

তিন. লোভ রিপু :

লোভ হ'ল লিপ্সা বা কাম্য বস্তু লাভের প্রবল ইচ্ছা। বিনা লোভে কোন কাজও হয়না আবার লোভ নেই এমন মানুষও নেই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যত কাজকর্ম রয়েছে তার প্রতিটির পেছনে নিহীত রয়েছে লোভ। বিনা লোভে পৃথিবীতে কিছুই হয় না। লোভ আছে বলেই মানুষের বেঁচে থাকার স্পৃহা আছে, জাগতিক ও পারলৌকিক আশা-আকাংখা তথা অভিপ্রেত অনুভূতি আছে।

তবে লোভের রকমফের রয়েছে। কথায় বলে, 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট'। আসলে অতি লোভের পরিণাম হিসাবে আসে পাপ। পৃথিবীতে মানুষ যে লোমহর্ষক কর্মকাণ্ড করছে তার মূলে রয়েছে অতি লোভ।

লোভকে বাস্তবায়ন বা চরিতার্থ করার জন্য মানুষ যে কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করতে পারে। অতি লোভ মানুষকে পাপের সমুদ্রে অবগাহন করিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। বিশেষ করে নারীর লোভ, অর্থ সম্পদের লোভ, সুনাম অর্জনের লোভ ও নেতৃত্বের লোভ ইত্যাদি। লোভই মানুষের জীবনকে চরম ও ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। তখনই লোভ মানব জীবনের বড় রিপু বলে বিবেচিত হয়। আর পাপের পরিণতি মৃত্যু। প্রবাদ রয়েছে, 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'।

মানুষ যখন লোভের বশীভূত হয়ে পড়ে তখন তার মানবতা, বিবেক, সুবুদ্ধি লোপ পায়। সে স্বপচারী হয়ে কল্পনার বিশাল রাজ্যের রাজা হয়ে লোভান্ধ হয়। তখনই সে লোভের কলংকিত কালিমায় নিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং সমূহ বিপদ ও ভয়াল সর্বনাশ তাকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু এ লোভকে সংবরণ করে, সংযম করে বা নিয়ন্ত্রণ করে হিতাহিত বোধকে জাগ্রত করে তার জীবন ও জগতের কল্যাণ বিবেচনা করে কাজ চালাতে পারলে সে লোভ তাকে নিতান্ত সুখ স্বর্গে নিক্ষেপ করে। নিয়ন্ত্রিত লোভ পৃথিবীকে সাজিয়ে দিতে পারে অনাবিল আরাম আর কল্যাণময় উন্নতির পুষ্প বাগানে।

লোভ মানুষকে ধ্বংসের দিকে আহ্বান করে। লোভ-লালসা মানুষের অন্তরের মারাত্মক ব্যাধি। সীমাহীন লোভ-লালসা মানুষকে তার সামর্থ্যের বাইরে ঠেলে দেয়। তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ করে তাকে দুর্নীতি ও পাপের পথে পরিচালিত করে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, জবরদখল, ঘুষ-দুর্নীতি, মারামারি, হানাহানি, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, অপহরণ, গুম, খুনখারাবিসহ অধিকাংশ সামাজিক অনাচার বা বিপর্যয়ের পেছনে লোভ-লালসার বিরাট প্রভাব রয়েছে। লোভীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 'তুমি তাদেরকে দীর্ঘ জীবনের ব্যাপারে অন্যদের চাইতে অধিক আকাংখী পাবে এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যেন সে হাযার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। বস্তুতঃ তারা যা করে, সবই আল্লাহ দেখেন' *(বাক্বারাহ ২/৯৬)*।

ক. অর্থ-সম্পদের লোভ : লোভ মানুষের স্বভাব জাত একটি বৈশিষ্ট্য। অধিক পাওয়ার আকাংখাকে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ উপার্জনের আশা ব্যক্ত করা এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। প্রত্যেক বান্দার জন্য আল্লাহ রিযিক বণ্টন করে দিয়েছেন। যা থেকে কমবেশী করা হবে না। অতএব পরিমিত ও প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর আরও বেশী পাওয়ার আকাংখাকে দমন করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ-حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ 'অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও' *(তাকাছুর ১০২/১-২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারকে পরিমিত রিযিক দান কর'।[১]

অতএব হে লোভী! যখন তুমি মালের পেছনে জীবন শেষ করলে, তখন আখেরাতের জন্য তুমি কখন সময় দিবে? অথচ আল্লাহ বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِى أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلأْتُ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। তাহ'লে আমি তোমার অন্তর প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। আর যদি তা না কর তাহ'লে তোমার দু'হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করব না'।[২]

কবি বলেন, وَلاَ تَحْسَبَنَّ الْفَقْرَ مِنْ فَقْرِ الْغِنَى + وَلَكِنْ فَقْرُ الدِّيْنِ مِنْ أَعْظَمِ الْفَقْرِ 'সচ্ছলতা হারানোকে দরিদ্রতা ভেবো

১. *বুখারী হা/৬৪৬০; মুসলিম হা/১০৫৫; মিশকাত হা/৫১৬৪।*
২. *ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; আহমাদ হা/৮৬৮১; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৬৬; মিশকাত হা/৫১৭২।*

না। বরং দ্বীন হারানোই হ'ল সবচেয়ে বড় দরিদ্রতা'।[৩] নিঃসন্দেহে মালের লোভ সকল শত্রুর চেয়ে বড় শত্রু। যা মানুষকে সর্বদা ব্যস্ত রাখে। অথচ তা তার নিজের কোন কাজে লাগে না। যা তাকে আখেরাতের কাজ থেকে বিরত রাখে। অথচ যেটা ছিল তার নিজের জন্য। কেননা অতিরিক্ত যে মাল জমা করার জন্য সে দিন-রাত দৌড়ঝাঁপ করছে, তা সবই সে ফেলে যাবে। কিছুই সাথে নিতে পারবে না, তার নিজস্ব নেক আমলটুকু ব্যতীত। অথচ সে আমল করার মত ফুরছত তার নেই। কবি হুসাইন বিন আব্দুর রহমান বলেন, الْمَالُ عِنْدَكَ مَخْزُوْنٌ لِوَارِثِهِ + مَا الْمَالُ مَالُكَ اِلاَّ يَوْمَ تُنْفِقُهُ 'মাল তোমার কাছে জমা থাকে তার ওয়ারিছদের জন্য। আর ঐ মাল তোমার নয়, যতক্ষণ না তুমি তা (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করবে'।[৪] অতএব লোভ হ'ল দু'প্রকারের। ক্ষতিকর লোভ (فاجع حـــرص) যা তাকে আখেরাত থেকে ফিরিয়ে দুনিয়ার কাজে লিপ্ত রাখে। আর কল্যাণকর লোভ (نـــافع حرص), যা তাকে আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে আকৃষ্ট করে ও সেদিকেই ব্যস্ত রাখে।

মালের লোভ হ'ল, যা অবৈধ ও হারাম পথে উপার্জনে প্ররোচিত করে। এটাকে الشُّحُّ বা কৃপণতা বলে। যা নিন্দিত। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'যে ব্যক্তি হৃদয়ের কৃপণতা থেকে বাঁচল, সে সফলকাম হ'ল' *(হাশর ৫৯/৯)*। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا 'তোমরা কৃপণতা হ'তে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে। এ বস্তু তাদের বলেছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে, তখন সে তা করেছে। তাদের বখীলী করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন সে তা করেছে। তাদের পাপ করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন সে তা করেছে'।[৫] জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ...'এ বস্তু তাদেরকে রক্ত প্রবাহিত করতে প্ররোচিত করে (তখন তারা সেটা করে) এবং তারা হারামকে হালাল করে'।[৬] একদল বিদ্বান বলেন, الشُّحُّ বা কৃপণতা হ'ল الشـــديد الحـــرص 'কঠিন লোভ'। যা তাকে বৈধ অধিকার ছাড়াই তা নিতে প্ররোচিত করে। যেমন অন্যের মাল অবৈধ ভাবে নেওয়া, অন্যের অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা। অন্যের ইযযতের উপর হামলা করা ইত্যাদি।[৭]

কৃপন ব্যক্তি সমাজে বেপরওয়া হয়ে চলা ফেরা করে। সর্বদা উত্তমকে অধম ভেবে সন্দিহানের মধ্যে পতিত থাকে এবং পরিশেষে পতন ঘটে মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى- وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى - وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى- 'আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না' *(লায়ল ৯২/৮-১১)*।

আর এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, যদি বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের পরও মানুষের মনে তৃপ্তি না আসে, তাহ'লে বুঝতে হবে তার মনে লোভ বাসা বেঁধেছে। তাই বৈধ ও অবৈধ কোন ভাবেই মালের লোভ করা যাবে না। লোভী ব্যক্তি নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। হাতে যা আছে তাতে সুখী না থেকে অন্যায়ভাবে আরও বেশী কিছু পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার আকাংখা ও অন্যের ব্যস্ত আত্মসাৎ করার প্রবণতা ইসলাম সম্মত নয়। লোভাতুর দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির জীবনে কখনো শান্তি আসতে পারে না। লোভের বশবর্তী হয়ে কিছু মানুষ ধর্ম-কর্ম ভুলে নিজের জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। লোভ-লালসা মানুষকে অন্ধ করে তার বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য বিচারের ক্ষমতা নির্মূল করে ফেলে। তাই লোভ মানুষের চরম শত্রু জীবনের বিনাশ সাধনই এর কাজ। লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণ ও দমন করতেই হবে, নইলে মানুষের নৈতিকতার বিকাশ, সৎ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করা সম্ভব হবে না।

খ. নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও মর্যাদার লোভ : প্রত্যেক লোভাতুর ব্যক্তি মাল অর্জনের সাথে সাথে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব অর্জনে লোভী হয়ে উঠে। যার ফলশ্রুতিতে পরিশেষে মান-মর্যাদা ও সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠায় হয়ে উঠে লাগামহীন লোভী। অথচ একজন মুমিন বান্দা কখনো অন্যের সম্পদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিতে পারে না। ধন-সম্পদ আহরণ দোষের হয় তখন, যখন অন্যের সম্পদের ওপর লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় এবং অবৈধ উপায়ে তা হস্তগত করার প্রচেষ্টা করা হয়। ধন-

৩. *ইবনু রজব হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হিঃ), মাজমূ 'রাসায়েল ৬৫ পৃ.।*
৪. *খতীব বাগদাদী, কিতাবুল বুখালা ২২২ পৃ.।*
৫. *আবুদাঊদ হা/১৬৯৮।*
৬. *মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।*
৭. *দরসে হাদীছ : মাল ও মর্যাদার লোভ দ্বীনের জন্য নেকড়ে স্বরূপ, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আত-তাহরীক, ১৯তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা মার্চ ২০১৬।*

সম্পদ, মান-মর্যাদা ও খ্যাতি-সম্মান অর্জনের লোভাতুর মানুষ দ্বীনের জন্যে ধ্বংস মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِى غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ হযরত কা'ব বিন মালেক আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসকর নয়, যত না বেশী মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য ধ্বংসকর।[৮] লোভাতুর ব্যক্তি কখনো পরোপকার বা জনকল্যাণকর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয় না। লোভ-লালসা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, পদমর্যাদা, প্রসিদ্ধি ও সুখ্যাতি অর্জনের প্রবল লোভ মানব চরিত্র গঠন ও সংশোধনের পথে বিরাট অন্তরায়। এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা আকাংখা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একে অপরের প্রতি শ্রেষ্ঠ্যত্ব দান করেছেন' *(নিসা ৪/৩২)*।

শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি মওকূফ হাদীছ। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় তিনি অনবরত কাঁদছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবু ইয়া'লা, আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর যে জিনিসের ভয় করছি তা হ'ল অবচেতন মনের মাঝে লালিত সুপ্তবাসনা (নেতৃত্বের লোভ) এবং স্পষ্টভাবে লোক দেখানো কাজ। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তোমাদের নেতাদের পক্ষ থেকে ব্যতীত কিছুই দেওয়া হবে না। তারা এমন যে, ভাল কাজের আদেশ দিলেও তা পালিত হয়, আবার মন্দ কাজের আদেশ দিলেও তা পালিত হয়। আর মুনাফিকের অবস্থা কী? মুনাফিক তো আসলে সেই উটের মত, যাকে গলায় রশি পেঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে ফলে রশিতে ফাঁস লেগে সে মারা গেছে। মুনাফিক কখনই মুনাফিকীর ক্ষতি হ'তে নিজকে রক্ষা করতে পারবে না।[৯]

মানুষ একটি সংঘবদ্ধ জীব। তাদের নানামুখী প্রয়োজন পূরণে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন রয়েছে। আর সংঘবদ্ধ হ'লেই সেখানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন নেতা থাকা আবশ্যক। সুতরাং এই সংঘবদ্ধ জীবন যাপনে কেউ না কেউ নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব করবে। যা শারঈ বিধান অনুসারে পরিচালিত হতে হবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ 'যখন তিন জন ব্যক্তি সফরে বের হবে, তখন যেন তারা তাদের কোন একজনকে আমীর বা দলনেতা বানিয়ে নেয়'।[১০] আবার এই নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া শরীয়ত সম্মত নয় মর্মে হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، 'আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আব্দুর রহমান, তুমি কখনো নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা তুমি যদি চেয়ে নিয়ে তা লাভ কর, তাহ'লে তোমাকে ঐ দায়িত্বের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে (অর্থাৎ তুমি দায়িত্ব পালনে হিমশিম খাবে, কিন্তু কোন সহযোগিতা পাবে না)। আর না চাইতেই যদি তা পাও তাহ'লে তুমি সেজন্য সাহায্যপ্রাপ্ত হবে'।[১১]

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। আমার সাথে ছিল আশ'আরী গোত্রের দু'জন লোক। তাদের একজন ছিল আমার ডানে এবং অন্যজন ছিল আমার বামে। তারা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কার্যভার চেয়ে বসল। নবী করীম (ছাঃ) সে সময় মেসওয়াক করছিলেন। আমি তাঁর ঠোঁটের নিচে মেসওয়াক কীভাবে রয়েছে আর ঠোঁট সঙ্কুচিত হয়ে আসছে সে দৃশ্য এখনো যেন দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, হে আবু মূসা বা হে আব্দুল্লাহ বিন কায়েস! ব্যাপার কি? ওদের কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তার শপথ, তারা দু'জন যেমন তাদের মনের কথা আমাকে জানায়নি তেমনি এখানে এসে তারা যে কার্যভার চেয়ে বসবে তাও আমি বুঝতে পারিনি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যেসব পদ আমাদের রয়েছে তা যে চেয়ে নেয় আমরা কখনই তাকে সে পদে নিযুক্ত করব না। তবে হে আবু মূসা, আব্দুল্লাহ

৮. তিরমিযী হা/২৩৭৬; মিশকাত হা/৫১৮১।

৯. ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্দ, পৃ. ১৬।
১০. আবুদাঊদ হা/২৬০৮, আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।
১১. বুখারী হা/৭১৪৭; মুসলিম হা/১৬৫২।

ইবনু কায়েস! তুমি (অমুক পদে দায়িত্ব পালনের জন্য) যাও। তারপর তিনি তাঁকে ইয়ামান প্রদেশের শাসক করে পাঠালেন।[১২]

মানুষ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পেয়ে নানা ধরনের সুবিধা ভোগ করে, যা ক্বিয়ামতের দিন লজ্জাজনক ও গর্হিত কাজে পরিণত হবে মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য খুব আগ্রহী হবে। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন তা লজ্জা (ও আফসোসের) কারণ হবে। দুধদানকারী হিসাবে (ক্ষমতার দিনগুলোতে নানান সুযোগ সুবিধা ভোগের দিক দিয়ে) ক্ষমতা কতই না ভাল। কিন্তু ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি কতই না নিকৃষ্ট পরিণামবহ'।[১৩] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ক্ষমতা দুধদানকারী পশুতুল্য। কারণ ক্ষমতা থাকলে পদ, পদবী, সম্পদ, হুকুমজারী, নানা রকম ভোগ-বিলাসিতা ও মানসিক তৃপ্তি অর্জিত হয়। কিন্তু মৃত্যু কিংবা অন্য কোন কারণে ক্ষমতা যখন চলে যায়, তখন আর তা মোটেও সুখকর থাকে না। বিশেষত আখেরাতে যখন এজন্য নানা ভীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হ'তে হবে তখন ক্ষমতা মহাজ্বালা হয়ে দেখা দিবে'।[১৪]

বর্তমানে ছাত্রদের মধ্যে এই ক্ষমতা লিপ্সা অর্থাৎ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের লোভ পাগল করে দিয়েছে। শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্য হয়ে গেছে দুনিয়ার মোহগ্রস্থ ক্ষমতা লোভী। এই ক্ষমতার জন্য তারা নানা রকম চেষ্টা-তদবির করে; তাতেই মানুষ বোঝে যে এরা ক্ষমতাপ্রত্যাশী। তারপর তাদের কারো কপালে ক্ষমতা জোটে, আবার কারো জোটে না। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, مَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً 'যারা দুনিয়া পেতে চায় তাদের মধ্যে আমি যাকে ইচ্ছা করি দুনিয়ার সম্পদ থেকে আমার ইচ্ছামাফিক তা দ্রুত দিয়ে দেই। তারপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রাখি। যেখানে সে প্রবেশ করবে একান্ত নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায়' *(ইসরাঈল ১৭/১৮)*। বোকাদের সাথে তর্ক, আলেমে দ্বীন ব্যক্তিদের সাথে প্রতিযোগিতা ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে সর্বদা ব্যস্ত হবে তাকে মহান আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ 'বোকাদের সঙ্গে বিতর্ক করা কিংবা আলেমদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কিংবা জনগণের দৃষ্টি নিজের দিকে ফেরানোর মানসে যে বিদ্যা অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন'।[১৫] ক্ষমতার লোভ মানুষকে উদগ্র নেশাগ্রস্থ করে তোলে। এসম্পর্কে ইবনু রজব বলেছেন, 'জেনে রাখ, মান-মর্যাদার লোভ মহাক্ষতি ডেকে আনে। মর্যাদা লাভের আগে তা অর্জনের পথ-পদ্ধতি বা কলাকৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষ অনেক হীন ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। আবার মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে অন্যের উপর নিপীড়ন, ক্ষমতা প্রদর্শন, দাম্ভিকতা দেখানো ইত্যাদি ক্ষতিকর জিনিসের উদগ্র নেশায় পেয়ে বসে।[১৬]

দুনিয়া লাভের আকাংখাকে অগ্রাধিকার দিলে আখেরাত লাভের আকাংখা ক্ষীণ হয়। যার ফলে সে আখেরাতকে হারায়। এ সম্পর্কে মহান আলস্নাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 'যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি ইহকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার মর্যাদা সন্ধান করে, সে কেবল সেটাই পায়। কিন্তু আখেরাত হারায়। কেননা দু'টি বস্তু কখনো এক সাথে অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব সৌভাগ্যবান সেই, যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী মর্যাদাকে ক্ষণস্থায়ীর উপর প্রাধান্য দেয়। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى 'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসবে, সে তার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে ভালবাসবে, সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতএব তোমরা ধ্বংসশীল বস্তুর উপরে চিরস্থায়ী বস্তুকে অগ্রাধিকার দাও'।[১৭]

গ. লোভ দমনে করণীয় :

দুনিয়ার লোভ দমন করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে।

---

১২. মুসলিম হা/১৮২৪।
১৩. বুখারী হা/৭১৪৮।
১৪. ফাতহুল বারী ১৩/১২৬।

১৫. তিরমিযী হা/২৬৫৪; আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২৫ পৃ.; ঈষৎ পরিবর্তনসহ দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ের হাদীছের ব্যাখ্যা ৪৭-৫৩ পৃ.।
১৬. তিরমিযী হা/২৬৫৪; আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২৫ পৃ.; ঈষৎ পরিবর্তনসহ দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ের হাদীছের ব্যাখ্যা ৩২ পৃ.।
১৭. আহমাদ হা/১৯৭১২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২৪৭; মিশকাত হা/৫১৭৯।

১. ঐসব কর্তৃত্বশীল লোকদের মন্দ পরিণতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া, যারা আখেরাতের হক্ব আদায় করেনি। ফলে তারা আল্লাহ্র রহমত ও মানুষের দো'আ থেকে চিরবঞ্চিত হয়েছে। বিগত যুগের ও বর্তমান যুগের দুষ্ট নেতারা এর বাস্তব উদাহরণ।

২. মিথ্যাবাদী, অহংকারী ও যালেমদের উপর আল্লাহ প্রতিশোধ থেকে শিক্ষা নেওয়া।

৩. বিনয়ী ব্যক্তিদের প্রতি দুনিয়াতে আল্লাহ পুরস্কার এবং আখেরাতে তাদের উচ্চ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

৪. আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তিদের পবিত্র জীবন ও দুনিয়াবী মর্যাদা থেকে উদ্বুদ্ধ হওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 'পুরুষ হৌক নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*। বস্তুতঃ পবিত্র জীবন লাভ করাই হ'ল দুনিয়াতে আল্লাহ্র দেওয়া সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এছাড়া আখেরাতের অতুলনীয় পুরস্কার তো আছেই। যা চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শোনেনি এবং হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি।[১৮] নিঃসন্দেহে আলেম যখন তার ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করবে তখন সবাই তাকে ভয় করবে। আর যখন তার দ্বারা সে মাল বৃদ্ধি কামনা করবে, তখন সে অন্যকে ভয় করবে। অতএব সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে। আর আল্লাহ্র অনুগত বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'সকল সম্মান আল্লাহ্র জন্য, তার রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু কপট বিশ্বাসীরা তা জানে না' *(মুনাফিকূন ৬৩/৮)*। লোভাতুর ব্যক্তির ক্ষতিকর দিক থেকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রত্যেক মানুষের প্রবৃত্তি পরায়ণতাকে উসকে দেয়। বিলাসিতার প্রতি তার অন্তর ধাবিত হয়। কখনো কখনো হালাল আয়ের সীমা অতিক্রম করে সে সন্দেহযুক্ত আয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। এমনকি যুক্তি দিয়ে হারামকে হালাল করে। যার ফলে সে আল্লাহ থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মাল ও সম্পদ কামনার বিষয়ে চার ধরনের মানুষ রয়েছে। (১) যারা আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে মানুষের উপর কর্তৃত্ব চায় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। যেমন দুষ্টমতি রাজা-বাদশা ও সমাজনেতারা। (২) যারা কর্তৃত্ব কামনা ছাড়াই সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যেমন চোর-বাটপার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা (৩) যারা বিশৃংখলা ছাড়াই কেবল কর্তৃত্ব চায়। যেমন ঐসব দ্বীনদার লোক যারা দ্বীনের মাধ্যমে সমাজের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে। (৪) জান্নাতীগণ। যারা সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব চায় না ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না।[১৯]

এক্ষণে সম্পদ ও কর্তৃত্ব যদি আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলে ব্যয়িত হয়, তবে সেটাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে। আর যদি তা না থাকে, তাহ'লে তা হয় সমাজের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। যেটাকে হাদীছে ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল দেখেন না। তিনি দেখেন তোমাদের হৃদয় ও কর্ম'।[২০]

এক্ষণে যে ব্যক্তি জিহাদ ও ক্ষমতার মাধ্যমে দ্বীন কায়েমে ব্যর্থ হবে, সে ব্যক্তি উপদেশের মাধ্যমে ও আল্লাহ্র নিকট দো'আর মাধ্যমে সেটা করবে। সর্বোপরি সে তার সর্বোচ্চ সাধ্য মতে আল্লাহ্র আনুগত্য করে যাবে।

পরিশেষে বলতে হয়, মহান আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন প্রকার চ্যালেঞ্জ চলেনা। আমরা যতই কুট কৌশল করে হারামকে হালাল বানানোর পথকে সুগম করি না কেন, আল্লাহ হ'লেন সর্বত্তোম সুকৌশলী। লোভ রিপুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাগিয়ে অবাধ বিশৃংখলা থেকে বিরত রাখার মধ্যেই রয়েছে প্রতিবিধান। চরিত্রের উত্তম গুণাবলী দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে লোভ রিপুর প্রতিরোধ গড়ে তোলতে হবে। রিপুর তাবেদারী মানুষকে ইহকালিন শান্তি ও পরোকালিন মুক্তি দিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষকে সোচ্চার হ'তে হবে লোভ রিপুর বিপরীতে। সকলের মাঝে আল্লাহভীতি ও স্ব স্ব মূল্যবোধের ধারনা দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নচেৎ আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

সুতরাং লোভ রিপু মানুষের জন্যে এক চরম শত্রু। পারিপার্শ্বিক ও বহিঃজগতের যেকোন শত্রু এর কাছে হার মানতে বাধ্য। জাগতিক জীবনে যারা এ লোভ রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইহলৌকিক জীবনে লাভ করেছে সুখ, সমৃদ্ধি ও আদর্শ সংসার জীবন। লোভ রিপু প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে থাকতে হবে কিন্তু তা হবে নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত রিপু ঔষুধের মত কাজ করে এবং তা যথাস্থানে প্রয়োগ করে থাকে। আর অনিয়ন্ত্রিত রিপু নিশা জাতীয় দ্রব্যের মত মাতাল করে এবং তা অপচয় করে ও অপাত্রে প্রয়োগের ফলে ক্রিয়া না করে প্রতিক্রিয়াতে পরিণত হয়। সুতরাং হে মানব সমাজ! রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করো, সুখী-সমৃদ্ধি জীবন গড়ো।

(ক্রমশ)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

১৮. বুখারী হা/৩২৪৪; মুসলিম হা/২৮২৪; মিশকাত হা/৫৬১২।

১৯. ইবনু তায়মিয়াহ, আস-সিয়াসাতুশ শারঈয়াহ ২১৭-১৯ পৃ.।

২০. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৫৩১৪।

তওবা

-নাজমুন নাঈম

তওবা মু'মিন জীবনের একটি অপরিহার্য বিষয়। তওবা ভুলেন কাফফরা স্বরুপ। ভুল বা পাপ হয়ে গেলে তওবা করতে হয়। সুন্দর মানুষে পরিণত হওয়ার জন্য তওবার বিকল্প নেই। আর বনু আদম তো ভুল করবেই এটাই স্বাভাবিক। কেননা, আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) ভুল করেছিলেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَىْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَنْ هَؤُلاَءِ قَالَ هَؤُلاَءِ ذُرِّيَّتُكَ فَرَأَى رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ. فَقَالَ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَىْ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعِينَ سَنَةً. فَلَمَّا انْقَضَى عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ قَالَ فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِىَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তার পিঠ মাসেহ করলেন। এতে তাঁর পিঠ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তান বের হ'ল, যাদের তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের দুই চোখের মাঝখানে নূরের ঔজ্জল্য সৃষ্টি করলেন, অতঃপর তাদেরকে আদম (আঃ)-এর সামনে পেশ করলেন। আদম (আঃ) বললেন, হে প্রভু! এরা কারা? আল্লাহ বললেন, এরা তোমার সন্তান। আদমের দৃষ্টি তার সন্তানদের একজনের উপর পড়লো যার দুই চোখের মাঝখানে ঔজ্জল্যে তিনি বিস্মিত হ'লেন। তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! ইনি কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, শেষ যামানার উম্মাতের অন্তর্গত তোমার সন্তানদের একজন। তার নাম দাউদ (আঃ)। আদম (আঃ) বললেন, হে আমার রব! আপনি তাঁর বয়স কত নির্ধারণ করেছেন? আল্লাহ বললেন, ষাট বছর। আদম (আঃ) বললেন, পরোয়ারদিগার! আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর কেটে তাকে দাও। আদম (আঃ)-এর বয়স শেষ হয়ে গেলে তাঁর নিকট মালকুল মাউত (আযরাইল) এসে হাযির হন। আদম (আঃ) বললেন, আমার বয়সের কি আরো চল্লিশ বছর অবশিষ্ট নেই? তিনি বললেন, আপনি কি আপনার সন্তান দাউদকে দান করেননি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, আদম (আঃ) অস্বীকার করলেন, তাই তার সন্তানরা অস্বীকার করে থাকে। আদম (আঃ) ভুলে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর সন্তানদেও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে'।[১] প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. 'তারাই উত্তম ভুলকারী যারা তওবা করে'।[২] কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তওবার ফযীলত সম্পর্কে জানেনা। কেউ ফযীলত সম্পর্কে জানলেও এর পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত নয়। আবার কেউ কিভাবে শুরু করবে সেটা বুঝতে পারেনা। নিম্নে তওবার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

প্রিয় পাঠক! আমরা প্রত্যেকেই পাপকারী, কেউই ভুলের উর্ধ্বে নই। আমরা বারবার আল্লাহ্র ইবাদতে মনোনিবেশ করি, আবার তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই। এরপর আমরা পুনরায় আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী হই। অতঃপর প্রবৃত্তি আমাদের উপর জয় লাভ করে। আমরা কেউই সর্বদা পাপমুক্ত থাকতে পারিনা। কারণ ভুল করা মানুষের স্বভাব। কিন্তু আল্লাহ বান্দাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তিনি মানুষের জন্য সর্বদা তওবার দরজা খোলা রেখেছেন। যাতে মানুষ তার ভুল সংশোধন ও নাজাত লাভ করতে পারে।

তওবা : তওবা অর্থ প্রত্যাবর্তন, পরিভাষায় তওবা বলা হয় আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও অপসন্দনীয় কাজ সমূহ ত্যাগ করে, আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁর পসন্দনীয় কর্মে মনোনিবেশ করা। অর্থাৎ কুরআন হাদীছে বর্ণিত আদেশ ও নিষেধসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ্র ভয়ে পাপ বর্জন করা ও তাকেই একমাত্র ভরসাস্থল মনে করা। তওবাকারী খালেছ নিয়তে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই মহান আল্লাহ ক্ষমা করেন। যেমন আল্লাহ বলেন: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى 'আর আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে (শিরক হ'তে) তওবা করে এবং (আল্লাহ্র উপরে) ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। অতঃপর আমৃত্যু সৎপথে অবিচল থাকে' *(ত্বোয়াহা ২০/৮২)*। বরং আল্লাহ সর্বদা তার বান্দাদেরকে তওবা করার প্রতি আহ্বান করেন। তিনি তওবাকারীর সকল পাপ ক্ষমা করেন। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন: قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ

১. *তিরমিযী হা/৩০৭৬; মিশকাত হা/১১৮।*
২. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১।*

أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 'বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

তওবা আসলে কি? তওবা হ'ল আল্লাহ্র অপসন্দনীয় গোপন ও প্রকাশ্য কৃত যাবতীয় কথা ও কর্মকে পরিহার করে প্রকাশ্যে ও নির্জনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিচিত্তে তার পসন্দনীয় আমল সমূহ করা যা ইসলামী শরী'আত ও ঈমানের হাক্বীক্বত। তওবা হ'ল হতাশা-নিরাশা মুক্ত হেদায়াত। তওবা সফলতা ও কল্যাণের এমন প্রসবণ বান্দার অগ্রগতি, উন্নতি, জীবনের প্রথম ও শেষ ইহকালীন-পরকালীন যাবতীয় মুক্তির শেষ মনযিল। শুধু তাই নয়, তওবা হ'ল আল্লাহ্র ভয়ে পাপ অপসন্দ করা ও তা বর্জন করা। মোদ্দা কথা হ'ল পাপে অনুশোচনা ও পাপের মন্দ দিকটি বুঝতে পারা যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

কেন তওবা করব? এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, কেন তওবা করব পাপ কাজেই তো আনন্দ অনুভব করি, কেন আমি সিগারেট ত্যাগ করব তাতে আমি আরাম পাই। কেন দাড়ি কাটব না। এতে আমি স্বস্তি লাভ করি। কেন নারীদের দিকে নযর দেওয়া থেকে বিরত থাকব। এটা তো আমাকে আনন্দ দেয়। আর এটা কি মানানসহ নয় যে, মানুষ যাতে আনন্দ ও স্বস্তি লাভ করে তাই করবে। জান্নাত পিয়াসী মুমিনকে মনে রাখতে হবে, পাপে আনন্দ পাওয়া আর জাহান্নামকে অবধারিত করে নেওয়া কোন মুমিন-মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হ'তে পারেনা। কেনন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. 'দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেদের জন্য বেহেশতখানা'।[৩]

তওবা করার কারণগুলো নিম্নরূপ :

(১) আল্লাহ তা'আলার আদেশ মান্য করা ঃ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তওবা করার আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ –

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। যেদিন আল্লাহ স্বীয় নবী ও তার ঈমানদার সাথীদের লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডাইনে ছুটাছুটি করবে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপরে সর্ব শক্তিমান' *(তাহরীম ৬৬/৮)*। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তার আদেশ ও নিষেধকে যথাযথভাবে মান্য করা।

(২) দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ–

'আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশের উপর রাখে (অর্থাৎ দু'টিই ঢেকে রাখে)। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজ পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজেদের বিশ্বস্ত নারী, অধিকারভুক্ত দাসী, কামনামুক্ত পুরুষ এবং শিশু যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অবহিত নয়, তারা ব্যতীত। আর তারা যেন এমন ভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*। কখনো প্রশান্ত চিত্ত হ'তে পারেন যতক্ষণ না অন্তর আত্মা পাপ বিমুক্ত না হয়।

(৩) আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভ ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ-

'তখন আল্লাহ্র নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা

৩. *ইবনু মাজাহ হা/৪১১৩; মিশকাত হা/৫১৫৮।*

অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। বান্দার উপায় নেই তাঁর প্রতিপালকের শান-মান জেনেও তাঁর নিকট তওবা না করা।

(৪) জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا–إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا–

'তাদের পরে এলো তাদের অপদার্থ উত্তরসুরীরা। তারা ছালাত বিনষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। ফলে তারা অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না' *(মারিয়াম ১৯/৫৯-৬০)*। মানুষের মূল টার্গেট হওয়া উচিৎ জান্নাত লাভ।

(৫) ধন সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে বরকত লাভ ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا– يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا–وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا–

'আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচাসমূহ রচনা করবেন ও নদীসমূহ প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*।

(৬) পাপকাজের কাফফারা হওয়া এবং তা সৎ কাজে বদল হওয়া ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ–

'হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্র কাছে আন্তরিকভাবে তওবা কর। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসূমহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত' *(তাহরীম ৬৬/৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا–

'কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ আমল করে আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(ফুরকান ২৫/৮০)*। উল্লেখ্য যে, এ কয়েকটি ফযীলতই শেষ নয় এ ছাড়া তওবার আরও অনেক গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং কেন আমরা আল্লাহ্র অবাধ্য হয়ে নিজের উপর যুলুম করব।

কিভাবে তওবা করব?

এখন যদি বলা হয় আমার অন্তর অনুতপ্ত হয়েছে। আমি তওবা করে সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরে যেতে চাই। প্রবৃত্তি অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মানতে চাই। কিন্তু আমি জানিনা কিভাবে তওবত করব। আর এটা অধিকাংশ মানুষের সমস্যা। তাহ'লে উত্তর হবে এটা খুব সহজ পদ্ধতি। কেননা আল্লাহ যখন কোন বান্দার জন্য কল্যাণ চান তখন তার জন্য তা সহজ করে দেন। তওবা কবুলের দিক-নির্দেশনামূলক কিছু পরামর্শ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

(১) খাঁটি নিয়ত ও একনিষ্ঠ তওবা করা ঃ

বান্দা যখন একনিষ্ঠ হয়ে প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করে। আল্লাহ তাকে শক্তি দিয়ে সাহায্য করেন এবং তার পথে আসন্ন বিপদসমূহ সরিয়ে দিয়ে তার তওবার পথকে সুপ্রসন্ন করেন। আর যে আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হয় না। সে শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হয়। আর তার অন্তরে অন্যায়-অশ্লীলতার কামনা-বাসনা উঁকি দিতে থাকে। যা আল্লাহ ব্যতিত কেউ জানেনা। যেমন আল্লাহ ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারে বলেন, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ 'উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল এবং সেও তার প্রতি কল্পনা করত যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত। এভাবেই এটা একারণে যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীল বিষয় সমূহ সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে ছিল আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্ত ভুক্ত' *(ইউসুফ ১২/২৪)*।

(২) আত্মসমালোচনা করা ঃ

নিশ্চয় অন্তরের হিসাব রক্ষণা-বেক্ষণা কল্যাণের নাগাল পেতে সাহায্য করে এবং অকল্যাণ থেকে দূরে রাখে। আর চলে যাওয়া সময়ের অনুভূতি জাগায় যা মানুষকে তাওবা করতে সহযোগিতা করে ও তওবার পরবর্তী জীবন সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করে। মহান আল্লহ বলেন,

Contents

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا-

'(সেদিন আমরা বলব,) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(বনু ইস্রাইল ১৭/১৪)*।

(৩) অন্তরকে উপদেশ দেওয়া, ভয় ও ভৎর্সনা করা :

তাকে বলা হে অন্তর! মৃত্যুর পূবে তওবা কর। আর মৃত্যুর অকস্মাৎ ঘটে। তাকে অন্যদের মৃত্যুর কথা স্বরণ করিয়ে দেওয়া ও সাথে সাথে মৃত্যু নির্ধারিত ও চিরন্তন সত্য এ কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করানো। কবরই তোমার বাড়ী। মাটি তোমার বিছানা, পোকা-মাকড় তোমার সাথী, তুমি ভয় কর যে মালাকুল মাউত তোমার নিকট আসবেই, আর তুমি পাপাচারকে লিপ্ত থাকবে? তোমার সে সময়ের লজ্জানুভূতি কোন কাজে আসবে না। সে তোমার কান্না ও চিন্তা গ্রহণ করবেনা। অতঃএব তুমি আখেরাতকে ভয় কর। এভাবে তাকে উপদেশ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন করা যতক্ষণ না অন্তর তওবা না করে। ওছমান (রাঃ) কবর দেখলেই কেঁদে অস্থির হয়ে যেতেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ. 'আমি কখনও এমন কোন দৃশ্য অবলোকন করিনি যার তুলনায় কবর অধিক ভয়ংকর নয়'।[৪]

(৪) পাপাচারের স্থান থেকে দূরে অবস্থান করা :

আর তা হচ্ছে ঐ স্থান পরিত্যাগ করা যেখানে তুমি আল্লাহ্র অবাধ্য হয়েছিলে এটা তোমাকে তাওবা করতে সাহায্য করবে। যেমন একজন ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছিলেন, অতঃপর জনৈক আলেম তাকে বলেছিলেন, নিশ্চয় তোমার গোত্র একটি মন্দ গোত্র। আর আল্লাহ্র যমীনে অমুক অমুক গোত্র ভালো রয়েছে। তুমি সেখানে যাও এবং তাদের সাথে ইবাদত কর। মহান আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ- وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ- 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*।

(৫) মন্দ বন্ধু গ্রহণ হ'তে বিরত থাকা :

নিশ্চয় মানুষ তার বন্ধুর স্বভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

'মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের সকলেরই খেয়াল রাখা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে'।[৫]

(৬) পাপের শাস্তি সম্পর্কে চিন্তা করা :

যখন কোন বান্দা জানে যে নিকৃষ্ট পাপ সমূহ কঠিন শাস্তি যোগ্য; এবং এর থেকে প্রত্যাবর্তন জান্নাত পাওয়ার জন্য যরূরী। তখন অন্তর সহজে পরিবর্তন হবে। অবশেষে আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাবে।

(৭) অন্তরকে জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয় দেখানো :

জান্নাতের মহান মান-মর্যাদা শান-শওকাত সম্পর্কে অন্তকে বুঝানো যা আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আর জাহান্নাম এক ভয়াবহ ব্যাপার যা অবাধ্য ও যালেমদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ-

'যারা (রাত্রির বেলায় শয্যাত্যাগ করে (তাহাজ্জুদের ছালাতে) তাদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আকাংখার সাথে এবং আমরা তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে' *(সাজদাহ ৩২/১৬)*।

(৮) সর্বদা সৎ কাজে ব্যস্ত থাকা :

নিশ্চয় অন্তর এমন একটি জিনিস যা সৎ কাজে ব্যস্ত না রাখলে অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়বে। আর অবসর মানুষকে শয়তানের ধোঁকায় পতিত করে। ফলে সে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। এজন্য কথায় বলে, 'অলস মস্তিষ্কে শয়তানের বাস'। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ- وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ- 'অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও। এবং তোমার প্রভুর দিকে রুজূ হও' *(শরহ ৯৪/৭-৮)*।

(৯) প্রবৃত্তি দমন করা :

বান্দার জন্য প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উচিত নয়। এজন্য আল্লাহ বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا 'আপনি কি তাকে দেখেননি? যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে। তবু কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? *(ফুরকান ২৫/৪৩)*। অর্থাৎ আল্লাহ প্রবৃত্তির অনুসরণকারীর দায়িত্ব নিবেন না।

(১০) তওবা করে পাপের পুনরাবৃত্তি না করা :

ততক্ষণ পর্যন্ত তওবা কবুল হবে না যতক্ষণ তার নিয়তে উক্ত কর্মের পুনরাবৃত্তি করার আকাঙ্খা অবশিষ্ট থাকবে, তওবা করতে হবে যেন পুনরায় উক্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার আকাঙ্খা না থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ . 'মুমিন ব্যক্তি একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না'।[৬]

(ক্রমশ)

[লেখক : কাদাকাটি, আশাশুনি, সাতক্ষীরা]

৪. *তিরমিযী হা/২৪৭৮; মিশকাত হা/১৩২।*
৫. *তিরমিযী হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৫০১৯।*
৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৫৩।*

যা কিছু পেয়েছি কুরআন থেকেই পেয়েছি

অতসুকু হুশিনুর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী :

পবিত্র ইসলাম অহী ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বুঝে শুনে ধর্মমত বেছে নেয়ার ও ধর্ম পালনের আহ্বান জানায়। অন্ধের মত পথ চলা ও জোর করে ধর্ম চাপিয়ে দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'পক্ষান্তরে যারা তাগূতের পূজা হ'তে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে। যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে'। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত খ্রিস্টবাদের মধ্যে নেই যুক্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তির স্থান। তাই এ ধর্মের আদি ও অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং একত্ববাদকে নির্বাসিত করে সেখানে ২০০১ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বরের রহস্যময় হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বহু প্রচারমাধ্যম ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক নেতিবাচক প্রচারণা শুরু করে। তখন ইসলাম ধর্মের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন জাপানি যুবতী অতসুকু হুশিনু। ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও জানা-শোনার পর অবশেষে তিনি এই ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অতসুকু হুশিনু ইন্টারনেটে অনুসন্ধান চালিয়ে সংগ্রহ করেন পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণতা ও সার্বজনীনতা অভিভূত করে অতসুকু হুশিনুশ-কে। আর এ জন্যই তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সবার থেকে দূরে থেকে ইন্টারনেট থেকে পবিত্র কুরআন পড়তেন। তিনি যাতে এ মহাগ্রন্থের বাণীগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারেন।

অতসুকু অত্যন্ত কোমল ও দয়ার্দ্র মনের মানুষ। তিনি পড়াশুনা করেছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে। বর্তমানে অতসুকু ইরানে রয়েছেন এবং তিনি ইসলাম ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা অর্জনের চেষ্টা করছেন।

ইসলামের প্রতি ঈমান আনার ঘটনা তুলে ধরতে গিয়ে জাপানি যুবতী অতসুকু জানিয়েছেন, ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার দৃশ্য বার বার দেখার পর প্রথম দিকে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন। এরপর তার কাছে মনে হয়েছে এই ঘটনার সঙ্গে হলিউডের ছায়াছবিগুলোর বেশ মিল রয়েছে এবং ঘটনাটি এমন রহস্যময় যে এর পেছনে বা নেপথ্যে অনেক চালিকাশক্তি কাজ করছে। এই ঘটনার সঙ্গে ইসলাম ও মুসলমানদের জড়িয়ে অনেক নেতিবাচক কথা প্রচার করা হয়। আর সেইসব প্রচারণায় প্রভাবিত না হয়ে বরং এ ধর্ম সম্পর্কে সত্যিকারের চিত্র জানতে আগ্রহী হ'ন অতসুকু। এরপর অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে পান যে ইসলামই হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে মহৎ ও বড় ধর্ম।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে অতসুকু বলেছেন, 'আমি বড় হয়েছি এক বৌদ্ধ পরিবারে। বৌদ্ধরা নিজ ধর্ম বিষয়ে খুবই রক্ষণশীল। আমার এক চাচা জাপানি সংসদে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধি ছিলেন। তাই এ ধর্ম সম্পর্কে আমার গভীর জানাশোনা ছিল। আমার আরেক চাচা ছিলেন পুরোহিত। তিনি খ্রিস্টানদের বাইবেলও পড়েছেন। ফলে খ্রিস্ট ধর্মের সঙ্গেও আমি পুরোপুরি পরিচিত ছিলাম। আমার মনে কোনো কোনো বিষয়ে কিছু প্রশ্ন জাগতো, কিন্তু কেউই সেইসব প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হননি। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর আমার জীবনের রঙ ও ঘ্রাণ বদলে যায়। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআন প্রথমবারের মত পড়েই মনে হয়েছে যে, সত্যিই তা আসমানী বা ঐশী কিতাব এবং অন্য ধর্মগ্রন্থগুলোর সঙ্গে এর রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তাই বুঝলাম যে ইসলামই প্রকৃত এলাহী ধর্ম। পবিত্র কুরআন আমার মনের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এবং দূর করেছে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। ফলে ইসলামের দিকে আরো গভীরভাবে ঝুঁকে পড়ি এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেই'।

নিজের ওপর পবিত্র কুরআনের অমূল্য ও অতুলনীয় বাণীর প্রভাব প্রসঙ্গে জাপানি নওমুসলিম অতসুকু আরো বলেছেন, 'আমি যা কিছু পেয়েছি তা এই কুরআন থেকেই পেয়েছি। কুরআনই আমাকে চিনিয়েছে ধর্মের বাস্তবতা ও এর ফলে আমি মুসলমান হয়েছি। এ মহাগ্রন্থ আমাকে দিয়েছে প্রশান্তি এবং কুরআনের নির্দেশনা পেয়েই আমি কঠোর পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধরেছি ও হিজরত করেছি নিজ দেশ থেকে এমন এক দেশে যে দেশ আর তার জনগণ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। এই দেশে আমি ছিলাম আগন্তুক বা প্রবাসী; কিন্তু কুরআনের কারণেই আমি এখানে নিঃসঙ্গতা অনুভব করিনি।

কুরআন সব সময়ই আমার জন্য আলো ও মুক্তির উৎস। এ মহাগ্রন্থ আমাকে ভয় ও নিঃসঙ্গতার শিকার হ'তে দেয়নি। যে কেউ কুরআন পড়লে অবশ্যই সুপথ বা মুক্তির দিশা পাবেন। আমি আমার সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে এই মহাসত্যটি অনুভব করছি। কঠিন অবস্থার মধ্যে আমি যখন বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পবিত্র দো'আগুলো পাঠ করতাম তখন মনে হ'ত যেন স্বয়ং মহানবী (ছাঃ) যেন আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন। তাই

যতই রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত দো'আ পাঠ করি ততই তাঁর প্রতি এবং তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে আমার ভালবাসা বাড়তেই থাকে ও তাঁর মাধ্যমে বাড়তে থাকে আল্লাহপ্রেম। জাপানি নওমুসলিম অতসুকু মহানবী (ছাঃ)-এর নবী-নন্দিনী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রাঃ)-কে গভীরভাবে ভালবাসেন। আর তাই মুসলমান হওয়ার পর নিজের নাম হিসাবেও বেছে নিয়েছেন জ্যোতির্ময় ও পবিত্র এই নাম। তিনি হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর জীবনী ও বাণী অধ্যয়ন করে নিজেকে তাঁরই আদর্শের অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

অতসুকু তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে ইন্টারনেটে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর জীবনী সম্পর্কে জেনেছেন। বিশ্বের সর্বকালের সেরা এই নারীর জীবনাদর্শ তাকে এতটা অভিভূত করেছে যে তিনি নিজেকে তাঁরই অনুসারী হিসাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। এই মহিয়সী নারী হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন অতি সামান্য মোহরানা নিয়ে, আর কনের জন্য নির্ধারিত সেই পুরস্কার বা মোহরানাও সংগ্রহ করা হয়েছিল আলী (রাঃ)-এর বর্ম বিক্রি করার মাধ্যমে। এ ঘটনাও জাপানি নওমুসলিম অতসুকুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে তিনিও নিজের জন্য একই ধরনের পরিস্থিতি কামনা করেছেন মহান আল্লাহর কাছে যাতে নবী-নন্দিনীর মতই আচরণ করতে পারেন।

এরপর অতসুকু বিয়ের মোহরানা হিসেবে স্বামীর কাছে কেবল একটি স্বর্ণমুদ্রা দাবী করেন এবং তা দিয়েই নতুন সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় বা যরূরী জিনিসগুলো কেনেন। এত কম পরিমাণ মোহরানা নেয়ার জন্য তিনি মোটেই অনুশোচনা করছেন না, বরং দাম্পত্য জীবন শুরু করার ক্ষেত্রে নবী-নন্দিনীর ও আলী (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করতে পেরে গভীর আধ্যাত্মিক তৃপ্তি অনুভব করছেন। তার মতে মাত্র এই একটি স্বর্ণমুদ্রা তার জীবনে এনেছে অনেক বরকত বা প্রাচুর্য। আর এ জন্য ফাতিমাতুয যাহরা (রাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণের সুবাদে এতো বরকত পেয়ে অতসুকু মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ।

অতসুকুর পরিবার তার মুসলমান হওয়ার প্রবল বিরোধিতা করেছিল। বিষয়টা তাদের কাছে ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। প্রথমে তারা বিষয়টিকে বিশ্বাসই করেননি। পরে দেখলেন যে, তাদের মেয়ে নিজেকে অনেক কিছু থেকেই দূরে রাখছে, বিশেষ করে তারা যখন দেখলেন যে অতসুকু হারাম গোশত খাচ্ছেন না তখন তারা বিরোধিতা যোরদার করেন।

এবার তারা অতসুকু'র ওপর অর্থনৈতিক ও মানসিক চাপসহ নানা ধরনের চাপ দিতে থাকে ও তাকে হয়রানি করতে থাকে যাতে সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে। অতসুকু'র সমস্ত বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই তাকে ত্যাগ করেন। ফলে পরিবার ও নিজ শহরে নিঃসঙ্গ ও কোণঠাসা হ'ন অতসুকু। অত্যন্ত কঠিন সেই দিনগুলোতে ইন্টারনেটে পবিত্র কুরআনই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী যে তাকে যোগাতো প্রশান্তি ও সহায়তা। কুরআনের সহায়তার কারণেই তিনি সে সময় নিজ ঈমানের ওপর অবিচল থাকতে পেরেছেন। নানা ধরনের চাপ অতসুকু'র ঈমানকে বরং আরো মযবুত করে দেয়। ফলে চাপ ও হয়রানি বাড়তেই থাকে। কিন্তু প্রশান্ত হৃদয়ে সব সহ্য করে যান তিনি। এ সময় অতসুকু পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করতেন ও আশার আলো দেখতেন।

অতসুকু হুশিনু থেকে ফাতিমা হুশিনুতে পরিণত হওয়া জাপানি নারী ইসলাম সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য ইরানে আসেন। কোনো একটি ইসলামী দেশে জীবন যাপন করা ছিল হুশিনুর বহু বছরের স্বপ্ন। তার সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার ফলে একটি অমুসলিম দেশে মুসলমানিত্ব বজায় রাখার কঠোরতা থেকে মুক্তি পান তিনি।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

Contents

ড. গালিব স্যার ও তর্কের ফলাফল

-মুহাম্মাদ বেলাল বিন ক্বাসেম

ডেমু ট্রেনের সম্মুখের লাল রংটা দূর থেকে চোখে পড়তেই হাটার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলাম। সমতল রাস্তা থেকে রেলের স্লিপার ছুয়ে পথচলা খানিকটা কষ্টকর, সাথে যুক্ত হয়েছে ট্রেন অবধি পৌঁছতে পারা না পারার টেনশন। ট্রেনের সাথে সাক্ষাৎ হওয়াটাও যরূরী যেহেতু পরিবহন ধর্মঘট (গতকাল) চলছে। আলহামদুলিল্লাহ! কিছু সময় পর ট্রেনে উঠলাম।

ট্রেনের ভেতরে সিটের একটা অংশ ফাঁকা দেখে জিজ্ঞেস করলাম বসা যাবে? অন্য এক ভাইয়ের সাথে মুখোমুখি আলোচনারত ভাইটি বললেন, অবশ্যই; বসেন। পাশেই বোরখায় পুরো আবৃত তরুণী তার পাশে সিটের উপর ব্যাগ নিয়ে বসেছেন। পরবর্তীতে দেখা গেল তার স্বামীর জন্য সিটটি সংরক্ষিত রেখেছেন। ছালাউদ্দিন আইয়ূবীর উপর কিশোরদের জন্য লেখা ঈমানদীপ্ত দাস্তান সিরিজের ১ম খন্ডের শেষাংশের পিডিএফ পড়তে শুরু করেছি (যদিও বয়সটা এখন আর কৈশোরে নেই, হঠাৎ পড়তে গিয়ে কিছুটা ভালোলাগা তৈরী হয়েছে) কিন্তু মন বসাতে পারছি না কারণ পাশের ভাইটি অপর পার্শ্বের ভাইয়ের সাথে তাবলীগ নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। তাই তাদের কথার দিকেই মনোযোগ যাচ্ছে বারংবার। কে কয়বার চিল্লা দিয়েছেন, পুনরায় কবে দিবেন? আপনি কোনপন্থী? পরিশেষে জানা গেল একজন দেওবন্দপন্থী অন্যজন মাওলানা সা'দপন্থী। ট্রেন ছাড়তে বিলম্ব হওয়ার কারণে দেওবন্দপন্থী ভাই ট্রেন থেকে নেমে গেলেন।

মাওলানা সা'দপন্থী তাবলীগের ভাইটি অন্য এক যাত্রীকে বলছেন, টাখনুর নিচে কাপড় গেলে জাহান্নামী, হাটু পর্যন্ত কাপড় উঠলেই ফরয তরক! বললাম ভাই, দলীল কি? আমার দিকে ফিরে বললেন দলীল জানেন না! বেহেশতি যেওরে আছে। (ইতোমধ্যেই বাম পাশে বসা তরুণীটি তার স্বামীর আহবানে অন্যপাশে চলে গিয়েছেন। দাঁড়িয়ে থাকা অন্য দু'জন ভাই ঐ স্থানে বসেছেন) বললাম বেহেশতি যেওর কি দলীল? আপনি শরী'আত বিষয়ে যে কথা বলবেন তা আপনাকে হাদীছের দলীল সনদসহ উল্লেখ করতে হবে যাতে প্রমাণিত হয় প্রিয় রাসূল (ছাঃ) এটা করেছেন/ ছাহাবারা করেছেন তাতে রাসূল (ছাঃ) এর মৌণ সম্মতি আছে।

ফাযায়েলে আমল এর বিষয়ে কথা উঠলে বললাম, লেখক জনাব মাওলানা যাকারিয়া বইটির ভূমিকায় তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-কে লক্ষ্য করে লিখেছেন, এত বড় বযুর্গের সন্তুষ্টি হাসিল করা আমার পরকালে নাজাতের উসীলা হইবে মনে করিয়া আমি উক্ত কাজে সচেষ্ট হই! এটা স্পষ্ট শিরক, অথচ সকল কাজ মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই করা আবশ্যক। ভূমিকাটা আজ পুনরায় ভালোভাবে পড়ে দেখবেন।

বিবিধ কথার ফাঁকে বললেন, টুপি পড়াও তো সুন্নাত (তার মাথায় ৫কোলি টুপি)। বাম পাশের ভাইটি বললেন, টুপি পড়া সুন্নাত ঠিক আছে, তবে তা এমন সুন্নাত না যে পড়তেই হবে, না পড়লে গুনাহ হবে। টুপি ছাড়াও ছালাত পড়া যায়। টুপির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাঁচওয়াক্ত ছালাত আদায়ের সাথে সাথে টাখনুর উপর কাপড় রাখা, গোঁফ খাটো করা, দাড়িকে ছেড়ে দেয়া যা ওয়াজীব। পাশে এমন একজন সাথী পেয়ে আরও ভালো লাগল।

পুরো কামরায় উপবিষ্ট পুরুষ-মহিলা যাত্রীদের চোখগুলো আমাদের দিকে। কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, কারো ভাবখানা এমন পাঞ্জাবী পড়া হুজুররা নিজেরা নিজেরা ঝগড়া করছে! একজন তো বলেই ফেললেন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। উত্তরে বললাম, বাড়াবাড়ি না হ'লে আপনি সঠিকটা জানবেন কিভাবে? মধু ক্রয় করতে গিয়ে বাজারে খাঁটি মধু কেন বলেন? উত্তরে অন্য এক যাত্রী বললেন যেহেতু মধুতে ভেজাল দেয়া হয় তাই।

এই তো সহজেই বুঝেছে, আপনি দুনিয়ার সামান্য মধু কিনতে গিয়ে খাঁটি টা খোঁজেন, অসুখ হ'লে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার খোঁজেন আর ধর্ম মানতে গেলে তখন হুজুরের পাঞ্জাবী, টুপি, দাড়ি দেখে ফৎওয়া নেন! একবার যাচাই করেন না হুজুরের যোগ্যতা কতটুকু! ইসলাম মদীনা (সউদী আরব) থেকে প্রসার হয়ে বিবিধ দেশ ঘুরে এই উপমহাদেশে এসেছে। যার যার মতো করে বিবিধ আলেম ও শাসকগণ নিজেদের স্বার্থে ধর্মে সংযুক্তি ও বিয়োজন ঘটানোর ফলে আজ এই পর্যায়ে এসেছে। মদীনার ইসলাম আর এই ইসলামে ফারাক যোজন-যোজন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে প্রকৃত ইসলামকেই হাইব্রিড ইসলামধারীরা অযোগ্য বলে প্রচার দিচ্ছে! মুসলমান শাসক হয়েও সম্রাট আকবর নিজের মতো করে ধর্ম তৈরী করেছেন। তাই ধর্মের বিবিধ রুপ দেখা যাচ্ছে সমাজে। তাবলীগের ভাইটিকে বললাম, না জেনে ধর্মের বিষয়ে কাউকে ফতোয়া দিবেন না কারণ আপনার এই ভুল জানা বিষয়টা অন্য আর একজন সঠিক মনে করেই আমল করবে তাতে আপনি দ্বিগুণ গুনাহগার হবেন। অবশ্য তিনি তার আক্বীদাকেই সমর্থন করছেন।

তর্কের শেষ পরিণতি যা হলো, একজন কলেজ পড়ুয়া বললেন, ভাই আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি, পুরুষ কাপড় হাটু পর্যন্ত উঠালেই ফরয তরক হবে আর টুপি সুন্নাত পড়তেই হবে। এই দু'টি বিষয়ে হুজুরদের জিজ্ঞাসা করবো। বললাম জ্বী ভাই, জিজ্ঞাসা করবেন তবে উত্তর নিবেন হাদীছের দলীলসহ। হুজুরকে এই কথাও বলবেন পবিত্র কুরআনের পর হাদীছের কোন গ্রন্থগুলো ছহীহ? আপনার হুজুর যে গ্রন্থের কথা বলবেন সেই গ্রন্থের তাওহীদ, পোশাক, পবিত্রতা, ছালাত অধ্যায়গুলো পড়বেন তাহ'লে নিজেই কিছুটা অবগত হ'তে পারবেন। ছালাত বিষয়ে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটা পড়তে পারেন। গুগলে সার্চ দিলেই হবে। সম্মতি জানালেন। তাবলীগি ভাইটি নিজে নিজে বিড়বিড় করছেন।

ট্রেন থেকে নেমে হাটছি তরুণ এক ভাই বললেন, আমি ডুয়েটে পড়ি। এতক্ষণ আপনাদের আলাপ শুনেছি আসলেই তো রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীরা যা করেছেন তা মানতে হবে।

বললাম আপনার ফেসবুক আইডিটা দিন, মেসেঞ্জারে পিডিএফ বই দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ।

বাম পাশে বসা যে ভাইটি তাবলীগের ভাইয়ের সাথে তর্ক করছিলেন তিনি বললেন, ভাই আপনি কি মাসিক আত-তাহরীক পড়েন। জ্বী, পড়ি তো। আমার বাড়ি বগুড়া, কৃষি গবেষণায় চাকুরী করি। মাসিক আত-তাহরীক খুব ভালো পত্রিকা, বিশেষ করে ৪০টা প্রশ্নের উত্তর অসাধারণ। ড. গালিব স্যার কয়েকদিন পূর্বে আমাদের এলাকায় গিয়েছিলেন, বিশাল সভা হয়েছে। আমি ২০০৪ এ রাজশাহী তাবলীগী ইজতেমায় গিয়েছিলাম তারপর বিবিধ কারণে আর যাওয়া হয়নি।

চোখশোক

-আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

[ক]

মিডটার্ম শেষ হয়েছে। কয়েকদিন নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে। ভরদুপুরে কী যেন ভেবে ডুব দিলাম নীললোহিতে। নির্জন মেঠোপথ ধরে একলা হেঁটে যাওয়ার মতো অনুভূতি। কোনো এক কবিতায় বলেছিলাম, 'একা হ'তে ইচ্ছে হ'লে আমি একাকি হাঁটি / সঙ্গ পেতে ইচ্ছে হ'লে আমি আমার সাথে হাঁটি'। এই দ্ব্যর্থ অনুভবকে ঠিকমত আসন পেতে দিতে পারি যাদের কবিতা পড়ে, সুনীল তাদের একজন। আজকেও তা-ই হচ্ছে। একটা কবিতার প্রেমে পড়ে গেলাম। কী আছে তাতে? সুনীলের আর দশটা কবিতার মত এটাও সাদামাটা ও প্রমত্ত। কবিতার মাঝামাঝি এসে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। মুগ্ধতা, নাকি মোহাবেশ, কোনটা ঠিক জানি না; তবে শব্দগুলো যে আমাকে মোহিত করেছে, তা বেশ ভালো করেই জানি। একটু থেমে ফ্ল্যাশব্যাকেও চলে গেলাম। কবিতা পাঠের মাঝপথে হঠাৎ এভাবে থমকে গেলাম কেন? সেই গল্পটাই শোনাবো।

সুনীলের প্রথমদিকের কবিতাগুলোয় নীরার উপস্থিতি অনিবার্য। এই ধরনের চরিত্রগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব খুব কমই থাকে; কখনো ছদ্মনাম হিসেবে, কখনো খোশখেয়ালের বশেই কবিরা গড়ে তোলেন সুনির্দিষ্ট কাল্পনিক অবয়ব। নীরাও কবিতামোদী ও গবেষকদের কাছে এক হিসাবে অমীমাংসিত; কেউ কেউ বলেন, নামটা তাঁর স্ত্রীকেই উদ্দেশ্য, কেউ বলেন, এটা নিছক ফিকশনাল চরিত্র। যেমনই হোক না কেন, এই চরিত্রটি কা'ব বিন যুহাইরের (রাঃ) সু'আদ-এর মতো বিশ্বাসঘাতকী নয়, জীবনানন্দের বনলতা কিংবা নিযার কাব্বানির সায়্যিদার মতো অবগুণ্ঠিতও নয়। একটু আলাদা। একটু না, অনেক।

অনুভবের সবটুকু জুড়ে তার বসবাস। যেন ভালোবাসার সহজাত দ্রবণে গলে যাওয়া কোনো ফসফরাস।

কবির ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু নীরা। এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে অঙ্কিত হয় কবিতার বৃত্ত। আবার এই বৃত্তেই বন্দী হয় পৌণঃপুণিক কবিজীবন। এই অসামান্য ভালোবাসা ও সর্বনিমগ্ন প্রেম নানা বরন ও ধরনে বারবার এসেছে তার বিভিন্ন কবিতায়। আজকের কবিতাটা পড়ার পর মনে হচ্ছে, বাকি কবিতাগুলো সাধারণ কিছু তারা, আর এটা অনেক তারার মাঝে জাজ্বল্যমান পঞ্চদশী চাঁদ। যেন পোষাকী প্রেমের খোসা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে পূর্ণব্রত ভালোবাসার অঙ্গীকার; যেন শরীরবৃত্তীয় অনুরাগ কেন্দ্রীভূত হ'তে শুরু করেছে একটি জীবনমুখী প্রতিজ্ঞার কাছে।

'কী অসাধারণ সেই অনুভবের স্বয়ংপ্রকাশ!

...এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে আর কোনোদিন
পাপ করতে পারি?
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি-
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায়?'

নীরার প্রতি ভালোবাসা-কে বিশুদ্ধতায় আবৃত রাখতে কবি প্রতিজ্ঞ। নীরার প্রেম আর মিথ্যা - দুটো সহাবস্থানের উপযুক্ত না; নীরার ভালোবাসা আর কদর্যতা একসাথে চলে না। এই আবেগ-অনুভবকে এতটাই যত্ন করে রাখেন তিনি, এর সাথে কোনো খাদ মিশতে দেন না।

[খ]

কবিতার গল্প তো করলাম। অনেকের কাছে কবিতা বিরক্তিকর জিনিস। এতক্ষণ যারা আমার ওপর চটেছেন, তাদের জন্যে কথাসাহিত্য থেকে একটু গল্প করি।

শৈলেন ঘোষ। ওপার বাঙলার প্রয়াত সাহিত্যিক। শিশুসাহিত্যিকদের মধ্যে আমার পসন্দের একজন। তাঁর একটা উপন্যাস পড়েছিলাম, দুঃসাহসী দুই বুড়ো। তো, সেই গল্পে একজনকে অযথাই চুরির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো। তার অভিব্যক্তি ছিলো অনেকটা এরকম, 'বিশ্বাস করো, আমি চুরি করিনি। এই যে হাত দেখছো, এই হাত দিয়ে আমি পুতুল বানাই। এই দুটো হাত দিয়ে আমি আমার ছেলে-মেয়েদের আদর করি। এই হাতে আমি চুরি কীভাবে করবো?'

[গ]

গল্প-কবিতা দুইটাই বাদ। এবার বাস্তব জীবনের গল্প করি। মাসকয়েক আগে গিয়েছিলাম পেট্রোনাস টাওয়ারের দেশে। এই সফরে বন্ধুত্ব হয়েছিলো একটা অসাধারণ মানুষের সাথে, নাম তাঁর সুলায়মান। কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। সুপার-ডুপার রেজাল্টের অধিকারী। জানলেওয়ালা, বিনয়ী মানুষ। কিছুটা স্পর্শকাতর। পুরো কনফারেন্সে আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্ট

ছিলাম আমরা দু'জনই, বাকি সবাই বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক; এঁদের ভীড়ে আমাদের অস্তিত্ব ছিলো সাগরের মাঝখানে উঁকি দেওয়া দ্বীপের মতো। একটা জিনিস খেয়াল করলাম। কনফারেন্সে একজন মহিলা প্রফেসর মাহমুদ দারওয়িশের কবিতা নিয়ে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করলেন। সুলায়মান তাঁকে একটা প্রশ্ন করার সুযোগ পেলো। প্রশ্নটা করতে তিন মিনিটের বেশী সময় নিয়েছে সে, কিন্তু একবারও প্রেজেন্টারের দিকে তাকায়নি। লাঞ্চব্রেকের সময় কথায় কথায় প্রশ্ন করলাম, আরবি মুভি দেখো?

না, কেন? মুভি দেখলেই পর্দাহীনা গায়রে মাহরাম চোখে পড়ে। এরপরে আর কথা আগায়নি। খাওয়া শেষ করে সোজা হোটেলের প্রেয়াররুমে।

যোহরের পর দু'জনে কফি নিয়ে বসেছি। ইচ্ছে জাগলো, নিজের ঈমান নিয়ে এত কনসার্ন কিভাবে তার মধ্যে জন্ম নিলো, আমি জানতে চাইবো। প্রশ্ন করেও ফেললাম। সুলায়মান উত্তর দিলো একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে,

ইবনে মাহমুদ! তুমি কি কুরআনের আয়াত পড়েছো? وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ইয়েস! কী বলা হচ্ছে এখানে? ইন শা-আল্লাহ, আমরা যখন জান্নাতে যাবো, তখন আল্লাহকে দেখতে পাবো।

[আয়াত দুটোর সরল অনুবাদ হচ্ছে: 'সেদিন কিছু চেহারা খুব উজ্জ্বল দেখাবে। তারা তাদের রব্ব-এর দিকে তাকিয়ে থাকবে'। সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত ২২-২৩।]

জান্নাতের সবচেয়ে বড় চমক হলো জান্নাতী মানুষেরা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। মু'তাযিলাগণ এটা অস্বীকার করে, তবে আহলুস সুন্নাহ্‌র কাছে এটি একটি প্রামাণ্য আক্বীদা। যা-ই হোক, এই ব্যাপারটার দিকেই সুলায়মান ইঙ্গিত করতে চেয়েছে। তারপর বললো, 'এই আয়াত ছোটবেলায় আব্বা আমাকে বলতেন। তারপর বলতেন, দেখো সুলায়মান! আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার মতো বড়ো কোনো সৌভাগ্য আর নেই। জান্নাতে সেই সুযোগটা দেওয়া হবে। এই চোখ দিয়ে কিন্তু আল্লাহকে দেখতে হবে, এই চোখে হারাম কিছু দেখো না!'

আমি যেভাবে সাজিয়ে বললাম, সে ওভাবে বলেনি। কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে বলেছে। মূল সুর মোটামুটি এমনই ছিলো। এইটুকু বলতে বলতে ওর চোখ চিকচিক করছিলো। আমার অন্তর খুব নরম হয়ে আসছিলো।

পরবর্তী সেশনের সময় অত্যাসন্ন। সোফা ছেড়ে উঠলাম দু'জনে। হলরুমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সুলায়মান বলছিলো,

'যেই চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখার স্বপ্ন দেখি, সেই চোখ দিয়ে হারাম কিছু দেখা যায়, বলো ভাই?'

[ঘ]

তিনটা গল্পকে আমি এক সুতোয় গেঁথে সামনে রাখি। সুনীল নীরা'র ভালোবাসার প্রতি সম্মান দেখিয়ে নীরাকে ছোঁয়া হাত দিয়ে গর্হিত কিছু করবেন না। নীরাকে যেই মুখে ভালোবাসার কথা বলেছেন, সেই মুখে মিথ্যা বলবেন না। কেন বলবেন না? কেউ কি এসে বাধা দেবে তাকে? দেবে না। কিন্তু তার ভালোবাসার অনুভূতি এতটাই প্রখর ও তীব্র যে, সেটা নিজেই বেষ্টন করে রাখে সমস্ত ইচ্ছা ও সাধ; আরব্ধ অভিলিপ্সা সঁপে দেয় আরাধ্য প্রেমের কাছে। কবি বুঝতে পেরেছিলেন, এই স্বয়ংক্রিয় বাধ্যতাতেই হৃদয়ের স্থিতি। এই স্বেচ্ছা-আত্মসমর্পণেই ভালোবাসার সুখ।

সেই নির্দোষ লোকটার অভিব্যক্তি খেয়াল করেছেন? তিনি মনের সব অনুরাগ ঢেলে পুতুল বানান। এই শিল্প তার ধ্যান, এই শিল্পই তার ভালোবাসা। এই ছোট্ট জিনিসের ভালোবাসাও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, এই অনুরাগের অসম্মান তার কাছে অকল্পনীয়। যেই হাত দিয়ে আমি পুতুল বানাই, সেই হাত দিয়ে চুরি করবো, এ তো অসম্ভব! শুধু তাই না, শিল্পচর্চা করি যাদের অন্নসংস্থানের জন্যে, সেই সন্তানদের গায়ে মমতার পরশ বুলিয়ে দেই এই হাত দিয়েই। একজন বাবা জানেন, সন্তানের প্রতি অনুরাগটা কত গভীর, কত আবেগমেশানো। এই স্নেহ-মমতা একেবারেই বিমূর্ত, এই ভালোবাসা পুরোপুরি অপার্থিব। এই ব্যাখ্যাতীত ভালোবাসার সাথে যেই হাত জড়িয়ে আছে, সেই হাত দিয়ে অন্যের অনিষ্ট করতে যাবেন, এ তো তার কাছে স্বপ্নাতীত বিষয়!

সুলায়মানের ভাবাবেগ অনেকের কাছেই বাড়াবাড়ি মনে হবে। কিন্তু ভালোবাসার দর্শন যে বোঝে, হৃদয়ের ব্যাকরণ যে জানে, তার কাছে মনে হবে, এ-ই তো জীবনের সাঙ্গীতিক সৌন্দর্য! ভালোবাসার অপার্থিব আবেদন তো অনুভব করতে হয় এভাবেই! ভালোবাসার সাথে যে হৃদয়ের সংযোগ, সেখানে জীবনের বাইনারি হিসাব অচল। যে মাধ্যম ও উপকরণ ভালোবাসার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেখানে আয়েশ ও খায়েশের জায়গা নেই, জায়গা শুধু বিশুদ্ধ অনুভবের, পরিশিলীত হৃদয়াবেগের। কবি তার হাত-জিহ্বা সংযত রাখছেন, কারণ এর সাথে তার ভালোবাসা জড়িয়ে আছে। লোকটা হাত দিয়ে গর্হিত কাজের কল্পনা করতে পারছেন না, কারণ এর সাথে তার ভালোবাসা জড়িয়ে আছে। সুলায়মানের চোখ দুটোও তার রব-এর সীমারেখা অতিক্রমের কথা ভাবছে না, কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে এক আরাধ্য অনন্ত ভালোবাসাকে মুঠোয় পুরার স্বপ্ন।

এই চোখ দিয়ে সে এমন সত্তাকে দেখার স্বপ্ন লালন করে, যার সন্তুষ্টির জন্যেই তার প্রাত্যহিক নিবেদন।

এই চোখ দিয়ে এমন একজন প্রভুকে দেখবে, যার ভালোবাসা ছিলো জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, পরম আরাধ্য।

এই অবলোকনের সৌভাগ্য সবার হয়না, সে এই সৌভাগ্যের অংশীদার হ'তে চায়।

এই ভালোবাসা অনুভব করার শক্তি সবার থাকে না, সে এই অনুভবে ঋদ্ধ হ'তে চায়।

তার হৃদয় যে ভালোবাসাতে দ্রবীভূত হয়ে থাকার দাবী করে, সেই ভালোবাসার সম্মানই যদি রাখতে না পারে, জীবনের অর্থটা কোথায়? এখানে এসেই সুলায়মানের ভাবাবেগ স্থিতি পায়। অপার্থিব সঙ্গীতে জীবনটা মুখর হয়ে ওঠে। হৃদয়ের পলিদ্বীপে আছড়ে পড়ে প্রশান্তির ঢেউ। দৃষ্টির হেফাযত হয়ে ওঠে সহজ, হারাম তৃপ্তির ইচ্ছেটা হেরে যায় আসমানি ভালোবাসার কাছে।

ক্যাম্পাসের অসুস্থ পরিবেশে প্রতিনিয়তই সুলায়মানের কথা মনে হয়। রুম থেকে বেরোলেই কে যেন কানে কানে বলে যায়, 'এই চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখতে হবে, এই চোখে কি হারাম কিছু দেখা যায়?'

Contents

সংগঠন সংবাদ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৮

২১শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৬-টায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কর্মী সম্মেলনের সভাপতি ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। এরপর 'সংগঠনের অগ্রগতির উপায় সমূহ' বিষয়ে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান, নরসিংদী যেলা সভাপতি আব্দুস সাত্তার, ঝিনাইদহ যেলা সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন, লালমণিরহাট যেলা সভাপতি আব্দুল কাইয়ূম, যশোর যেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুর রহীম, নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি জালালুল কবীর, বগুড়া যেলা সভাপতি আল-আমীন, পাবনা যেলা সভাপতি হাসান আলী ও চট্টগ্রাম যেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আলমগীর হোসায়েন। 'কর্মীদের গুণাবলী' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি চায়, কেন চায়, কিভাবে চায়' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আরীফুল ইসলাম, 'আজকের সোনামণিরা আগামী দিনের যুবসংঘ' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আবদুল হালীম, 'সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে যুবসংঘ-এর ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। আরো বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ।

অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর প্রধানতম সংস্কার কর্মসূচী তিনটি : ১. নেতৃত্বের সংস্কার, ২. শিক্ষা সংস্কার ও ৩. অর্থনৈতিক সংস্কার। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত মানদণ্ড। উক্ত অহি-র সত্যকে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে প্রতিষ্ঠা করা ও সেই আলোকে সমাজের আমূল সংস্কারের লক্ষ্যে আমরা উক্ত তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।

তিনি বলেন, আমাদের নেতৃত্ব নির্বাচনের সাথে অন্যান্য সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচনের মিল নেই। এমনকি আহলেহাদীছ নামের অন্যান্য সংগঠনের সাথেও আমাদের নেতৃত্ব নির্বাচনে পার্থক্য রয়েছে। এখানে যোগ্য নির্বাচকদের পরামর্শের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করা হয়। শুধুমাত্র ইলম দিয়ে নেতা হওয়া যায় না। ইলমের সাথে যোগ্যতা লাগে। যোগ্যতার সাথে লাগে সাহস। রাজতন্ত্রে রাজার ছেলে নেতা হয়। গণতন্ত্রে অধিকাংশের রায়ে নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়। আমাদের এখানে এর কোনটাই নেই।

আমীরে জামা'আত বলেন, আমরা যাওয়ার পথে। ভবিষ্যতে যুবসংঘের ছেলেরাই নেতৃত্ব দিবে। বিদায়বেলায় এটুকুই বলতে চাই, তোমরা লক্ষ্যে দৃঢ় থাকবে এবং স্থির অটল একটি দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। কেননা ঐক্যবদ্ধ একটি সংগঠনকে ধ্বংস করার ক্ষমতা কারু নেই। আমাদের লক্ষ্য দৃঢ় থাকার কারনেই আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। তিনি বলেন, আমরা দু'ধরণের বাধার সম্মুখীন হয়েছি। ১. লোভের বাধা। সেটি হ'ল মাল ও মর্যাদার লোভ। ২. ভয়ের বাধা। আর এই উভয় বাধা মোকাবেলা করেই লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে হবে। অতঃপর সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার।

'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মনোনয়ন

কর্মী সম্মেলনের ১ম দিন রাতে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের সর্বসম্মত পরামর্শের ভিত্তিতে ২০১৮-২০২০ সেশনের জন্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক (২০১০-১২ ও ২০১২-১৪ সেশন) আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবকে মনোনীত করা হয়। অতঃপর ২৭শে সেপ্টেম্বর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন ও শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়। পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিম্নরূপ :

নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	যেলা
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব	সভাপতি	এম.এ	রাজশাহী
মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল	সহ-সভাপতি	এম.কম	নারায়ণগঞ্জ
মুস্তাক্বীম আহমাদ	সাধারণ সম্পাদক	বি.এ	রাজশাহী
আবুল কালাম	সাংগঠনিক সম্পাদক	কামিল	জয়পুরহাট
আব্দুল্লাহিল কাফী	অর্থ সম্পাদক	এম.এ	রাজশাহী
ইহসান ইলাহী যহীর	প্রচার সম্পাদক	দাওরায়ে হাদীছ, এম.এ	কুমিল্লা
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	এম.পি.এইচ (শেষ বর্ষ)	ঝিনাইদহ
আব্দুল্লাহ আল-মামুন	ছাত্র বিষয়ক	এম.এ	বগুড়া

Contents

	সম্পাদক	(অধ্যয়নরত)	
মুখতারুল ইসলাম	তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	এম.এ	রাজশাহী
শামীম আহমাদ	সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	আলিম	সিরাজগঞ্জ
সা'দ আহমাদ	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	এস.এস.সি	মেহেরপুর
মুহাম্মাদ আজমাল	দফতর সম্পাদক	এম.এ	রাজশাহী

যেলা সমূহ পুনর্গঠন

রাজশাহী সদর, রাজশাহী ২৮শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : ২০১৮-২০ সেশনের নব-নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ২৭শে সেপ্টেম্বর'১৮ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণের পর গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ৪৫ দিনের মধ্যে দেশব্যাপী সকল যেলায় কমিটি পুনর্গঠনের কর্মসূচী হাতে নেয়। সে হিসাবে অদ্য বাদ আছর 'যুবসংঘ' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ যেলা কার্যালয়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে নাজীদুল্লাহকে সভাপতি ও আমীনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সোনাপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ ১লা অক্টোবর'১৮ রোজ সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলা পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাওঃ আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনের প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন। পরিশেষে আব্দুর রহমানকে সভাপতি ও শাহীনুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ছোট বেলাইল, বগুড়া, ৪ঠা অক্টোবর, বৃহঃবার : অদ্য বাদ আছর 'যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠানে আল-আমীনকে সভাপতি ও আব্দুর রায্যাককে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর পূর্ব ৪ঠা অক্টোবর'১৮ রোজ বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলা পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা যুবসংঘের সভাপতি নাজমুল হক। অনুষ্ঠানে রায়হানুল ইসলামকে সভাপতি ও সাইফুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

বিরল, দিনাজপুর, ৫ই অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'যুবসংঘ' দিনাজপুর (পশ্চিম) সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিরল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি সাজ্জাদ তুহীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং সোনামণির কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সাজ্জাদ তুহিনকে সভাপতি ও মুছাদ্দিক বিল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

বাকাল, সাতক্ষীরা ১৭ই অক্টোবর'১৮ রোজ বুধবার : অদ্য বিকাল ৪টায় বাকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া মাদরাসায় 'যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামাআত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে মোহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমানকে

সভাপতি এবং নাজমুল আহসানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কালদিয়া, বাগেরহাট ১৮ই অক্টোবর'১৮ রোজ বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগেরহাট সাংগঠনিক যেলা পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র অর্থ সম্পাদক মামুনুর রশীদ। পরিশেষে আব্দুল্লাহ আল-মাছুমকে আহবায়ক করে বাগেরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সোনাডাঙ্গা, ১৮ই অক্টোবর'১৮ খুলনা বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা সাংগঠনিক যেলা পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শোয়াইব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'র কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির বাবু 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক মোযাম্মেল হক। পরিশেষে শোয়াইব হোসাইনকে সভাপতি ও রবিউল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ষষ্টিতলা রোড, ১৯ই অক্টোবর'১৮ যশোর রোজ শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যশোর টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলা পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলনের সভাপতি বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাবেক সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'র কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক মনীরুযযামান, অর্থ সম্পাদক আব্দুল আযীয। পরিশেষে হাফেয তরিকুল ইসলামকে সভাপতি ও আব্দুর রহীমকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

খামার মুসলিম পাড়া, রংপুর ২৬শে অক্টোবর'১৮ রোজ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে শেখ জামালউদ্দিন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি শিহাবুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি প্রফেসর হেলালুদ্দীন, দিনাজপুর পূর্ব যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান। পরিশেষে আব্দুন নূর সরকারকে সভাপতি এবং নাজমুছ ছাকিবকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মনিপুর, গাযীপুর ১৯শে অক্টোবর'১৮ রোজ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'যুবসংঘ' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে মনিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি হাবীবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম। পরিশেষে শরীফুল ইসলামকে সভাপতি এবং শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

চট্টগ্রাম সদর, চট্টগ্রাম ২৬শে অক্টোবর'১৮ রোজ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চট্টগ্রাম সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি ডাঃ শামীম আহমাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলনে'র সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আবু বকর ছিদ্দীক। পরিশেষে মুহাম্মাদ আলমগীরকে সভাপতি এবং জসীমুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

পাঁচদোনা, নরসিংদী ২৫শে অক্টেবর'১৮ রোজ বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৪টায় পাঁচদোনা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলা পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য

Contents

অধ্যাপক জালালুদ্দীন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি এবং দেলোয়ার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

শোলক, উজিরপুর, বরিশাল ২৫শে অক্টোবর'১৮ রোজ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর শোলক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বরিশাল যেলা 'যুবসংঘ' পুর্নগঠিত হয়। কায়েদ মাহমুদ ইমরানকে সভাপতি এবং আমীনুর রহমানকে সাধারণ সম্পদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যাহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল মজীদ, পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাহবুবুল আলম, বরিশাল যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি ইবরাহীম কাউছার সালাফী, সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক রকীবুল ইসলাম নাসির, অর্থ সম্পাদক সেলিম মেম্বার ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জাকির হোসেন প্রমুখ।

শাসনগাছা, কুমিল্লা ২৬শে অক্টোবর'১৮ রোজ শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৪টায় শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসায় 'যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলা পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা ছফীউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ঢাকা যেলা সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে আহমাদুল্লাহকে সভাপতি এবং রুহুল আমীনকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কোর্ট কম্পাউন্ড, সদর, ফরিদপুর ২৬শে অক্টোবর'১৮ রোজ শুক্রবার : অদ্য ফরিদপুর শহরে ফরিদপুর যেলা 'যুবসংঘ' পুর্নগঠিত হয়। আমীনুল ইসলামকে সভাপতি এবং তুহীনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক মানোনীত করা হয়। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পদক ইহসান ইলাহী যাহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি দেলোয়ার হোসেন।

মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ি ২৬শে অক্টোবর'১৮ রোজ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ' পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশ কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যাহীর। পরিশেষে ইমরোজ ইমরানকে সভাপতি এবং হাসান মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ সহ দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ, ২৭শে অক্টোবর'১৮ রোজ শনিবার : অদ্য সকাল ১০টায় সংগঠনের কাঞ্চনস্থ যেলা কার্যালয়ে 'যুবসংঘ' নারায়ণগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সহ-সভাপতি মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাকীম আহমাদ। উক্ত অনুষ্ঠানে জালালুল কবীরকে সভাপতি এবং মোহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কাজলা, মতিহার, রাজশাহী ৩১ শে অক্টোবর'১৮ রোজ বুধবার: অদ্য বাদ মাগরিব কাজলাস্থ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ভবনে 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' রাবি সভাপতি কাউছার আহমাদের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও দফতর সম্পাদক আজমাল হোসাইন। পরিশেষে আব্দুর রউফ সালাফীকে সভাপতি এবং বুরহানুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

বহলতলী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ২৪ শে অক্টোবর'১৮ বুধবার : অদ্য বাদ এশা বহলতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২০১৮-২০২০ সেশনের জন্য গোপালগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা পুর্নগঠিত হয়। আশিকুর রহমান রাজুকে সভাপতি এবং জসীমুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ' এর কমিটি পুর্নগঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যাহীর ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র আহবায়ক কমিটি সদস্য হাফেয লায়েকুয্যামান ও উপদেষ্টা ইবরাহীম শিকদার প্রমুখ।

সোহাগদল, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর ২৫শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ বেলা ১১:৩০ মিনিটে সোহাগদল দারুস সালাম আহলেহাদীছ পিরোজপুর যেলা 'যুবসংঘ' পুর্নগঠিত হয়। তাওহীদুল ইসলামকে সভাপতি এবং সাইফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে পিরোজপুর সাংগঠনিক যেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার

Contents

সম্পাদক ইহসান ইলাহী যাহীর ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনের উপদেষ্টা জনাব শাহ আলম মাস্টার, যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

যুগীপাড়া, নাটোর ৩০শে অক্টোবর'১৮ সোমবার : অদ্য বাদ ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে যুগীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। পরিশেষে মাজেদুর রহমানকে সভাপতি এবং আতিয়ার রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মুন্সীপাড়া, নীলফামারী ১লা নভেম্বর'১৮ রোজ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি হাকিম মুস্তাফীযুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও সোণামনি সহপরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক রাকীবুল ইসলাম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির প্রমুখ। পরিশেষে ওলীউল ইসলামকে সভাপতি এবং ফযলুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

দক্ষিণ গয়াবাড়ী, ভেংটিয়াপাড়া নীলফামারী ১লা নভেম্বর'১৮ রোজ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ ২-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী পূর্ব সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে লাল জুম'আ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও সোণামনি সহপরিচালক আবু হানীফ। পরিশেষে আশরাফ আলীকে সভাপতি এবং মুনীরুযযামানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মহিষখোচা, লালমনিরহাট ২রা নভেম্বর'১৮ শুক্রবার : অদ্য বাদ ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমনিরহাট সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি শহিদুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও সোণামনি সহপরিচালক আবু হানীফ। পরিশেষে শিহাবুদ্দীনকে সভাপতি এবং আব্দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

আরামনগর, জয়পুরহাট ২রা নভেম্বর'১৮ শুক্রবার : অদ্য বাদ ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাহফুযূর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ও তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। পরিশেষে নাজমুল হককে সভাপতি এবং মুস্তাক আহমাদ সারোয়ারকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ ২রা নভেম্বর'১৮ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ নয়াপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন' সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুর্তজার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ ও দফতর সম্পাদক আজমাল হোসাইন। পরিশেষে ওয়াসিম রেযাকে সভাপতি এবং জামালুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সাহারবাটি, মেহেরপুর ৩রা নভেম্বর'১৮ শনিবার : অদ্য বাদ জুম'আ সাহারবাটি কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন' সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার এবং দফতর সম্পাদক আজমাল হোসাইন। পরিশেষে ইয়াকুব হোসাইনকে সভাপতি এবং নাজমুল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : নবীগণের মধ্যে কে একমাত্র নবী যার পুরো কাহিনী একটি সূরায় বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সূরা ইউসুফে।
২. প্রশ্ন : হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর তথ্যাদি নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর কারা সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছিল?
উত্তর: ইহুদীরা।
৩. প্রশ্ন : ইয়াকূব তার সন্তানদের বলল, আমার মৃত্যুর পর তোমারা কার ইবাদত করবে?
উত্তর: উত্তরে তারা বলেছিল, আমার আপনার উপাস্য এবং আপনার পিতৃ পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের ইবাদত করব।
৪. প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে কোন নবীর কাহিনীকে 'সুন্দরতম কাহিনী' বলা হয়? উত্তর : ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীকে ।
৫. প্রশ্ন : ইউসুফ (আঃ)-কে কারা কুয়াতে ফেলে দিয়েছিল ?
উত্তর : তাঁর ভাইয়েরা ।
৬. প্রশ্ন : তারা ইউসুফ (আঃ)-কে কি করতে চেয়েছিল ?
উত্তর: মেরে ফেলতে চেয়েছিল।
৭. প্রশ্ন : তিনি কিভাবে বেঁচে যান?
উত্তর : তিনদিন ধরে পথহারা এক ব্যবসায়ী কাফেলা বালতিতে করে কুয়া থেকে তুলে তাকে বাঁচিয়েছিল।
৮. প্রশ্ন : ব্যবসায়ীরা তাকে কোথায় কার কাছে বিক্রি করেছিল?
উত্তর : ব্যবসায়ীরা তাকে মিসরের রাজধানীতে মিসরের অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী ক্বিৎফীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল।
৯. প্রশ্ন: ইউসুফ (আঃ) কোন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন?
উত্তর : কেন'আন বা ফিলিস্তীনের।
১০. প্রশ্ন: ইয়াকুব (আঃ) কত বছর বেছেছিলেন?
উত্তর : ১৪৭ বছর।
১১: ইয়াকুব (আঃ)-কে যেখানে সমাস্থিত করা হয় সে জায়গাটা এখন কি নামে খ্যাত?
উত্তর : 'খলীল মহল্লা' নামে খ্যাত ।
১২. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) কখন ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন ? উত্তর : মি'রাজের রজনীতে।
১৩. প্রশ্ন : ইউসুফ (আঃ)-এর কয়টি সন্তান ছিল এবং তাদের নাম কি? উত্তর : ২টি ।১.ইফরাঈম ২.মানশা।
১৪. প্রশ্ন : আল্লাহ তা'য়ালা কাকে বিশ্বের অর্ধেক সৌন্দর্য দান করেছেন ? উত্তর : ইউসুফ (আঃ)-কে।
১৫. প্রশ্ন : ইউসুফ (আঃ)-মিসরের সর্বময় ক্ষমতায় বসে সম্রাটকে কি বললেন?
উত্তর : ইউসুফ (আঃ)-কে মিসরের সর্বময় ক্ষমতায় বসিয়ে বললেন আমি আপনার চাইতে বড় নই, সিংহাসন ব্যতীত।
১৬. প্রশ্ন : যখন ইউসুফ (আঃ) বললেন, আমি আপনার চাইতে বড় নই, সিংহাসন ব্যতীত তখন তাঁর বয়স কত ছিল?
উত্তর: তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩০ বছর।
১৭.প্রশ্ন: ইউসুফ (আঃ)-এর সময় কাল ছিল ঈসা (আঃ)-আগমনের কত বছর পূর্বে? উত্তর: ১৮ শ'বছর।
১৮. প্রশ্ন : সুলায়মান মানছূরপুরী আনুমানিক কত বছরের কথা বলেন? উত্তর: ১৬৮৬ বছর পূর্বেকার।
১৯. প্রশ্ন: ইউসুফ (আঃ)-এর সময় থেকেই কোন জাতি মিসরে বসবাস শুরু করে?
উত্তর: ইস্রাঈলগণ।
২০. প্রশ্ন : পক্ষান্তরে 'তারীখুল আম্বিয়ার' লেখক কী বলেন?
উত্তর: পক্ষান্তরে 'তারীখুল আম্বিয়ার' লেখক বলেন, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে মিসরে যুগ যুগ ধরে রাজত্বকারী ফেরাঊন রাজাদের কোন উল্লেখ না থাকায় অনেকে প্রমাণ করেন যে, ঐ সময় হাকসূস রাজারা ফেরাঊনদের হটিয়ে মিসর দখল করেন এবং দু'শো বছর যাবত তারা সেখানে রাজত্ব করেন । যা ছিল ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাবের প্রায় দু'হাযার বছর পূর্বের ঘটনা।
২১. প্রশ্ন : হাফেয ইবনু কাছীর বেনিয়ামীন সর্ম্পকে কী বর্ণনা করেন ?
উত্তর: হাফেয ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আঃ) এর জন্মের কিছুকাল পরেই বেনিয়ামীন জন্মগ্রহন করেন।
২২. প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা কাকে এত বেশী রুপ-লাবণ্য দান করেছিলন যে, যেই-ই তাকে দেখত, সেই-ই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত ? উত্তর: ইউসুফ (আঃ)-কে ।
২৩. প্রশ্ন : ইউসুফ (আঃ) বালক বয়সে স্বপ্নে কি দেখেছিল ?
উত্তর: ইউসুফ (আঃ) বালক বয়সে স্বপ্নে নক্ষত্র ও সূর্য দেখেছিল ।
২৪. প্রশ্ন : ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নে কতটি নক্ষত্র দেখেছিল ?
উত্তর: ১১টি।
২৫. প্রশ্ন : ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্নে নক্ষত্র ও সূর্য, তাকে কি করেছিল ? উত্তর: তাকে সিজদা করেছিল।
২৬. প্রশ্ন : স্বপ্নটি দেখার পর ইউসুফ (আঃ)-কে তার পিতা কি বলেছিল ?
উত্তর: স্বপ্নটি দেখার পর ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর পিতা বলেছিল, বৎস! তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না । তাহ'লে ওরা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।
২৭. প্রশ্ন : ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও ক্বাতাদাহ কী বলেন?
উত্তর: ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও ক্বাতাদাহ বলেন, এগারোটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আঃ)-এর এগারো ভাই এবং সূর্য ও চন্দের অর্থ পিতা ও মাতা বা খালা।
২৮. প্রশ্ন : এ স্বপের ব্যাখ্যা কখন প্রকাশ পায়?
উত্তর: এ স্বপের ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় যখন মিসরে পিতা-পুত্রের মিলন হয়।
২৯. প্রশ্ন: ইউসুফ (আঃ) কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিল?
উত্তর: ১১০ বছর বয়সে।
৩০. প্রশ্ন : তিনি কোথায় সমাধিস্থ হন?
উত্তর: তিনি হেবরনে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য সন্তানদেরকে অছিয়ত করে যান।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশে ডাক বিভাগের মোবাইল ব্যাংকিং সেবার নাম কী?
উত্তর : নগদ।
২. প্রশ্ন : বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতুর দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : ৫৫ কিলোমিটার।
৩. প্রশ্ন : গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
৪. প্রশ্ন : চাল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ভারত।
৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ১৬.৬৪ কোটি।
৬. প্রশ্ন : জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
উত্তর : ১.১%।
৭. প্রশ্ন : জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন কোন দেশে?
উত্তর : সিরিয়া।
৮. প্রশ্ন : দেশের সবচেয়ে ছোট গ্রাম কোনটি?
উত্তর : শ্রীমুখ; বিশ্বনাথ, সিলেট, গ্রামের জনসংখ্যা মোট পাঁচজন ।
১০. প্রশ্ন : ২০১৮ সালের বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার কে লাভ করেন? উত্তর : ড. ডেভিট নাবাররো ও ড. লওরেস হাদ্দাদ ।
১১. প্রশ্ন : ২৫ অক্টোম্ববর ২০১৮ ঘোষিত ফিফা র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : বেলজিয়াম।
১২. প্রশ্ন : ২০১৮ সালের দ্বাদশ সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ ? উত্তর : মালদ্বীপ।
১৩. প্রশ্ন : বিশ্বের মোট জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ৭৬৩.৩০ কোটি।
১৪. প্রশ্ন : নারী প্রতি সর্বাধিক প্রজনন হারের দেশ কোনটি?
উত্তর : নাইজার; ৭.১ জন।
১৫. প্রশ্ন : জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন; জনসংখ্যা ১৪১.৫০ কোটি।
প্রশ্ন : বর্তমানে দেশের কতটি উপযেলার নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যায়?
উত্তর : ১২৫টি উপযেলায়।
১৬. প্রশ্ন : মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোনের নতুন নম্বর সিরিজ কী? উত্তর : ০১৩।
১৭. প্রশ্ন : ২০১৮ সালের সিডনি শান্তি পুরস্কার লাভ করেন কে? উত্তর : জেসেফ ষ্টিগলিজ (যুক্তরাষ্ট্র)।
১৮. প্রশ্ন : কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ কোনটি?
উত্তর : নিউজিল্যান্ড।
১৯. প্রশ্ন : শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ কোনটি?
উত্তর : সোমালিয়া।
২০. প্রশ্ন : নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের দুর্নীতিতে অবস্থান কততম? উত্তর : ১৭ তম।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম কে?
উত্তর : তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগান।
২. প্রশ্ন : বিশ্বে সর্বপ্রথম সুঁই-সুতোয় দিয়ে পবিত্র কুরআনের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন কে?
উত্তর : পাকিস্তানী নারী নাসিমা আখতার।
৩. প্রশ্ন : তিনি কত সময়ে কুরআনের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন?
উত্তর : ৩২ বছর নিরলস পরিশ্রমে তিনি এটি প্রস্তুত করেন।
৪. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে সর্ববৃহৎ ছাতা কোথায় স্থাপিত হয়েছে? উত্তর : সউদী আরবের মসজিদে হারামের আঙ্গিনায় এটি স্থাপিত হয়েছে।
৫. প্রশ্ন : মোট কতটি ছাতা স্থাপিত হয়েছে?
উত্তর : বাদশাহ আব্দুল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত খরচে মোট সাতটি ছাতা স্থাপিত হয়েছে।
৬. প্রশ্ন : একটি ছাতাতে মোট কতজন মুছল্লী এক সঙ্গে ছালাত আদায় করতে পারবে?
উত্তর : কমপক্ষে আড়াই হাযার মুছল্লী এক সঙ্গে ছালাত আদায় করতে পারবেন।
৭. প্রশ্ন : হাজীদের সুবিধার্থে মক্কা-মদীনা হাইস্পিড ট্রেন চালু করেছে কোন দেশ? উত্তর : সউদী আরব।
৮. প্রশ্ন : হাইস্পীড ট্রেনটির নাম কি?
উত্তর : হারামাইন এক্সপ্রেস ।
৯. প্রশ্ন : তথাকথিত গণতন্ত্রের 'মানস কণ্যা' সুচি'র নাগরিকত্ব বাতিল করেছে কোন দেশ? উত্তর : কানাডা।
১০. প্রশ্ন : কানাডা এ নাগরিকত্ব কাকে কাকে দিয়েছিল?
উত্তর : সুইডেনের রাউল ওয়ালেনবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, তিব্বতের চর্তুদশ দালাইলামা, সুইজারল্যান্ডের প্রিন্স করিম আগা খান, ও পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাঈ।
১৩. প্রশ্ন : কোন দেশ মিয়ানমারের সাত সেনা কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে? উত্তর : সুইজারল্যান্ড।
১৪. প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন দেশ আইসিজে তথা আর্ন্তজাতিক বিচার আদালত মামলা দায়ের করে?
উত্তর : ফিলিস্তিন, মার্কিন দূতাবাস জেরুজালেম নেয়ার সুবাদে।
১৫. প্রশ্ন : জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পেল কোন দেশ? উত্তর : ফিলিস্তিন।
১৬. প্রশ্ন : আর্ন্তজাতিক বিচার প্যানেল তৈরী হচ্ছে কোন দেশের বিরুদ্ধে?
উত্তর : মিয়ানমারের বিরুদ্ধে, রোহিঙ্গা গণহত্যার দায়ে।
১৭. প্রশ্ন : সম্প্রতি কোন দেশ ভূমিকম্প-সুমানিতে মৃত্যুপুরী পরিণত হয়? উত্তর : ইন্দোনেশিয়া।
১৮. প্রশ্ন : ভূমিকম্প-সুমানিতে কত লোকের প্রাণহানি ঘটে?
উত্তর : দুই হাযারের বেশী লোকের প্রাণহানি ঘটে।
১৯. প্রশ্ন : যে দূষণ প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর মানুষ বেশী আক্রান্ত হয়? উত্তর : পানি দূষণ।
২০. প্রশ্ন : আল-আকসা মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জেরুযালেমে।